NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৮ ব্রাজিলের সমর্থকদের দিকে থুতু মেরেছিলেন দি মারিয়া

ধর্ষণের অভিযোগে আলভেজের ৯ বছরের কারাদণ্ড দাবি ৮

কলকাতা ২৫ নভেম্বর ২০২৩ ৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ শনিবার সপ্তদশ বর্ষ ১৬৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 25.11.2023, Vol.17, Issue No.163, 8 Pages, Price 3.00

শুরু হল রাজ্য বিধানসভার অধিবেশন

মুখ্যমন্ত্রীর সই নির্দেশে দ্বিমত পোষণ ফিরহাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশন শুরু হল শুক্রবার। শীতকালীন অধিবেশনে হাজিরা নিয়ে এবার বেশিই কড়া তৃণমূল শিবির। খোদ মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রীর নির্দেশে, বিধানসভায় প্রবেশ ও বেরনোর সময় বিধায়কদের সই করা বাধ্যতামূলক। দলকে না জানিয়ে কারও অনুপস্থিতি গ্রাহ্য হবে না। এমনই বিবিধ কড়া নিয়মের বেড়াজালে বিধানসভা অধিবেশন শুরু হয়েছে শুক্রবার থেকে। পরিষদীয় মন্ত্রীর ঘরে রাখা হাজিরা খাতায় সকলে সই করে ভিতরে ঢুকেছেন। আর তা নিয়ে প্রকাশ্যেই বিরক্তি প্রকাশ করলেন পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। তাঁকে বলতে শোনা গেল, 'আমরা কি স্কুলে পড়ি যে নিয়ম করে হাজিরা খাতায় সই করতে হবে? দলের নির্দেশ, তাই সই করলাম।' এর পর তিনি আরও বলেন, 'সকলের দায়িত্ব আছে। নিজের দায়িত্ব পালন করুক সবাই।'

শোকপ্রস্তাব গ্রহণের মধ্যে দিয়ে অধিবেশনের সূচনা হয়। প্রাক্তন বিধায়ক রবীন মণ্ডল, সরোজ রঞ্জন কাঁড়ার, রাম পেয়ারে রাম, প্রাক্তন সাংসদ বাসুদেব আচারিয়া, কৃষি বিজ্ঞানী ডঃ এম এস স্বামীনাথন, প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার বিষেন সিং বেদীর প্রয়াণে শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কড়া নির্দেশের পরই এবার বিধানসভায় সরকার পক্ষের বিধায়কদের বাধ্যতামূলকভাবে হাজিরা খাতায় সই করতে হচ্ছে। পরিষদীয় মন্ত্রীর ঘরে হাজিরা খাতায় সই করেছেন বিধায়করা। সইয়ের পাশে উল্লেখ করতে হয়েছে বিধানসভায় ঢোকা ও বেরনোর সময়ও। কিন্তু দলের এই নির্দেশ নিয়েই বিধায়কদের একাংশের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। ফিরহাদের পাশেই এদিন ছিলেন মলয় ঘটক। তিনি বলেন, 'আমি তো নিয়মিত বিধানসভায় আসি। আজ পর্যন্ত ১১ বছরে একটা দিনও কামাই করিনি।' বিধায়ক ইন্দ্রনীল সেন বলেন, 'টাইমে ঢুকেছি, টাইমেই বেরিয়েছি। ভালই লাগছে ব্যাপারটা।'

প্রাক্তন এসইউসিআই বিধায়ক রবীন মণ্ডল গত পয়লা নভেম্বর ৯৪ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি ১৯৬৭, ১৯৬৯ ও ১৯৭১ সালে ৩ বার দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমা কেন্দ্র থেকে বিধানসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি তেভাগা আন্দোলনেও নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। গত ১২ নভেম্বর জীবনাবসান হয় প্রাক্তন তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক রাম পেয়ারে রামের। ১৯৭১ সালে কলকাতার কবিতীর্থ আসনে প্রথম বার কংগ্রেসের বিধায়ক হন রামপেয়ারি রাম। ১৯৮৭ সালে আবার বিধায়ক নির্বাচিত হন তিনি। ১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১ এবং ২০০৬ সাল পর্যন্ত বিধায়ক হন তিনি। গত ২৮ সেপ্টেম্বর জীবনাবসান হয় উদয়নারায়নপুরের প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক সরোজ রঞ্জন কাঁড়ারের। বাঁকুড়ার প্রাক্তন সিপিআইএম সাংসদ বাসুদেব আচারিয়া প্রয়াত হন গত ১৩ ই নভেম্বর। বেশ কিছুদিন ধরে বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় তিনি ভুগছিলেন। ১৯৮০ সালে বাঁকুড়া কেন্দ্র থেকে প্রথম সাংসদ নির্বাচিত হন বাসুদেব। তার পর ২০১৪ পর্যন্ত সেখানকার সাংসদ ছিলেন তিনি। সংসদে রেলওয়ে স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। দেশে 'সবুজ বিপ্লবে'র জনক, বিশিষ্ট কৃষিবিজ্ঞানী এম এস স্বামীনাথন ২৮ সেপ্টেম্বর প্রয়াত হন। দেশে দুর্ভিক্ষ রোখার জন্য এবং কৃষিক্ষেত্রে দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে ছয়ের দশকের শেষ দিক থেকে ভারত সরকার যে 'সবুজ বিপ্লব'-এর সূচনা করে, তার মূল উদ্যোক্তা ছিলেন স্বামীনাথনই। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চের ডিরেক্টর জেনারেল পদে ছিলেন স্বামীনাথন। সেই সময় ভারত সরকারের কৃষি গবেষণা এবং শিক্ষা দপ্তরের সচিবও ছিলেন তিনি। ২০০৭ এবং ২০১৩ সালে পর পর দু'বার রাজ্যসভায় মনোনয়ন দেওয়া হয় তাঁকে। কৃষিক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখার জন্য ১৯৭১ সালে রমন ম্যাগসাইসাই পুরস্কারে সম্মানিত করা হয় তাঁকে। পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ এবং পদ্মবিভূষণ পুরস্কারেও ভূষিত হন তিনি। প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেট অধিনায়ক তথা কিংবদন্তি স্পিন বোলার বিষেন সিং বেদী গত ২৩ শে অক্টোবর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৯৬৭ থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত ভারতের হয়ে ৬৭টি টেস্ট ও ১০টি এক দিনের ম্যাচ খেলেছেন বেদী। টেস্টে নিয়েছেন ২৬৬টি উইকেট। এক দিনের ক্রিকেটে তাঁর উইকেটের সংখ্যা ৭টি। ১৯৭৬ সালে ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক হয়েছিলেন বেদী। তাঁদের প্রয়াণে শোক প্রস্তাব পাঠ করেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। শোক প্রস্তাব পাঠের পর নীরবতা পালন করে আজকের মত অধিবেশন মুলতবি করে দেওয়া হয়।

এবারের অধিবেশনে আগামী ২৮ তারিখ সংবিধান দিবস নিয়ে আলোচনা হবে। ২৯ তারিখ বেঙ্গল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি (মেম্বার অ্যামিউজমেন্টস) অ্যাক্ট এবং ৩০ তারিখ দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল স্যালারিস অ্যান্ড অ্যালাওয়েন্স আইন সংশোধনের জন্য আনা বিলের উপর আলোচনা হবে। রাজ্যের মন্ত্রী ও বিধায়কদের মাইনে বাড়ানোর জন্য এই দুটি সংশোধনী বিল পেশ করা হবে। ২৯ তারিখ বিধানসভার কার্যকর উপদেষ্টা কমিটির পরবর্তী বৈঠক হবে।

শাহের কর্মসূচির অনুমতি কলকাতা হাইকোর্টের

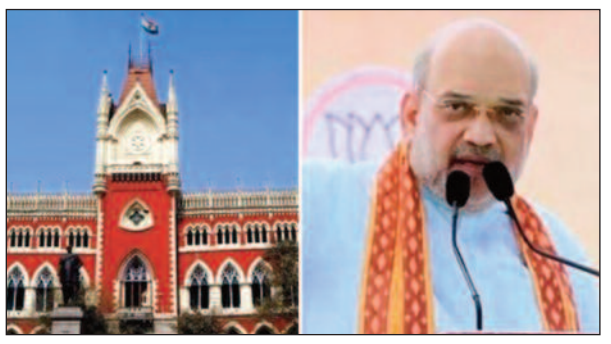

নিজস্ব প্রতিবেদন: ধর্মতলায় বিজেপিকে সভা করার অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশ বহাল রাখল প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ। বিজেপিকে সভা করার অনুমতি দিয়ে আদালত জানিয়েছে, কর্মসূচির জন্য কলকাতা পুলিশের ওয়েবসাইটে দেওয়া শর্ত মানতে হবে। তবে অতিরিক্ত কোনও শর্ত যে সভার আয়োজকদের উপর চাপানো যাবে না, তা স্পষ্ট করে দিয়েছে হাইকোর্ট।

উল্লেখ্য, ২১ জুলাইয়ের সভাস্থলেই আগামী ২৯ নভেম্বর তাদের বিশেষ কর্মসূচি করার অনুমতি চেয়েছিল বিজেপি। সেই সভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহকেও আনার পরিকল্পনা আছে বঙ্গ বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের। কিন্তু পুলিশের কাছে এ ব্যাপারে আবেদন করা হলে তারা সেই আবেদন দু'বার ফিরিয়ে দেয়। যুক্তি হিসাবে জানানো হয়, সভার জন্য জায়গাটি ফাঁকা নেই। পুলিশের ওই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করেই হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল পদ্মশিবির।

এই মামলায় ২১ জুলাই তৃণমূলের শহিদ দিবস কর্মসূচির প্রসঙ্গও ওঠে। প্রধান বিচারপতি বলেন, '২১ জুলাই বাতিল করে দিচ্ছি। আমরা সব বন্ধ করে দিচ্ছি। কোনও মিটিং, মিছিল, সভা নয়। একটাই সমাধান, সবার জন্য সব কর্মসূচি বন্ধ করেছি। সেটা করলে কি ভাল হবে? রাজনৈতিক ভাবে অযথা সমস্যা তৈরি করা হচ্ছে। দু'সপ্তাহ আগে আবেদন করা যথেষ্ট।' প্রসঙ্গত, বিজেপির তরফেও রাজ্যের শাসকদলের ২১ জুলাইয়ের কর্মসূচির প্রসঙ্গ তোলা হয়েছিল। তৃণমূল ওই দিন ধর্মতলায় সভা করতে পারলে, তারা কেন পারবে না, আদালতে সেই প্রশ্নই তোলে বিজেপি। আগের দিনের শুনানিতে বিজেপির আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্য প্রশ্ন করেন, 'শাসকদল যেমন রাজনৈতিক কর্মসূচি করে, বিজেপিও তেমন করতে চায়। তা হলে অসুবিধার কী রয়েছে?' শুক্রবার এই মামলার শুনানিতে প্রধান বিচারপতির মন্তব্য, 'রাজ্যে এই সব কর্মসূচি লেগেই থাকে। মানুষের সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে ভাবেন না। সরকারি কর্মচারী, রাজনৈতিক দল, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সবাই রাস্তা আটকে মিছিল করে। পুলিশ অনুমতি দিয়ে দেয়। এটা এখানে খুব সাধারণ বিষয়। অন্য রাজ্যে আমার অভিজ্ঞতা আলাদা। হাইকোর্ট থেকে যাওয়ার জন্য গত কালও পুলিশের তরফ থেকে দু'টি চিঠি পাঠানো হয়েছে। বলা হয়েছে, আমাদের বিকল্প রাস্তা ব্যবহার করতে।' তিনি আরও বলেন, 'আবার কর্মসূচি হলে সবাই তাই করবে। মানুষ ঘুরে ঘুরে যাবে।'

রাজ্যের উদ্দেশে প্রধান বিচারপতির প্রশ্ন, 'অনেকে অনেক কিছু করছে, তবুও রং দেখা হচ্ছে কেন? মানুষকে অন্য রাস্তা দিয়ে ঘুরিয়ে দিন। কী করা যাবে? ছটপূজা নিয়ে রাস্তা বন্ধ ছিল। মানুষ অন্য জায়গা দিয়ে ঘুরছে।' এই প্রসঙ্গেই তাঁর সংযোজন, 'এত আগেও আবেদন করার পরেও আপনারা এটাকে যদি অনুমতি না দেন তা হলে তো রাজ্যে কোনও কর্মসূচি করা যাবে না। আমরা বলে দিচ্ছি, রাজ্যের কোথাও কোনও কর্মসূচি হবে না।' রাজ্যের তরফে নিয়মের কথা বলা হওয়ায় প্রধান বিচারপতি বলেন, 'নিয়মের কথা বলছেন। শাসকদলের কর্মসূচির ক্ষেত্রে সেই নিয়ম মানেন? তাদের ক্ষেত্রে কী নিয়ম মানেন সেই তালিকা নিয়ে আসুন।' নিজের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে প্রধান বিচারপতি আরও বলেন, 'বালিগঞ্জ এলাকায় রাত ৩টে পর্যন্ত ড্রাম বাজিয়ে লরির উপরে লোকজন শোভাযাত্রা করেছে। চার-পাঁচ দিন আগে দেখলাম ট্রাকের মাথায় একটি শিশুকে নিয়ে লোক যাচ্ছে। ধরে বসার কিছু নেই। পণ্যবাহী গাড়িতে করে মানুষ যাচ্ছে। পুলিশ কিছু বলছে না! এটা তো আইন লঙ্ঘন করছে। কোনও নোটিস না দিয়ে গোটা শহর স্তব্ধ করে দিয়েছিল কুর্মি সম্প্রদায়। কেন এ রকম হবে? আদালত এগুলো দেখেছে।'

উচ্চ আদালতের রায় এবং এই পর্যবেক্ষণের পর বিজেপির আইনজীবী লোকনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং সূর্যনীল দাস সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'রাজ্য সরকার শাসকদল এবং বিরোধী দলগুলির উপর সম্পূর্ণ ভিন্ন দুই আচরণ করছে। রাজ্য প্রশাসন যে বৈষম্যমূলক আচরণ করছে, তার প্রমাণ আজকের এই আদালতের রায়।'

চিৎপুরে যুবককে কুপিয়ে খুন

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুই যুবকের মধ্যে বচসা থেকে হাতাহাতির পর ধারালো অস্ত্র দিয়ে এক যুবককে কুপিয়ে খুনের ঘটনা ঘটে গেল খাস কলকাতার চিৎপুরে। স্থানীয় সূত্রে খবর, শুক্রবার সকালে ছুরির আঘাতে প্রথমে গুরুতর জখম হন এক যুবক। এরপর তাঁকে আরজি কর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তবে শেষরক্ষা হয়নি। চিকিৎসকরা কিছুক্ষণ পর মৃত বলে ঘোষণা করেন ওই যুবককে।

এদিকে পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত যুবকের নাম শেখ দুলারা। বয়স ২৯ বছর। কাশীপুর রোড এলাকার বাসিন্দা তিনি। এরপরই এই ঘটনায় অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি শুরু করে পুলিশ। এরপর এলাকা থেকে শিবু বলে একজনকে আটক করে। তবে পুলিশি জেরায় শিবু জানায়, সে এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত নয়। আর এখানেই প্রশ্ন উঠেছে, খুনি পলাতক কি না তা নিয়ে। নাকি শিবুই আসল দোষী তা নিয়ে কিছুটা ধন্দে পুলিশও। এলাকাবাসীও শিবুর বন্ধুদের জিজ্ঞাসাবাদ করে আসল দোষীর সন্ধানে শুরু করেছে পুলিশ।

এদিকে স্থানীয় সূত্রে খবর, কে এল দাস রোডে দুই যুবক নেশা করে রাতে সেখানেই শুয়েছিল। সকালে উঠে নেশার ভাগ নিয়ে এই দুই যুবকের মধ্যে বচসা শুরু হয়। দু-জনের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের পরই আচমকাই একজন ধারালো অস্ত্র দিয়ে অপরজনকে কোপাতে শুরু করে। আহত বছর ঊনত্রিশের শেখ দুলারার হাতে, গলায় কোপ লাগে। রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় লুটিয়ে পড়তে স্থানীয়রাই দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে আরজি কর হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে সেখানে কিছু পরই চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন ওই যুবককে।

এরপরই কী কারণে এই ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখতে তদন্তে নামে চিৎপুর থানার পুলিশ। পুলিশের পাশাপাশি ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয় লালবাজারের হোমিসাইড শাখাও। ঘটনাস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ করে তাঁরা।

সুরঙ্গে আটকে থাকা শ্রমিকদের উদ্ধারে চলছে শেষ মুহূর্তের মহড়া

দেরাদুন, ২৪ নভেম্বর: আর কয়েক মিটারের দূরত্ব। সেই দূরত্ব অতিক্রম করে ফেলতে পারলেই ব্যস! উত্তরকাশীর ভাঙা সুড়ঙ্গে আটকে থাকা ৪১ জন কর্মীর কাছে পৌঁছে যাবেন উদ্ধারকারীরা। তবে দূরত্ব কম হলেও বার বার বাধার মুখে পড়ছে উদ্ধার অভিযান। বুধবার রাতের পর বৃহস্পতিবার রাতেও থমকে যায় উদ্ধারকাজ। শুক্রবার উদ্ধারকাজ প্রক্রিয়া শুরু হলেও ঠিক কতক্ষণে সূর্যের আলো দেখতে পারবেন শ্রমিকরা তার ঠিক নেই।

উত্তরাখণ্ডের প্রশাসনিক কর্তারা জানিয়েছেন, সুড়ঙ্গ খুঁড়তে আরও ৫-৬ মিটার বাকি রয়েছে। যদিও উদ্ধারকাজ শেষ করতে আর ঠিক কত সময় লাগবে, সে বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলছে না প্রশাসন। তবে কর্মীদের সুড়ঙ্গের বাইরে বার করে আনার চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রস্তুতি তুঙ্গে। চলছে মহড়াও। উদ্ধারকারীরা জানিয়েছেন, কী ভাবে ওই কর্মীদের উদ্ধার করা হবে, তা ঠিক করে ফেলেছেন তাঁরা। বার কয়েক তা অনুশীলনও করে দেখেছেন উদ্ধারকারীরা।

প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, কর্মীদের বাইরে বার করে আনতে চাকা লাগানো বিশেষ স্ট্রেচার তৈরি করানো হয়েছে। সেই স্ট্রেচারে শুইয়ে পাইপের মধ্যে দিয়ে গড়িয়ে বাইরে বার করে আনা হবে আটকে থাকা ৪১ কর্মীকে। এমনটাই জানা গিয়েছে প্রশাসন সূত্রে। উদ্ধারকারীরা জানিয়েছেন, এক বার কর্মীদের কাছে পৌঁছে গেলে বিশেষ ভাবে তৈরি সেই স্ট্রেচারগুলি পাইপের সাহায্য সুড়ঙ্গের ভিতরে ঢোকানো হবে।

স্ট্রেচারের এক প্রান্তে দড়ি বাঁধা থাকবে। দড়ির অপর প্রান্ত থাকবে সুড়ঙ্গের বাইরের উদ্ধারকারীদের হাতে। যদি স্ট্রেচার গড়িয়ে আসতে সমস্যা তৈরি হয়, তা হলে সেই দড়ি দিয়ে স্ট্রেচার টেনে উদ্ধারকারীদের বাইরে আনা হবে।

প্রথমে ঠিক ছিল, পাইপের মধ্যে দিয়ে নিজেরাই হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসবেন ওই শ্রমিকেরা। কিন্তু এত দিন ধরে সুড়ঙ্গের ভিতরে আটকে থাকার কারণে অনেক কর্মীই অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছেন। তাই ঠিক করা হয়, স্ট্রেচারে শুইয়ে তাঁদের বাইরে বার করে আনা হবে।

জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ)-র প্রধান অতুল কারওয়াল সাংবাদিকদের বলেন, 'কী ভাবে আটকে থাকা কর্মীদের নিরাপদে বার করে আনা যায়, সে বিষয়ে আমরা উদ্ধারকারীদের মহড়া দিয়েছি। আমরা স্ট্রেচারের নীচে চাকা লাগিয়ে রেখেছি, যাতে সহজেই এক এক করে সুড়ঙ্গের ভিতরে থাকা কর্মীদের বাইরে বার করে আনা যায়।'

প্রশাসনের তরফে আরও জানানো হয়েছে, বুধবার রাত থেকেই সুড়ঙ্গের বাইরে অপেক্ষা করছে ৪১টি অ্যাম্বুল্যান্স। সুড়ঙ্গ থেকে বার করার পর প্রয়োজন হলে কর্মীদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হবে। ঘটনাস্থলেও অস্থায়ী স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সেখানে তৈরি আছে ৪১টি 'বেড'। যে কোনও রকম জরুরি পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত উদ্ধারকারীরা। কোনও কর্মী গুরুতর আহত হলে তাঁদের জন্য বিমানের ব্যবস্থা করা হয়েছে বলেও জানিয়েছেন এক প্রশাসনিক কর্তা।

অন্য দিকে, জাতীয় বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের বাহিনীর আধিকারিক সৈয়দ আতা হাসনাইনের মতে, আটকে পড়া কর্মীদের বার করে আনতে অনুভূমিক ভাবে যে উদ্ধারকাজ চলছে, তা আরও তিন-চার বার বাধার মুখে পড়তে পারে। তাই কর্মীদের উদ্ধার করতে আর কত সময় লাগবে, তা আগে থেকে নিশ্চিত ভাবে বলা যাবে না বলেও জোর দিয়েছেন হাসনাইন। হাসনাইন সাংবাদিকদের বলেন, 'এটা যুদ্ধের মতো পরিস্থিতি। নির্দিষ্ট করে কিছু বলা যাবে না। যুদ্ধে আপনি জানেন না শত্রু কী করতে চলেছে।' তিনি বলেন, 'এখানে মাটি আপনার শত্রু। হিমালয়ের ভূতত্ত্ব শত্রু। এটা একটা চ্যালেঞ্জের বিষয়।' হাসনাইন আরও যোগ করেছেন, 'উদ্ধারকারী এবং ভিতরে আটকে থাকা কর্মীরা সমান ঝুঁকির মুখে রয়েছেন।'

চিনে অজানা নিউমোনিয়া আতঙ্ক সতর্ক নজর রয়েছে ভারতের

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর: করোনা মহামারির ধাক্কা এখনও পুরোপুরি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। এরই মধ্যে নিউমোনিয়া নতুন করে আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে চিনে। উত্তর চিনের বহু শিশু এই রোগে আক্রান্ত। মূলত শ্বাসকষ্টের সমস্যায় ভুগছে এই শিশুরা। এই নয়া রোগের মূলে রয়েছে অ্যাভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস বা এইচনাইচএনটু ভাইরাস। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অর্থাৎ হু আগেই এ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। এবার মুখ খুলল ভারতও।

স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হল, 'যে কোনও ধরনের জরুরি পরিস্থিতির জন্য ভারত তৈরি।' স্বাস্থ্য মন্ত্রক বলছে, 'এমনিতে শিশুদের অসুস্থতা এবং শ্বাসকষ্টে অস্বাভাবিক কিছু দেখা যায়নি। কোনও অস্বাভাবিক প্যাথোজেনের অস্তিত্বও মেলেনি। তাছাড়া হু-এ পর্যন্ত যতটা জানাচ্ছে, তাতে এই রোগের এক মানুষ থেকে আরেক মানুষের মধ্যে ছড়ানোর সম্ভাবনা কম। এতে মৃত্যুর হারও কম। তাছাড়া চিনের যে যে অংশে এই রোগ ছড়িয়েছে, সেখান থেকে ভারতে ছড়ানোর সম্ভাবনা কম। তবে সব আমরা পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছি।'

একাধিক আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের দাবি, করোনার সময় যেমন চিন-সহ গোটা বিশ্বের চিকিৎসাব্যবস্থায় সংকটের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, চিনের কিছু কিছু এলাকার হাসপাতালে এই 'অজানা' নিউমোনিয়ার জেরে সেই একই পরিস্থিতি। এই রোগে মূলত শিশুরা আক্রান্ত হলেও ছাড় পাচ্ছেন না বড়রা। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, এই 'অজানা' নিউমোনিয়ার মূল উপসর্গ জ্বর ও শ্বাসকষ্ট। সর্দি বা কাশি এই নিউমোনিয়ার উপসর্গের মধ্যে পড়ছে না। এই নিউমোনিয়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে খোদ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও।

চিনা প্রশাসন হু-কে জানিয়েছে, এই নিউমোনিয়া নিয়ে উদ্বেগের কোনও কারণ নেই। এটা নতুন কোনও প্যাথোজেন বা কোনও নভেল ভাইরাসের মাধ্যমে ছড়ায়নি। সাধারণ জীবাণুর প্রকোপেই শিশুরা এই রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। তাছাড়া এর প্রাদুর্ভাবে স্বাস্থ্যব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে বলে যে দাবি করা হচ্ছে, সেটাও সত্যি নয়। ভারতও এখনই এ নিয়ে তাড়াহুড়ো কোনও পদক্ষেপে রাজি নয়।

'শিশু রাজ্যপাল'

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'আমি আপনাদের সামনে এখন শিশু রাজ্যপাল হিসাবে রয়েছি', দায়িত্ব নেওয়ার ঠিক এক বছরের মাথায় এ কথা শোনা গেল সিভি আনন্দ বোসের মুখে। বাংলার রাজ্যপাল হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার পর এক বছর পূর্ণ করে ফেললেন সিভি আনন্দ বোস। ২০২২ সালের ২৩ নভেম্বর দায়িত্ব নিয়েছিলেন তিনি। তারপর কেটে গিয়েছে এক বছর। সেই উপলক্ষে ভিক্টোরিয়াতে হয়ে গেল জমকালো অনুষ্ঠান। সেখানেই এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে সিংহভাগ সময়েই বাংলায় বর্ত্তৃতা দিতে দেখা গেল তাঁকে। ভাঙা ভাঙা বাংলাতেই বললেন, 'আমার স্নেহের ভাই-বোনেরা আমি আপনাদের সামনে এখন শিশু রাজ্যপাল হিসাবে রয়েছি। ১ বছর কেউ পূর্ণ করলে তাঁকে তো শিশুই বলা হয়। শিশুরা সব সময় মায়ের কাছে সুরক্ষিত থাকে। আমি তেমন বাংলা মায়ের কাছে সুরক্ষিত রয়েছি। বাচ্চা দুষ্টুমি করলে মা কখনও তার কান মুলে দেন। বাংলা মা তেমন করে আমার হাত ধরেছেন যাতে আমি পড়ে না যাই।'

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৮/১১/২৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৬১৯১ নং এফিডেভিট বলে আমি Subir Kumar Saren S/o. Ramnath Saren ও Subir Kumar Roy S/o. Ramnath Roy at Flat No.-3, Block-BC/81, Premises No.-05-157. Near Tank-4, North 24 Pargana, W.B. সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৮/১১/২৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৬১৯২ নং এফিডেভিট বলে আমি Tara Saren W/o. Subir Kumar Saren, Tara Hansda D/o. Rabindra Nath Hansda, Tara Roy W/o. Subir Kumar Roy ও Tara Roy D/o. Rabindra Nath Roy at Flat No.-3, Block-BC/81, Premises No.-05-157. Near Tank-4, North 24 Pargana, W.B. সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম-পদবী

গত ০৮/১১/২৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৬১৯৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Subir Kumar Saren S/o. Ramnath Saren ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্র Sangit Saren S/o. Subir Kumar Saren ও Sangit Roy S/o. Subir Kumar Roy at Flat No.-3, Block-BC/81, Premises No.-05-157. Near Tank-4, North 24 Pargana, W.B. সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

নাম-পদবী

গত ২৩/১১/২৩ S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ৪৪ নং এফিডেভিট বলে Amit Majumdar S/o. Phani Bhusan Majumdar ও Amit Kr. Majumder S/o. P. B. Majumder সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৫ শে নভেম্বর, ৮ ই অগ্রহায়ণ, শনিবার । ত্রয়োদশী তিথি। জন্মে মেষ রাশি। অষ্টোত্তরী শুক্র -র মহাদশা, বিংশোত্তোরী কেতুর র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্যে নতুন সুযোগ অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। মেকানিক্যাল কর্মে যারা আছেন তাদের শুভ। সেলস রিপ্রেসেন্টেটিভ দের ভালো। বিদ্যার্থীদের শুভ, সুযোগ আসবে বিশেষত যারা কর্মের অনুসন্ধানে রয়েছেন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। আজ শ্রী শিবের পুজো করুন।

বৃষ রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোন একজন পুরাতন বান্ধব দ্বারা উপকৃত হবেন। মাসি সম্পর্কিত কোন প্রবীণ মহিলা দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। সন্তানের সাফল্যে আনন্দবৃদ্ধি। ব্যবসা-বাণিজ্যে গতি আসবে, অর্থ লাভের সম্ভাবনা। যারা বস্ত্রের ব্যবসা করেন তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা বাড়ি তে আমপাতা টাঙান শুভ হবে।

মিথুন রাশি : পরিবারের তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। মনের মধ্যে নৈরাশ্য হতাশা কেটে যাবে। এক বান্ধবীর সহযোগিতায় মনের জোর বাড়বে। ব্যাংকিং এবং ইন্সুরেন্সের খোঁজখবর নিন, কাগজপত্র গুছিয়ে রাখুন, কোন প্রয়োজন হতে পারে। আধার কার্ড এবং প্যান কার্ড বিষয়ে সচেতন থাকুন। কোন প্রয়োজন হতে পারে। যারা পাসপোর্ট করে বিদেশে রওনা দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, তাদের জন্য শুভ যোগ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। প্রেমিক যুগল অতীব শুভ দিন।

কর্কট রাশি : সুন্দর বাতাবরণ পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। সকালে চায়ের টেবিলে কোন পজিটিভ চিন্তাধারার বাস্তবায়িত হতে পারে। প্রবীন মহিলা মাতৃ সম্পর্কিত মাসি সম্পর্কিত তার দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি ।ভ্রমণে আনন্দবৃদ্ধি, তবে জল ভ্রমণে বাধা। শিক্ষার্থীদের জন্য ভালো যারা কর্মের আবেদন করেছেন তাদের জন্য কোন নতুন পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। ভগবান দেব দেব মহাদেবের চরণে বিল্ব পত্র দিন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। মানসিক অবসাদ থেকে বেরিয়ে আসবেন। নার্ভের যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল সুস্থতার দিকে আসবেন। দুশ্চিন্তা নাশ হয়ে কোন স্বজনের দ্বারা বিশেষ উপকার পাবেন। পরিবারের সহানুভূতি পাবেন, সম্মান পাবেন, বাড়ির প্রবীন নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। আঞ্চলিক মানুষের সহযোগিতায় কোন সুযোগ বৃদ্ধি হবে। ব্যবসায়িক একটি বড় চুক্তির সম্ভাবনা ছিল তা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। মহাদেবের চরণে বিল্ব পত্র দিন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : যারা বস্ত্রের ব্যবসা করেন তাদের শুভ। যারা খাদ্যদ্রব্য বা হোটেল ব্যবসায় আছেন তাদের জন্য শুভ। স্বজনের দ্বারা ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। শিক্ষক বা অধ্যাপক দের এক নতুন সম্মান প্রাপ্তির দিন। এন জি ও তে যারা চাকরি করেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বাবা বিশ্বনাথের চরণে বেল পাতা দিন শুভ হবে।

তুলা রাশি : ব্যবসায়িক কোনো ঋণ বিষয় দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। সন্তানের কারনে, সকালবেলায় চায়ের টেবিলে বিতর্ক তৈরি হবে। রান্না করা বাজার করা, বিষয় নিয়ে পরিবারে দুশ্চিন্তার কালো মেঘ। যাকে বিশ্বাস করেছিলেন তিনি সহযোগিতা নাও করতে পারেন। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বাধা পড়বে, তাদের বিদ্যা ভাগ্যে ।ধৈর্য ধরলে, অতীব শুভ দিন আগত। ভগবান গনেশজি চরণে ১০৮ দুর্গা প্রদান করুন অতীব শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবারে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে অশান্তির বাতাবরণ। সকাল বেলায় ভুল বোঝাবুঝি। কাউকে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি কাজটি না করে দেওয়ার জন্য, দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি এবং পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। ছবি আঁকা লেখালেখি যারা করেন তাদের কিছু বাধা আজকের দিন পড়বে। কর্মপ্রার্থী যারা তারা চেষ্টা করুন, হাল ছাড়বেন না। দেব দেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্ব পত্র দিয়ে দিন শুরু করুন অতীব শুভ হবে।

ধনু রাশি : বান্ধবীর সহযোগিতায় কাজটি হয়ে পড়বে। নতুন যে গৃহ সরঞ্জাম কিনবেন, তা দেখে নেওয়া ভালো। ধৈর্য ধরলে, অপেক্ষা করলে জিনিসটি ভালো হবে। স্ত্রী বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। প্রতিবেশীর দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা। নারায়ণ শ্রীবিষ্ণুর চরণে, তুলসীপত্র দিলে অতীব শুভ ফল পাবেন।

মকর রাশি : দুশ্চিন্তার কালো মেঘ কেটে যাবে ।সন্তানের জন্য যে দুশ্চিন্তা করেছিলেন ,যে খবর শুধুমাত্র প্রতিবেশী জানে, আজ শুভ হবে। আইন বা মামলা তার শুভ ফল পাবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ ভাগ্য। প্রেমিক যুগল অতীব শুভ দিন ।বিবাহের কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে তুলসীপত্র দিন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : আলস্য এবং নৈরাশ্য জন্য যোগাযোগে বাধা পড়বে। ব্যাংকিং বা ইন্সুরেন্স এর দৌড়াদৌড়ি হবে কিন্তু তা কাজে রূপান্তরিত হবে না। আজ যেখানে যাবেন মনে করেছিলেন কিছুতেই সেখানে যাওয়া গেল না। গ্রহ বাধা রয়েছে, ধৈর্য রাখলে আগামীতে অবশ্যই শুভ দিন হবে। তামার পয়সা বট বৃক্ষের তলায় রাখুন দিনের বেলায়, শুভ হবে।

মীন রাশি : অযথা বিতর্কের মধ্যে না যাওয়া ভালো। সকাল থেকেই তর্ক বিতর্কের একটা পরিবেশ তৈরি হবে। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ থাকবে। দাম্পত্যে ভুল বোঝাবুঝি, গৃহবধুরা একটু ধৈর্য রাখলে আগামীতে শুভ সময় আসন্ন। বিদ্যার্থীদের জন্য কোন বই বা খাতা বা বিদ্যা সামগ্রী কেনার জন্য, স্কুল কলেজের ফি নিয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। এই অশান্তি থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন শুধু ধৈর্যের বলে। ওম নমঃ শিবায় এই নামে বাবা বিশ্বনাথের চরণে বিল্বপত্র প্রদান করুন শুভ হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

আমি Awadhesh Rajbhar S/o. Ramsurat Rajbhar ভুলবশতঃ আমার সার্ভিস বুক সহ অন্যান্য কাগজপত্রে নাম আছে Awadhesh Bhar S/o. Murath Bhar গত ২৩/১১/২০২৩ তারিখে Ld. ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীরামপুর কোর্ট থেকে এফিডেভিট (11759) করে এই প্রমান করছি যে, Awadhesh Rajbhar S/o. Ramsurat Rajbhar আর Awadhesh Bhar S/o. Murath Bhar দুজন একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম।

নাম-পদবী

গত ১৭/১০/২৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৫৮৫৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Rintu Kumar Masid S/o. Ratan Kumar Masid (old name) at Rabindranagar Paschimpara, Rabindranagar, Chinsurah, Hooghly-712103, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Rintu Mashid S/o. Ratan Kumar Mashid (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Rintu Kumar Masid S/o. Ratan Kumar Masid & Rintu Mashid S/o. Ratan Kumar Mashid উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২২/১১/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭১৩৮ নং এফিডেভিট বলে Sujay Mukherjee S/o. Alok Kumar Mukherjee ও Sujoy Mukherjee S/o. A. Kr. Mukherjee, Alok Mukherjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১২/১০/২৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৫৭৩০ নং এফিডেভিট বলে Goutam Choubey S/o. Sailendra Choubey ও Goutam Choubey S/o. S. N. Choubey সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম-পদবী

গত ২৪/১১/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭২৮১ নং এফিডেভিট বলে Kaushik Chowdhury S/o. Chandan Chowdhury ও Koushik Chowdhury S/o. Chandan Chowdhury সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২১/১১/২৩ S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ৬৫ নং এফিডেভিট বলে Sadhan Chandra Ganguli S/o. Sreedhar Ganguli ও Sadhan Chandr Ganguli S/o. Sreedhar Chandr Ganguli সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

আমি মিনহাজউদ্দিন আহমেদ, পিতা প্রয়াত গোলাম সোভন কামালউদ্দিন, সাকিন- প্রতীক্ষা, নিরোদিঘি, নতুন পল্লি, বর্ধমান, ২৪.১১.২০২৩ তারিখে নোটারি পাবলিক, পূর্ব বর্ধমান সমীপে হলফনামা দাখিল বলে ঘোষণা করছি মিনহাজউদ্দিন আহমেদ এবং মিনাজ উদ্দিন আহমেদ এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

Tender

Sealed Tenders Invited By The Prodhan, Karimpur- I Gram Panchayat (Under Karimpur- I Panchayat Samity), Karimpur, Nadia. **N.I.T No- 371, 372 & 373/ PAN/KGP-I/2023-24, Dated- 17.11.2023.** For various schemes. Last date of application **28.11.2023 up to 12.30p.m.** For details please contact to the Office.

Sd/- Prodhan, Karimpur- I Gram Panchayat.

Tender

Sealed tenders are invited by The Prodhan, Dighalkandi Gram Panchayat (Under Karimpur – II Panchayat Samity), Dighalkandi, Nadia. **NIT NO. 030/DIG/ 2023-24**, Last date of application **07.12.2023 up to 3p.m.** For details please contact to the office.

Sd/- Prodhan, Dighalkandi Gram Panchayat.

নাম-পদবী

গত ২২/১১/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭১৩১ নং এফিডেভিট বলে Goutam Kumar Pal S/o. Ranjit Kumar Pal ও Goutam Kr Pal S/o. Lt. R. Kr. Pal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮

বালি ফটোকপি সার্ভিস,
সন্দীপ দে,
২৫, ধর্মতলা রোড (বেলুড় স্টেশন রোড), ধর্মরাজ জিউ মন্দিরের কাছে, বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২, মোঃ ৯৪৩২২৩২৫২৩।

বর্ধমান

স্টুডিও তানিয়া, গোপীকান্ত চক্রবর্তী, স্টল নং - সিএ-২০, ডেভিড হেয়ার রোড, বি জোন, দুর্গাপুর-৭১৩২০৫। মোঃ ৯৭৪৯১৯১২৭৬, ৯৩৩৩৯১০৬৯৪, ৯৪৩৪২২৫৭৬৭।

রামকৃষ্ণ চ্যাটার্জী, আসানসোল, এন.পি.আর. সরণি, এইচ বি রোড, আসানসোল-৭১৩৩০১, মোঃ ৮০০১৫৮২৭৫০।

দূরভাষিনী
গান্ধী মার্কেট, কাটোয়া, বর্ধমান-৭১৩১৩০
ফোন: ৯৩৩২০০১৮৯৯, ৯৭৩২১৫৬৭১৪

কেওনঝড়ে শিক্ষামূলক ভ্রমণে গিয়ে নিখোঁজ আরামবাগের যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: শিক্ষামূলক ভ্রমণে বেড়াতে গিয়ে নিখোঁজ কলেজ ছাত্র। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য হুগলির আরামবাগ শহরে। ওড়িশার কেওনঝড়ে বেড়াতে গিয়ে মুন্ডেলা নদীতে নিখোঁজ আরামবাগের যুবক। নিখোঁজ যুবকের নাম তারাশঙ্কর সরকার।

জানা গিয়েছে, আশুতোষ কলেজের ৪৫ জন পড়ুয়া ও পাঁচজন শিক্ষকের একটি দল শিক্ষামূলক ভ্রমণে গিয়েছিলেন। পানবিল ঝরনা সংলগ্ন ছোট পাহাড় থেকে দুই ছাত্র পড়ে যান। নিলবজা গুপ্তকে উদ্ধার করা গেলেও, আরামবাগের তারাশঙ্কর সরকারের সন্ধান পাওয়া যায়নি। স্থানীয় প্রশাসন শুক্রবার ডুবরি নামিয়ে সন্ধান শুরু করে। কলেজ কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে পরিবারের সদস্যরা প্রশ্ন তুলেছেন।

আরামবাগ পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডে যুবকের বাড়ি। আশুতোষ কলেজের পরিবেশ বিজ্ঞানের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন। কলেজের শিক্ষামূলক ভ্রমণে গত মঙ্গলবার ট্রেনে করে কেওনঝড়ে গিয়েছিলেন। গত বৃহস্পতিবার দুপুরে ট্রেনে করে ফেরার করার কথা ছিল। ছাত্রদের দলটি ট্রেন ধরার আগে পানবিল ঝরনা দেখতে যান। শিক্ষকরাও সঙ্গে ছিলেন। দু'টি পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে ঝরনার জল মুন্ডেলা নদীতে পড়েছে। পাহাড়ে পড়ুয়াদের দলটি ওঠার সময় দু'জন অসতর্ক ভাবে নদীতে পড়ে যান। তারাশঙ্করের পরিবারে দুপুরেই দুর্ঘটনার খবর এসে পৌঁছয়।

পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, ঘটনাস্থলে থাকা শিক্ষকদের কাছ থেকে তাঁরা দুর্ঘটনার খবর পাননি। একজন ছাত্র ফোন করে ঘটনার কথা জানান। বৃহস্পতিবার সকাল এগারোটার সময় ঘটনাটি ঘটে। বিকেলে স্থানীয় প্রশাসন উদ্ধারের কাজে নামে। সন্ধে হয়ে যাওয়ায় উদ্ধার কাজ থমকে যায়। এদিন সকালে জানাজানি হতেই আরামবাগের বাড়িতে প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনদের ভিড় বাড়তে থাকে। এমনকি আরামবাগ পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন নন্দীও নিখোঁজ যুবকের বাড়ির লোকজনের সঙ্গে কথা বলেন।

ওই ছাত্রের বাবা দেবাশিস সরকারের দাবি, 'কলেজের পাঁচজন শিক্ষক শিক্ষিকা ছিলেন কিন্তু তাঁরা কেন জানালেন না। আমরা জানতে পারছি বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে। আমরা ভবানীভবনের সঙ্গে যোগাযোগ করি। ঠিক সময়ে উদ্ধার কাজ শুরু হয়নি। সকাল থেকে খোঁজাখুঁজি আবার শুরু হয়েছে।' মা জয়ন্তী সরকার বলেন, 'বৃহস্পতিবার সকালে ছেলে ফোন করেছিল। দুপুরে ট্রেন ধরে হাওড়ায় রাতে পৌঁছনোর কথা ছিল। শুক্রবার বাড়ি আসবে বলেছিল। আমার বড় ছেলে ঘটনাস্থলে গিয়েছে। এতজন ছাত্র, শিক্ষক ঘটনাস্থলে থাকার পরেও আমার ছেলে নদীতে কী ভাবে পড়ে গেল বুঝতে পারছি না।'

ঘটনাস্থলে উপস্থিত কলেজের অধ্যাপক শান্তনু চক্রবর্তী বলেন, 'ঘটনার সময় পানবিল ঝরনার কাছেই ছিলাম। নিলবজা গুপ্তকে উদ্ধার করা গেলেও তারাশঙ্কর মুন্ডেলা নদীতে পড়ে নিখোঁজ হয়ে যান। শুক্রবার সকাল থেকে উদ্ধারকাজ শুরু হয়েছে।' আরামবাগ থানার আইসি বরুন কুমার ঘোষ বলেন, 'কেওনঝড়ের বোলানি থানার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। ছাত্রটির পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও আমরা যোগাযোগ রেখে চলেছি। উদ্ধারের কাজ চলছে। ঝরনার কাছে নদীতে পাথরের একাধিক সুড়ঙ্গ রয়েছে। সেইজন্য উদ্ধার কাজে বিলম্ব হচ্ছে।'

আরামবাগ পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন নন্দী বলেন, 'খবর পেয়েই ওই ছাত্রের পরিবারে সঙ্গে কথা বলি। আরামবাগ থানাতেও জানানো হয়েছে। উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।' এই ধরনের শিক্ষামূলক ভবনে আরও সতর্কতার প্রয়োজন বলে মনে করেন শিক্ষাবিদরা।

জগদ্দলে তৃণমূল কর্মী খুনের ঘটনায় ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মঙ্গলবার সন্ধেয় জগদ্দলের পুরানী তলাব এলাকায় বাড়ির সামনে দুষ্কৃতীদের গুলিতে নিহত হন তৃণমূল কর্মী বিক্কি যাদব (৩৫)। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ ইতিমধ্যেই দুজনকে পাকড়াও করেছে। যদিও গুলিকাণ্ডে মূল অভিযুক্তরা এখনও অধরা। খুনে ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্র পুলিশ উদ্ধার করতে পারেনি। শুক্রবার বিকেলে ব্যারাকপুর ডিডি অফিসে সাংবাদিক বৈঠক ডেকে পুলিশ কমিশনার অলোক রাজোরিয়া বলেন, এলাকা থেকে অনেক সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে খতিয়ে দেখা হয়। তারপর ঘটনায় জড়িত অঙ্কিত সিং ওরফে রিঙ্কু এবং রহিস আলি নামে দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অঙ্কিতের বাড়ি ভাটপাড়া থানার তিন নম্বর জুটমিলের কাছে। রহিসের বাড়ি জগদ্দলের রুস্তম গুমটিতে।

পুলিশ কমিশনার জানান, খুনের ক্ষেত্রে রহিসের ভূমিকা ছিল পথ দেখানো। সঠিক সময়ে ঘটনাস্থলে শার্প সুটারদের হাজির করার ক্ষেত্রে যা যা করণীয়, তা দেখার দায়িত্ব ছিল অঙ্কিতের। যদিও তদন্তের স্বার্থে খুনের মোটিভ নিয়ে কিছুই বলতে চাননি পুলিশ কমিশনার। এমনকি মূল অভিযুক্তরা ভিন রাজ্যের কিনা, তা এই মুহূর্তে জানাতে নারাজ পুলিশ কমিশনার। যদিও পুলিশ কমিশনারের দাবি, ঘটনায় জড়িত বাকিদের চিহ্নিত করা গিয়েছে। খুব শীঘ্রই তারা ধরা পড়বে। পুলিশ কমিশনার অলোক রাজোরিয়া জানান, ১৪ দিনের পুলিশি হেপাজত চেয়ে ধৃত দু'জনকে আজ, শনিবার ব্যারাকপুর আদালতে পেশ করা হবে।

অন্নকূট উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি: মহাধুমধামের সঙ্গে খিদিরপুর মনসাতলা গোপালধামে শ্রীশ্রীগোপালের অন্নকূট উৎসব পালিত হল। কয়েকশো মানুষ এই উপলক্ষে গোপালধামে সমবেত হন। গোপালধামে নিত্য পূজিত গোপাল দর্শনে একদা তাঁর অন্যতম প্রিয় গৃহী শিষ্য প্রয়াত ধীরেণ দে-এর আগ্রহে শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেব এসেছিলেন। গোপালধামে সাধুসন্তদের আগমন ঘটত নিয়মিত।

প্রতিবন্ধীদের জন্য নারায়ণ সেবা সংস্থার প্রথম কৃত্রিম অঙ্গ পরিমাপ

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গে প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে প্রথম বিনামূল্যের বিশাল কৃত্রিম অঙ্গ শিবিরের আয়োজন করা হবে কি নারায়ণ সেবা সংস্থার দ্বারা ২৬শে নভেম্বর বিধান গার্ডেনে।

ইনস্টিটিউটের মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স অফিসার ভগবান প্রসাদ গৌর বলেন, দুর্ঘটনায় হাত-পা হারানোর কারণে যারা পঙ্গু হয়ে পড়েছেন, তাদের পঙ্গুত্বের দুর্বিষহ জীবন থেকে উদ্ধারের জন্য প্রতিষ্ঠানটি নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটি গত ৩৮ বছর ধরে প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে কাজ করছে। ইনস্টিটিউটের বিনামূল্যে নারায়ণ কৃত্রিম অঙ্গ পরিমাপ ক্যাম্প ২৬ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে সকাল ১০ টা থেকে বিকাল ৫ টা পর্যন্ত বিধান গার্ডেন ব্যাঙ্কোয়েট -২, ১১, ক্যানাল সার্কুলার রোড, গৌতম কফি শপ বাইপাসের বিপরীতে, উল্টাডাঙা, কলকাতা - ৫৪, কলকাতায় অনুষ্ঠিত হবে।

শিশুশ্রম, শিক্ষা এবং মানসিক সমস্যা শিক্ষার্থীদের কাছে উদ্বেগের বিষয়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গ্রামে গিয়ে পড়ুয়া চিরাগ দেখেছিল, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা অর্থাভাবে পড়তে পারছে না। জীবন চালাতে তাদের খেটে খেতে হচ্ছে। সেই ছবি নাড়া দিয়েছিল স্কুল পড়ুয়া চিরাগকে। ঠিক তেমনভাবেই রাস্তা-ঘাটে বাচ্চাদের কাজ করা অনেক সময়ই গভীরভাবে নাড়া দেয় স্বচ্ছল পরিবারের পড়ুয়াদেরও।

শিশুশ্রম, শিক্ষা এবং শিশুদের মানসিক সুস্থতা - এই তিনটি বিষয় নিয়ে আজকের দিনের শহরের স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাও কিন্তু ভাবে। ইউনিসেফ এবং রোটারি ইন্টারন্যাশনাল আয়োজিত একটি সাম্প্রতিক অনলাইন আলোচনায় বক্তৃতা দেওয়ার সময়, ছাত্রছাত্রীরা সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশের শিশুদের প্রতি তাদের সহানুভূতি ব্যক্ত করে।

শিশুশ্রম বালক ও বালিকাদের জীবনে অনেক অভিশাপ নিয়ে আসে এটা জানিয়ে, চিরাগ তুলসিয়ান অন্যান্য শিক্ষার্থীদের বাকি পড়ুয়াদের জীবনের উন্নয়নে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

এক ছাত্রী তপস্যা জৈন সকলকে মনে করিয়ে দেয় যে শিশুরা তাদের বাবামায়ের সম্পত্তি নয়। শ্রোতাদের আমার অনুরোধ আপনারা সকলে বুঝুন যে তারাও মানুষ এবং এই বয়সটা তাদের উপার্জন করার সময় নয়।

শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন সুদেষ্ণা রায় ছাত্রছাত্রীদের তাদের বাড়িতে যারা কাজ করেন তাদের বাচ্চাদের যত্ন নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। রান্নার লোক, বাড়ির কাজের লোক অথবা গাড়িচালকের ছেলেমেয়েরা বেশিরভাগই প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থী। তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলার কথা বলেন তিনি।

চন্দননগরের হেলাপুকুরের জগদ্ধাত্রী প্রতিমার সোনার অলংকার গত কয়েকদিন ধরে ছিল দর্শকদের চর্চায়। প্রতিমার চালচিত্র থেকে মাথার মুকুট, গয়না, সজ্জা পুরোটা ছিল সোনার নিখুঁত কাজের। এ বছর প্রতিমাকে স্বর্ণালঙ্কারে সাজানোর দায়িত্বে ছিল সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ড। সেই স্বর্ণলঙ্কারের শোভা আম-জনতা দেখেছে জগদ্ধাত্রী পুজোর বিসর্জনের শোভাযাত্রাতেও।

শনি-রবি শিয়ালদা শাখায় একাধিক ট্রেন বাতিল, সমস্যায় পড়তে চলেছেন যাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আজ শনিবার ও রবিবার একাধিক লোকাল ট্রেন বাতিল করল পূর্ব রেল।

দমদম জংশন স্টেশনে ট্র্যাক মেরামতির কাজের জন্য শিয়ালদা ডিভিশনে বাতিল থাকবে একাধিক ট্রেন, এমনটাই জানিয়েছে পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ। পূর্বরেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে রেল ট্র্যাকের মেরামতির জন্য ওই শাখাতে ১২ ঘণ্টার পাওয়ার ব্লক করা হচ্ছে ।যার দরুন শনিবার রাত ১১৩৫ মিনিট থেকে পরের দিন অর্থাৎ রবিবার সকাল ৭৩৫ মিনিট পর্যন্ত কাজ করা হবে।

এই মেরামতির কাজের জন্য ওই রুটের একাধিক ট্রেন বাতিল করা হয়েছে । পাশাপাশি আরও বেশ কিছু ট্রেনের যাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে।

দু'দিনে বাতিল হওয়া ট্রেনের তালিকা

শিয়ালদা,ডানকুনি আপ ৩২২৪৯ / ডাউন ৩২২৫২

শিয়ালদা-বনগাঁ আপ ৩৩৮১৩ / ডাউন ৩৩৮১৪

শিয়ালদা-হাবড়া আপ ৩৩৬৫১, ৩৩৬৫৩ / ডাউন ৩৩৬৫২, ৩৩৬৫৪

শিয়ালদা-হাসনাবাদ আপ ৩৩৫১১ / ডাউন ৩৩৫১২

শিয়ালদা-ডানকুনি আপ ৩২২১১, ৩২২১৩, ৩২২১৫, ৩২২১৭, ৩২২১৯ / ডাউন ৩২২১২, ৩২২১৪, ৩২২১৬, ৩২২১৮ ,৩২২২০

শিয়ালদা-দত্তপুকুর আপ ৩৩৬১৩ / ডাউন ৩৩৬১২, ৩৩৬১৬

শিয়ালদা-কল্যাণী সীমান্ত আপ ৩১৩১১, ৩১৩১৩ / ডাউন ৩১৩১৪, ৩১৩১৬

শিয়ালদা-শান্তিপুর আপ ৩১৫৩১৩ / ডাউন ৩১৫১৪

শিয়ালদা-গেদে আপ ৩১৯১১ / ডাউন ৩১৯১৪

শিয়ালদা-কৃষ্ণনগর আপ ৩১৭১৫ / ডাউন ৩১৮১৬

শিয়ালদা-ব্যারাকপুর আপ ৩১২১৩/ডাউন ৩১২১৪

শিয়ালদা-নৈহাটি আপ ৩১৪৭১ / ডাউন ৩১৪১৮, ৩১৪২২

শিয়ালদা-রানাঘাট আপ ৩১৬১১, ৩১৬১৫ / ডাউন ৩১৬১২, ৩১৬১৪

বজবজ-শিয়ালদা আপ ৩৪১২১

যে সমস্ত মেল/এক্সপ্রেস ট্রেনের রি-শিডিউল করা হয়েছে তার তালিকা এক নজরে

১৩১৭৩ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ২৬ নভেম্বর সকাল ৬৫০ মিনিটের পরিবর্তে শিয়ালদা থেকে সকাল ৭৩৫ মিনিটে ছাড়বে

১৩১১৩ হাজারদুয়ারি এক্সপ্রেস ২৬ নভেম্বর কলকাতা থেকে সকাল ৬৫০ মিনিটের পরিবর্তে সকাল ৮২০ মিনিটে ছাড়বে

এছাড়া ৩১০৫১ বজবজ-নৈহাটি, নৈহাটির পরিবর্তে শিয়ালদা দক্ষিণে যাত্রা শেষ করবে ।

এছাড়াও ৩১০৫২ নৈহাটি- বজবজ ২৬ নভেম্বর বজবজের পরিবর্তে শিয়ালদহতে যাত্রা শেষ করবে ।

ধর্মতলায় সভা নিয়ে এবার সুপ্রিম কোর্টে ক্যাভিয়েট দাখিল বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ধর্মতলার সভা সংক্রান্ত মামলায় সুপ্রিম কোর্টে ক্যাভিয়েট দাখিল করল বিজেপি। শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চে শুনানি হয় এই মামলার। ডিভিশন বেঞ্চ ধাক্কা খায় রাজ্য। আদালত জানিয়ে দেয়, ধর্মতলাতেই সভা করতে পারবে বিজেপি। এদিকে এই নির্দেশ আসার পর রাজ্যের কাছে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ারও দরজা যেহেতু খোলা সেই কারণেই সুপ্রিম-দুয়ারে আগে ভাগেই পৌঁছে যায় তারা। সেখানেই দাখিল হয় ক্যাভিয়েট। প্রসঙ্গত, রাজ্য সুপ্রিম কোর্টে গেলে যাতে একতরফা শুনানি না হয়, তা আটকাতেই এই ক্যাভিয়েট দাখিল।

আগামী ২৯ নভেম্বর ধর্মতলার ভিক্টোরিয়া হাউজের সামনে বিজেপির সভা। সেই সভায় উপস্থিত থাকতে পারেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ইতিমধ্যেই সভার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে দল। তবে প্রথম থেকেই সভাস্থল নিয়ে আইনি জটিলতা চলছে। রাজ্য এই জায়গায় সভা করতে দিতে চায় না। তাদের যুক্তি, এরকম জায়গায় সভা করলে তীব্র যানজট হবে। এরপরই বিজেপি এই ইস্যুতে আদালতের শরনাপন্ন হয়। বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার একক বেঞ্চ সভায় শর্তসাপেক্ষে সম্মতিও দেয়। তবে বিচারপতির মান্থার নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে যায় রাজ্য। শুক্রবার ডিভিশন বেঞ্চও সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশকেই মান্যতা দেয়। কিন্তু এরপরও বিজেপি কোনওভাবেই ঢিলেঢালা মানসিকতা রাখতে নারাজ।

তাই ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ আসার পরই সুপ্রিম কোর্টে ক্যাভিয়েটও দাখিল করে ফেলেছে তারা। যদি রাজ্য সরকার এই মামলায় পরে সুপ্রিম কোর্টে যায়, তাহলে বিজেপিকে পার্টি করেই এগোতে হবে, নোটিস দিতে হবে বিজেপিকে। অর্থাৎ ওই মামলায় উপস্থিত থাকার সুযোগ পাবে বিজেপি।

এদিকে এই ঘটনায় তৃণমূলের সাংসদ শান্তনু সেন জানান, 'আদালতের নির্দেশ নিয়ে কিছু বলব না। তবে অতীতের অভিজ্ঞতা মানেই সেখানে বিশৃঙ্খলা। বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙার কথাটা আমরা কিন্তু মনে রেখেছি। নমুনা আরও আছে। তাই বিজেপি যদি তাদের কর্মসূচির নামে কোনও অশান্তির চেষ্টা করে প্রশাসনও চুপ করে বসে থাকবে না।'

এদিকে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার এই প্রসঙ্গে জানান, 'প্রধান বিচারপতির নির্দেশ ঐতিহাসিক, রাজ্যের দুই গালে থাপ্পড় পড়ার মতো। আমি আগেই বলেছিলাম, রাজ্য সরকার জোর খাটিয়ে বিজেপির কর্মসূচি বন্ধ করার চেষ্টা করছে। কোর্টে মুখ পোড়ারই ছিল।'

'আদালতে আবেদন করব, আবার আন্দোলনও করব, এটা কাম্য নয়'

সরব এসএসসির চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ধর্মতলা থেকে এসএলএসটি গ্রুপ সি বা গ্রুপ ডি একতা মঞ্চের তরফ থেকে যে আন্দোলন চলছে তা সরেছে বিধাননগরে। ইন্টারভিউয়ে বঞ্চিত আপার প্রাইমারি চাকরিপ্রার্থীরা আদালতের অনুমতি নিয়ে বুধবার বেলা একটা থেকে ৭২ ঘণ্টার জন্য বিকাশ ভবনের কাছে অবস্থানে বসেছেন। ৪০ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে বিকাশ ভবনের অদূরে রাজপথে বসে রয়েছেন চাকরি প্রার্থীরা। রাত থেকে শুরু হয় অনশন। উচ্চ প্রাথমিকে আসন আপডেট করে অবিলম্বে তাঁদেরও নিয়োগ করতে হবে, এই দাবিতে এই অনশন শুরু করেন তাঁরা। আন্দোলনকারীদের দাবি, সরকার তাঁদের দাবি না মানা পর্যন্ত তাঁরা অনশন জারি রাখবেন। এদিকে এই পরিস্থিতিতে আন্দোলন কাম্য নয় বলেই মন্তব্য স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদারের। তাঁর দাবি, যে আবেদন নিয়ে চাকরি প্রার্থীরা আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন, সেই একই দাবি নিয়ে তাঁরা আন্দোলন করতে পারেন না।

এদিকে বর্ধিত আসনে নিয়োগের দাবি নিয়েই করুণাময়ীতে শুরু হয়েছে উচ্চ প্রাথমিকের চাকরি প্রার্থীদের বিক্ষোভ। এদিকে প্রার্থীদের অনেকেরই চাকরির বয়স পেরিয়ে গিয়েছে। ফলে তাঁদের কাছে বিকল্প কোনও উপায় নেই বলেও দাবি করেন তাঁরা। এদিকে, এসএসসি-র চেয়ারম্যানের দাবি, আসন বাড়ানোর বিষয়টি কমিশনের হাতে নেই। হাইকোর্ট নির্দেশ দিলে তবেই কাজ করতে পারবে তারা। একইসঙ্গে

এসএসসির চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার জানান, 'নির্দিষ্ট যে আসন রয়েছে, সেটা মেনেই কাউন্সেলিং চলছে। আদালতে এই প্রার্থীদের মধ্যে অনেকেই আসন বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন হাইকোর্টে। এরপর আদালত যা বলবে, সেই মতো কাজ করতে হবে। আমরা নিজে থেকে আসন বাড়াতে পারব না, সরকারও পারবে না।' আর আন্দোলন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আদালতে আবেদনও করব, অথচ চূড়ান্ত রায়ের অপেক্ষা না করে আন্দোলন করব, এটা কাম্য নয়। বিচার আপনার মনের মতো হতে পারে নাও হতে পারে। এই পথ থেকে সরে আসা উচিত।'

এদিকে সূত্রে খবর, শুক্রবার সকালেই বেশ কয়েকজন চাকরি প্রার্থী অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কোনও অবস্থাতেই আন্দোলন তথা অনশন থেকে সরতে নারাজ তাঁরা।

এদিকে আন্দোলনকারীরা এও জানাচ্ছেন, এসএসসির মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগের শেষ স্টেট লেভেল সিলেকশন টেস্ট (এসএলএসটি) হয়েছিল ২০১৬-য়। এরপর স্যাত বছর ধরে পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি আর বের হয়নি। রাজ্যের ১০ লক্ষ স্নাতকোত্তর-উত্তীর্ণ এবং বিএড প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চাকরিপ্রার্থী অপেক্ষায়। অবিলম্বে নিয়োগ পরীক্ষার বিজ্ঞাপন চেয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল নিউ এসএসসি-এসএলএসটি গ্রুপ সি বা গ্রুপ ডি একতা মঞ্চের তরফে শিয়ালদহ থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত মিছিল হয়। ছিল ব্যাপক পুলিশি ব্যবস্থা। চাকরিপ্রার্থীদের তরফে এদিন হাবিবুল্লা বলেন, 'যতক্ষণ না সরকারি তরফে কেউ আমাদের সঙ্গে দেখা করে চলতি কাউন্সেলিংয়ে আসন বাড়িয়ে নিয়োগের আশ্বাস দিচ্ছেন, ততক্ষণ অনশন চলবে।'

অসুস্থ সিটু নেতাকে দেখতে বাড়িতে সাংসদ অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বেশ কয়েকমাস ধরে অসুস্থ জুটমিল শ্রমিক আন্দোলনের নেতা বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি সিপিএমের উত্তর ২৪ পরগনা জেলা কমিটির সদস্য ছিলেন। একসময়ের দাপুটে সেই সিপিএম নেতাকে দেখতে শুক্রবার বেলায় নৈহাটির শাস্ত্রী পাড়ায় তাঁর বাড়িতে যান ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং। তিনি বেশ কিছুক্ষণ অসুস্থ নেতার সঙ্গে কথা বলেন। শারীরিক অবস্থার খোঁজ-খবরও নেন। চিকিৎসা সংক্রান্ত সমস্ত রকমের সহযোগিতার আশ্বাসও দেন।

সিটু নেতাকে দেখে বেরোনোর সময় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সাংসদ বলেন, 'দু'জনেই ট্রেড ইউনিয়ন থেকে রাজনীতিতে এসেছি। বর্তমানে উনি খুব অসুস্থ। তাই ওনাকে দেখতে এসেছি।' সাংসদের কথায়, রাজনীতির বাইরে

একজন জনপ্রতিনিধি হয়ে মানুষের খোঁজ-খবর নেওয়াটা তাঁর নৈতিক দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। অন্য দিকে, অসুস্থ শ্রমিক নেতা বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'দু'জনে একসঙ্গে ট্রেড ইউনিয়ন করেছি। সাংসদের সঙ্গে আমার খুব পুরনো সম্পর্ক। অসুস্থতার খবর পেয়ে সাংসদ আমাকে দেখতে এসেছিলেন।'

অভিষেক, রুজিরা, সুজয়কৃষ্ণের আয়ব্যয়ের হিসেব খতিয়ে দেখতে তথ্য চাইল ইডি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এবার 'লিপ্স অ্যান্ড বাউন্ডস' নামে সংস্থার ভূমিকা খতিয়ে দেখতে এবার আরও তৎপর হয়ে উঠল কেন্দ্রীয় সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। এবার তারা খতিয়ে দেখতে চায় অভিষেক, রুজিরা এবং সুজয়কৃষ্ণের অর্থের উৎস। আর তা খতিয়ে দেখতে এনএসডিএলকে বিভিন্ন তথ্য চেয়ে চিঠি পাঠানো হল ইডির তরফ থেকে। সেখান থেকে তথ্য মিললেই যাচ্ছে, এই সংস্থার সঙ্গে যাঁদের নাম জড়িয়ে আছে, তাঁদের প্যান কার্ড খতিয়ে দেখা হবে।

প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই এই মামলায় তলব করা হলে ইডি দপ্তরে গিয়ে সাড়ে ৫ হাজার পাতার নথি জমা দেন অভিষেক। সেই তথ্য মিলিয়ে দেখার কথা ইডি-র। সূত্রের খবর, সেই কাজই শুরু করেছে ইডি। আর তারই রেশ ধরে অভিষেক বন্দোপাধ্যায়, অভিষেক জায়া রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুজয়

স্বাভাবিক ভাবেই চলে আসবে তাঁদের যাবতীয় ব্যয়ের হিসেবও। এর আগেই লিপ্স অ্যান্ড বাউন্ডস নামক এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত একাধিক ব্যক্তিকে তলব করা হয় দপ্তরে। এরই পাশাপাশি গ্রেপ্তারও করা হয় ওই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকা সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রকে। এবার তাঁদের আয়-ব্যয়ের উৎস ও সম্পত্তি সম্পর্কে জানতে আরও এক পদক্ষেপ ইডির।

সম্প্রতি তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই মামলায় যে নথি জমা দিয়েছেন, সেগুলি খতিয়ে দেখতে এবার মুম্বইতে এনএসডিএল-এর অফিসে চিঠি পাঠানো হল ইডি-র তরফ থেকে। সঙ্গে ইডির তরফ থেকে এও জানা কৃষ্ণ ভদ্রের ব্যক্তিগত প্যান কার্ড এবং 'লিপ্স অ্যান্ড বাউন্ডস' সংস্থার প্যান কার্ড সম্পর্কিত তথ্য জানতেই প্যান কার্ডে নিয়ামক সংস্থা ন্যাশনাল সিকিউরিটি ডিপোজিটরি লিমিটেডকে এই চিঠি পাঠানো হয়েছে দেওয়া হয়েছে। কারণ, মূলত প্যান কার্ডের সব তথ্য থাকে এই সংস্থার কাছে। অর্থ মন্ত্রকের অধীনে কাজ করে এই সংস্থা। সেই তথ্য হাতে পেলেই ইডি-র কাছে অনেকটা স্পষ্ট হয়ে যাবে আর্থিক লেনদনের বিষয়টি। অভিষেক, রুজিরা এবং সুজয়কৃষ্ণ এই তিন জনের ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট আছে কি না, থাকলে সেখানে কী লেনদেন হয়েছে, সেই সংক্রান্ত তথ্যও মিলবে এই প্যান কার্ডের তথ্য থেকে।

শব্দবিধি মেনে নবদ্বীপের রাস উৎসবে গান বাজানো যাবে

আইসির সতর্কবার্তার একাংশ খারিজ করে নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২৭ নভেম্বর নবদ্বীপে রাস উৎসব। আর এই রাস উৎসবের শোভাযাত্রায় কোনও মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট ব্যবহার করা যাবে না। এমন সতর্কবার্তা লেখা লিফলেট বিলি করেছিলেন স্থানীয় থানার আইসি। সেই সতর্কতা খারিজ শুক্রবার খারিজ করে কলকাতা হাইকোর্ট। সঙ্গে হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর নির্দেশ দেন, শব্দবিধি মেনে নবদ্বীপের রাস উৎসবে মিউজিক সিস্টেম ব্যবহার করা যাবে বা গান বাজানো যাবে।

নবদ্বীপ থানার আইসির তরফে প্রচার করা সতর্কবার্তায় জানানো হয়েছিল, প্রতি পুজো থেকে তিন থেকে পাঁচ জন করে শোভাযাত্রায় যোগ দিতে পারবেন। তবে পুলিশের এই সিদ্ধান্তে কোনও হস্তক্ষেপ করেনি কলকাতা হাইকোর্ট। মামলাকারীর দাবি, থানার তরফে প্রচারিত বিভিন্ন সতর্কবার্তা নিয়ে নবদ্বীপের সাধারণ ভক্তদের মধ্যে প্রবল ক্ষোভ রয়েছে। কারণ,

নবদ্বীপের রাস উৎসবের জনপ্রিয়তা গোটা দেশজুড়ে। নদিয়া জেলার পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী জেলা থেকে রাস উৎসবে অংশ নিতে মানুষ ভিড় করেন নবদ্বীপে। কিন্তু এই রাসে শব্দদানবের তাণ্ডব নিয়ে আগেই সরব হয়েছিলেন শান্তিপুরের পরিবেশপ্রেমীরা। রাসের শোভাযাত্রায় মিউজিক সিস্টেম, ডিজে বক্সের তীব্র আওয়াজে সমস্যার মুখে পড়তে হয় সাধারণ মানুষকে। শব্দদানবের তাণ্ডব রোধে সেই কারণে এবার নবদ্বীপ থানার তরফে আগাম সতর্কবার্তা প্রচার করা হয়। যদিও সেই নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে ক্ষোভ ছিল। মামলা হয় কলকাতা হাইকোর্টে।

প্রসঙ্গত, নদিয়ার রাস উৎসবের পিছনে জড়িয়ে রয়েছে ইতিহাসও। বৈষ্ণব ধর্মের রমরমা মধ্যে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন শক্তির উপাসক। তিনি নবদ্বীপে শাক্ত রাস উৎসবের প্রচলন করেছিলেন। পরবর্তীকালে তাতে সাধারণের অংশগ্রহণের সংখ্যা দারুণভাবে বৃদ্ধি পায়। ক্রমেই রাস উৎসব সর্বজনীন রূপ ধারণ করে।

বেআইনি নির্মাণ ভাঙার ব্যাপারে কড়া নির্দেশ বিচারপতি অমৃতা সিনহারও

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: লিলুয়ায় বেআইনি নির্মাণ ভাঙার নির্দেশের পর এবার সেই তালিকায় চলে এল একবালপুরের নামও। বৃহস্পতিবারই কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছিলেন, লিলুয়ায় এক বেআইনি নির্মাণ ভেঙে ফেলার। শুক্রবার একবালপুরের ঘটনায় বিচারপতি অমৃতা সিনহাও স্পষ্ট করে দিলেন বেআইনি নির্মাণ বরদাস্ত করা হবে না। জানিয়ে দেন, যত পুলিশ প্রয়োজন ব্যবহার করে নির্মাণ ভাঙতে হবে। কোনওরকম বাধা আদালত বরদাস্ত করবে না।

আদালত সূত্রে খবর, শুক্রবার একবালপুরের ৭৭ নম্বর ওয়ার্ডের একটি অবৈধ নির্মাণ সংক্রান্ত

মামলার শুনানি ছিল। বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে সেই মামলা ছিল। আদালত জানিয়ে দেয়, বেআইনি কোনও কিছুই বরদাস্ত করা হবে না। নির্মাণ ভাঙায় সহযোগিতার জন্য ডিসি বন্দরকে প্রয়োজনীয় বাহিনী দেওয়ারও নির্দেশ দেন বিচারপতি। ১৮ ডিসেম্বরের মধ্যে তা ভাঙতে হবে বলেও জানিয়ে দেন তিনি। এই মামলায় বিচারপতি অমৃতা সিনহা শুক্রবার নির্দেশ দেন, 'যত ফোর্স প্রয়োজন, তত ফোর্স নিয়েই অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে হবে।'

প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার একটি মামলার শুনানিতে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছিলেন, একটিও বেআইনি নির্মাণ কোথাও থাকবে না। সঙ্গে এও মন্তব্য করেন, 'হাওড়ায় আমার নিজের বাড়ি আছে। সেটাও যদি বেআইনি হয়, বুলডোজার দিয়ে ভেঙে দিতে হবে।' এরপরই শুক্রবার অপর একটি মামলায় বেআইনি নির্মাণ নিয়ে কড়া নির্দেশ দিলেন বিচারপতি অমৃতা সিনহাও।

১০০ দিনের কাজ করেও টাকা পাননি কারা? তালিকা তৈরির নির্দেশ সুকান্তর!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: একশো দিনের কাজ -সহ একাধিক প্রকল্পে মিলছে না টাকা। কেন্দ্র টাকা আটকে রেখেছে বলে আসরে নেমেছে তৃণমূল সরকার। এই পরিস্থিতিতে বিজেপি পরিষদীয় দলের সঙ্গে বৈঠকে দলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার দলীয় বিধায়কদের নির্দেশ দিলেন, এমন কেউ থাকলে তার তালিকা তৈরি করার। প্রকৃত সত্য খুঁজে বের করার।

বিজেপির পাল্টা দাবি বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা ঢুকছে, অথচ রাজ্যে কাজ হচ্ছে না। শুক্রবার বিজেপির পরিষদীয় বৈঠকে সুকান্ত মজুমদার বিধায়কদের জানান, তৃণমূলের তরফে বারবার টাকা বন্ধের অভিযোগ করা হয়। সেক্ষেত্রে কারা সত্যিই কাজ করে টাকা পাননি, তাদের তালিকা প্রস্তুত করা হোক। আদৌ টাকা বন্ধ করা হয়েছে কি না, আসল সত্যিটা মানুষের থেকেই জানতে চায় বিজেপি। সেই রিপোর্ট যাবে দিল্লিতে।

এদিনের সভায় বিজেপি মূলত প্রমাণ করতে চেয়েছে, রাজ্যে নানা ক্ষেত্রে দুর্নীতি হচ্ছে বলে বহু মানুষ বঞ্চিত হচ্ছেন প্রাপ্য সুবিধা থেকে। সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'গরিব মানুষ টাকা পাক, এটা আমরাও চাই।

কিন্তু সেই গরিব মানুষ কারা, তা চিহ্নিত হওয়া দরকার।'

বৃহস্পতিবারও ইন্ডোর স্টেডিয়াম থেকে কেন্দ্রের বঞ্চনা নিয়ে চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ শানিয়েছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একশো দিনের কাজের টাকা আটকে রাখার অভিযোগ তোলার পাশাপাশি, দিল্লিতে এ নিয়ে বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন তিনি। এই প্রসঙ্গে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, পঞ্চায়েত নির্বাচনে একশো দিনের কাজের টাকা আটকে রাখা নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে বঞ্চনার সুর সফলভাবে গেঁথে দিতে পেরেছিল তৃণমূল। তার ফলও হাতেনাতে পায় ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে। তবে এবার বিজেপি রাজ্যের নানা দুর্নীতিকে হাতিয়ার করে রাজনৈতিক ময়দানে নামতে চাইছে। কেন্দ্রের প্রকল্প মানুষের কাছে ঠিকভাবে পৌঁছনোর জন্য মানুষকে সচেতন করারও চেষ্টা করছে বিজেপি।

এরই রেশ ধরে সূত্রের দাবি, সুকান্ত বলেন, এই বিষয় কী কী তথ্য রয়েছে, সব জোগাড় করে বিরোধী দলনেতার সঙ্গে কথা বলবেন। কারা কারা টাকা পাচ্ছেন না, তা তাঁরা প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখে জানাবেন। এই বিষয়টি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, বারবার তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে এই টাকা বন্ধ নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে। সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'গরিব মানুষ টাকা পাক, এটা আমরাও চাই। কিন্তু সেই গরিব মানুষ কারা, তা চিহ্নিত হওয়া দরকার।'

নাবার্ডের উদ্যোগে নিউটাউনে শুরু হস্তশিল্প উৎসব

চলবে ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ক্রেতা ও বিক্রেতাদের একই ছাদের তলায় আনতে নিউটাউন মেলা গ্রাউন্ডে ২৪ নভেম্বর থেকে শুরু হল 'জশন-এ-কারিগরী নাবার্ড হস্তশিল্পোৎসব।' চলবে ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত। মেলার উদ্বোধন করেন ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আঞ্চলিক অধিকর্তা আর কেশবন।

মেলায় রাজ্যের বিখ্যাত তাঁত ও হস্তশিল্প এবং অনন্য পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রি হচ্ছে। মেলায় ২৪টি রাজ্যের ১৩০ জন শিল্পী উপস্থিত হয়েছেন। অন্যান্য হস্তশিল্পের পাশপাশি রয়েছে তসর শাড়ি, কুনবি শাড়ি, কোসা কটন, পানি থানি পেন্টিং, বেঙ্কটগিরি হ্যান্ডলুম শাড়ি, কাঠের কাজ, বিভিন্ন ধরনের হাতে তৈরি গয়না, ডোকরা, মিথিলা পেন্টিং, গ্লাস মোজা, ইক ল্যাম্প প্রভৃতি।

পশ্চিমবঙ্গের প্রায় প্রতিটি জেলায় নিজস্ব ঐতিহ্য রয়েছে। যেমন বাঁকুড়ার ঘোড়া, ধনেখালির তাঁত, মেদিনীপুরের পিংলার পটচিত্র, দুই দিনাজপুরের বাঁশের কাজ,

বর্ধমানের নতুনগ্রামের কাঠের পেঁচা, মজিলপুরের বাবুপুতুল প্রভৃতি। শিল্পের ঐতিহ্য থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিল্পীরা দাম পান না। ক্রেতাদের পক্ষেও সারা বাংলা তথা ভারত ঘুরে পছন্দের জিনিস কেনা সম্ভব হয় না। তাই এই উদ্যোগ বলে জানানো হয়েছে নাবার্ডের পক্ষ থেকে।

নাবার্ডের -এর চিফ জেনারেল ম্যানেজার ঊষা রমেশ জোর দেন গ্রামীণ শিল্পীদের পণ্য বিপনণের জন্য উপযুক্ত প্ল্যাটফর্ম তৈরির উপরে। কীভাবে ক্রেতাদের পছন্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রান্তিক ভৌগোলিক অঞ্চলে বসবাসকারী গ্রামীণ শিল্পীরা নিজেদের বিকশিত করতে পারেন সেই ব্যাপারে তিনি বিশদে জানান।

গ্রামীণ শিল্পীদের উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপারে উৎসাহ দিতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেন বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ও সমবায় ব্যাঙ্কগুলির প্রতিনিধিরা।

অরূপ কুমার, সিজিএম, সিডবিআই তার বক্তৃতায় গ্রামীণ কারিগরদের উন্নতি এবং ক্ষুদ্র-উদ্যোগ বৃদ্ধির জন্য সাশ্রয়ী মূল্যের ঋণের প্রাপ্যতার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি গ্রামীণ কারিগরদের উন্নতিতে একসঙ্গে কাজ করার জন্য নাবার্ড এবং সিডবি-এর মতো সংস্থাগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধনের উপর জোর দেন।

এছাড়াও, শ্রী বি কে ত্রিপাঠি, সিভিও, কোল ইন্ডিয়া এবং শ্রী অরবিন্দ কুমার সরকার, যুগ্ম পরিচালক, বি আই আর ডি,কলকাতা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। নাবার্ডের কলকাতা অফিসের জেনারেল ম্যানেজার দীপমালা ঘোষ বলেন, গ্রামীণ মহিলাদের আরও বেশি আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করে তুলতেই এই উদ্যোগ।

সম্পাদকীয়

অর্থনৈতিক মূল্যায়ন যথাযথ ভাবে করা অত্যধিক জরুরি

সংরক্ষণের ভূত ভারতীয়দের মাথা থেকে যাচ্ছে না। আপাতদৃষ্টিতে কোনও কোনও জনগোষ্ঠীর অনগ্রসর হওয়ার কারণ জাতিভিত্তিক মনে হলেও, অর্থনৈতিক অনুন্নয়নই মূল কারণ। যে কোনও জনগোষ্ঠী অর্থনৈতিক ভাবে শক্তিশালী হলে সামাজিক পশ্চাৎপদতা হ্রাস পেতে বাধ্য। সাম্প্রতিক কালে সংরক্ষণকে অনগ্রসরতার মোকাবিলায় ব্যবহার না করে, রাজনৈতিক হাতিয়ার করা হয়। চলতি সংরক্ষণ পদ্ধতি ভারতকে শক্তিশালী না করে ভিতরে ভিতরে শক্তিহীন করে তুলছে। একই পরিবারের সংরক্ষণ কোটার সুবিধায় উন্নতি (উচ্চশিক্ষা চাকরি ইত্যাদি পেয়ে) ঘটলেও পরবর্তী প্রজন্ম একে হাতিয়ার করে সুবিধা গ্রহণ করছে। তৃতীয়ত, সংরক্ষণের আওতায় না-থাকা মেধাবী ছাত্ররা প্রত্যাখ্যাত হয়ে হতাশাগ্রস্ত হচ্ছে। চতুর্থত, জাতিগত সংরক্ষণের কারণে ভারতীয় মেধার 'ব্রেন-ড্রেন' ঘটছে, যার সুফল বিদেশি সংস্থাগুলি লুটে নিচ্ছে। রাষ্ট্রের উন্নতির উদ্দেশ্য মাঠে মারা যাচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আর্থিক ভাবে দুর্বল, অসংরক্ষিত শ্রেণির উচ্চশিক্ষা এবং সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ সংরক্ষণের কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তে সিলমোহর দিয়েছে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট। ১২ জানুয়ারি, ২০১৯ এই সংরক্ষণের আইন আনে কেন্দ্র। কিন্তু সমালোচকরা অভিযোগ করেন, লোকসভা ভোটের আগে উচ্চবর্ণের মানুষকে খুশি করতেই কেন্দ্র এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সব দিক বিচার করে শীর্ষ আদালত কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষেই রায় দিয়েছে। প্রচলিত জাতিগত সংরক্ষণ ব্যবস্থায় শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে তফসিলি জাতির জন্য ১৫ শতাংশ, তফসিলি জনজাতির জন্য ৭.৫ শতাংশ এবং অন্যান্য অনগ্রসর জাতি বা 'ওবিসি' ব্যক্তিরা পান ২৭ শতাংশ সংরক্ষণের সুবিধা। সেখানে উচ্চবর্ণের দরিদ্ররা বঞ্চিত হচ্ছেন। সুযোগের সাম্যের সৃষ্টির করবে সংরক্ষণের এই নতুন আইন। তবে ভারতে সমস্ত প্রকল্প প্রান্তিক স্তরে এসে রাজনৈতিক ভেলকিবাজিতে প্রয়োগ হয়। যেমন, পশ্চিমবঙ্গে বিপিএল শংসাপত্রধারী (অন্ত্যোদয় প্রভৃতি কার্ডধারী) ব্যক্তিদের কারও কারও জীবনচর্যা দেখলে অবাক হতে হয়। রেশন দোকানগুলিতে আজও ২ টাকা কেজির চালের জন্য লাইন দেন লক্ষ টাকার বাইক-বিহারীরা! জনগণের অর্থনৈতিক মূল্যায়নটা যথাযথ ভাবে করা অত্যন্ত জরুরি। এ কাজটি সুপ্রিম কোর্টের তদারকিতে হতে হবে।

শাশ্বত কথা

দুইটি একসঙ্গে হয় না

দুইটি জিনিষ একই সঙ্গে হইতে পারে না--ধনদৌলত বিষয়-সম্পত্তি যদি চাও তো তাহাই মিলিবে, আর ভবগবানকে যদি চাও তো ভগবানকে পাইবে, একটিই হইবে। মানুষ কেবলমাত্রত বই পড়িয়া মুখস্থ করিয়া তোতা পাখি হয়, কিন্তু এক বিন্দু প্রেমলাভ করিতে পারিলেই সে ধন্য হয়ে যায়। কাজ করিলে কি হয়? সবই করিয়া যাও আর অন্তরে 'রাধে রাধে' বলিতে থাক। (অর্থাৎ সংসারে নিয়মানুযায়ী সব কাজ করিয়া যাও, আর অন্তরে সকল সময় ভগবানে ভয় রাখিয়া চল। ভগবান সকল সময় সঙ্গে আছেন ও সব দেখিতেছেন-- এই ভাব রাখিয়া সকল সময় মনে মনে নাম করিয়া যাও, তাহা হইলেই কল্যাণ লাভ করিবে।)

— শ্রীশ্রী রামদাস কাঠিয়াবাবা

জন্মদিন

আজকের দিন

ঝুলন গোস্বামী

১৯৪৪ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্দেশক অঞ্জন চৌধুরীর জন্মদিন।*
১৯৬৬ *বিশিষ্ট অভিনেত্রী ও রাজনীতিবিদ রূপা গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৯৮৩ *মহিলা ক্রিকেট খেলোয়াড় ঝুলন গোস্বামীর জন্মদিন।*

ভারতের বিশ্বকাপ পরাজয় ও প্রতিবেশী দেশের অবুঝ উল্লাস

শুভজিৎ বসাক

সম্প্রতি শেষ হল ভারতের মাটিতে অনুষ্ঠিত তেরোতম ক্রিকেট বিশ্বকাপের আসর আর তাতে ষষ্ঠবারের মত বিশ্বজয়ী হল অস্ট্রেলিয়া এবং দ্বিতীয়বার রানার্স হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল ভারতকে। ভারতবাসীর কাছে স্বপ্নের সলিল সমাধি ঘটেছে। তবে এই ফলাফলের পরে প্রতিবেশী বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে সোশ্যাল মিডিয়া ও পথেঘাট খুশির সমাবেশ এবং ভারত বিদ্বেষী স্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠেছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, ভারত যে পারফরম্যান্স এবারে বিশ্বকাপে উপহার দিয়েছে তার থেকে উত্থিত ঈর্ষার প্রতিরূপ এটি। তবে দেখাই যাক সেই পরিসংখ্যান।

ভারত তাদের অভিযান পর্বের শুরুতেই ছয় উইকেটে পরাজিত করে অস্ট্রেলিয়াকে। অস্ট্রেলিয়া প্রথমে ব্যাট করে ১৯৯ রানে অলআউট হয়ে যাওয়ার পরে বোলিং করতে নেমে পাল্টা আঘাত হানে ভারতীয় শিবিরে। স্কোরবোর্ডে দুই অঙ্কের রান ওঠার আগেই তিন উইকেটের পতন ঘটে তবে বিরাট ও লোকেশ রাহুলের হাফ সেঞ্চুরির দৌলতে ভারত সেই ম্যাচ ছয় উইকেটে জেতে, রাহুল অপরাজিত থেকে যায় শেষ অবধি। এরপরের ম্যাচে আফগানিস্তানকে হেলায় পরাজিত করে মুখোমুখি হয় পাকিস্তানের। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ মানেই আলাদা উত্তেজনা মনের মধ্যে কাজ করে। বিশ্বকাপের মঞ্চ হলে তো উন্মাদনা পারদ ছোঁয়ে। আজকে ভারতের পক্ষে শুরুটা করেছিলেন মহম্মদ সিরাজ। বিপক্ষের মেরুদন্ডও ভাঙ্গলেন তিনি বাবর আজমকে আউট করে। সাথে কুলদীপ যাদব, জশপ্রীত বুমরা যোগ্য সঙ্গত দিলেন। এরপরে রোহিত শর্মা, শ্রেয়স আইয়ারের চওড়া ব্যাটিং ভারতের জয় সুনিশ্চিত করল। পঞ্চাশ ওভারের ক্রিকেট বিশ্বকাপের মঞ্চে ভারত অপরাজিত আজও পাকিস্তানের বিপক্ষে, ফলাফল ৮-০ যা সর্বকালীন রেকর্ড এখনও অবধি।

এরপরে বাংলাদেশের মুখোমুখি হয় ভারত যেখানে বাংলাদেশ শুরুটা ভালো করলেও নিয়মিত উইকেট পতনের ফলে ২৫৬ রানই আট উইকেটের বিনিময়ে বোর্ডে তুলতে সক্ষম হয়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে রোহিত শর্মা, শুভমন গিলের হাফসেঞ্চুরি ও বিরাট কোহলি তাঁর একদিনের ক্রিকেটে আটচল্লিশতম সেঞ্চুরির সুবাদে ভারত সাত উইকেটে জয়লাভ করে। টানা তিন ম্যাচ জিতে ভারত তখন উদ্দীপিত কিন্তু সজাগ ভাবেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে। তবে ভারতের উল্লেখযোগ্য অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া চোটগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং বাদ হয়ে যান বিশ্বকাপের মঞ্চ থেকে।

ভারত মুখোমুখি হয় নিউজিল্যান্ডের। প্রথমে ব্যাট করে নিউজিল্যান্ড রাচিন রবীন্দ্র, ড্যারিল মিচেলের ব্যাটে ভর করে ২৭৩ রানের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করলেও আরও বেশি রান উঠতেই পারত কিন্তু সেটা অবরুদ্ধ করেন সামি। এই বিশ্বকাপের মঞ্চে মহম্মদ সামি তাঁর প্রথম ম্যাচটি খেলেন এবং বিধ্বংসী পরিসংখ্যান খেলার শেষে তাঁর নামের পাশে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ৫৪ রানের বিনিময়ে তুলে নেন মূল্যবান পাঁচটি উইকেট যার মধ্যে রাচিন রবীন্দ্র, ড্যারিল মিচেলের উইকেট দুটিও ছিল। এরপরে ভারত ব্যাট করতে নেমে রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলির ব্যাটে ভর করে চার উইকেটে জয়লাভ করে। বিরাট থামেন ৯৫ রানে।

ভারত যখন এমন ঈর্ষণীয় পারফরম্যান্স দাখিল করেছে সেই সময়ে তাদের পরবর্তী ম্যাচে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঘটে যায় নজিরবিহীন ঘটনা। তাতে ক্রিকেট বিশ্বকাপের মঞ্চে মহম্মদ সামি একাই বুলডোজার চালিয়ে পিষে মারলেন ইংরেজ দম্ভকে। অবতীর্ণ হলেন ত্রাতা হিসাবে। চালিয়ে গেলেন অবিরত তান্ডব। মেরুদন্ড ভেঙে খানখান করে দিলেন ইংরেজদের। তুলে নিলেন চারটি মূল্যবান উইকেট। বিশ্বকাপের মঞ্চে মাত্র দুটো ম্যাচে ৯টা উইকেট তাঁর ঝুলিতে! ভাবা যায় এঁকে বাদ দিয়ে ভারত বিশ্বকাপ অভিযান করে যাচ্ছিল! মূলতঃ এনার দাপটেই ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারতের দেওয়া ২৩০ রানের টার্গেট কখন যে ৪৩০ রানে পৌঁছে গিয়েছে কেউ বুঝতেই পারেনি, আগুন ঝরলো রীতিমতো। তাঁকে যোগ্য সঙ্গত দিলেন বুমরা-কুলদীপ-জাদেজা। সামিহীন ভারত গত বিশ্বকাপ সেমিফাইনাল যেমন ভুক্তভোগী ছিল আজ তিনিই ম্যাজিশিয়ান হয়ে নিজের যোগ্যতা বুঝিয়ে গেলেন।

এরপরের ম্যাচ শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে আর তাতে লেখা হয় নতুন ইতিহাস। বিশ্বকাপের এই খেলায় এককথায় সদ্য সমাপ্ত এশিয়া কাপের ফাইনালের পুনরাবৃত্তি হল। শ্রীলঙ্কাকে দুরমুশ করে ছাড়ল ভারত। প্রথমে ব্যাট করে শুভমন গিল, বিরাট কোহলি ও শ্রেয়স আইয়ারের ব্যাটে ভর করে বোর্ডে ৩৫৭ রান তোলে এবং বিশ্বকাপের মঞ্চে ভারত তাদের সবচেয়ে বড় মার্জিনে জয় ছিনিয়ে নিল যেকোনও দলের বিরুদ্ধে (৩০২ রানে) এবং বিশ্বকাপের মঞ্চে দলগত দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ব্যবধানে জয়, প্রথমে অস্ট্রেলিয়া এই বিশ্বকাপের মঞ্চে (৩০৯ রানে) নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে। এর আগে ভারতের সর্বোচ্চ জয়ের ব্যবধান ছিল বারমুডার বিরুদ্ধে (২৫৭রানে জয়)। শ্রীলঙ্কা সপ্তম সর্বনিম্ন স্কোর করল বিশ্বকাপের মঞ্চে (৫৫ রান) এবং টেষ্ট খেলিয়ে দেশের মধ্যে সর্বনিম্ন। এর আগে কানাডা শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধেই সর্বনিম্ন ৩৬ অলআউট হয়েছিল এই মঞ্চে। সেদিন ভারতের জয়ের মূল নায়ক কোহলি, শুভমন গিল, শ্রেয়স আইয়ার হলেও এত বড় ব্যবধানে জয়ের নায়ক সেই বোলিং বিভাগ। নেতৃত্ব দিলেন সেই মহম্মদ সিরাজ এবং পরে ম্যাজিশিয়ান মহম্মদ সামি। সামি মাত্র তিন ম্যাচ খেলে তুলে নিয়েছেন ১৪টি উইকেট যাঁকে বসিয়ে রাখা হয়েছিল একটা সময়ে ডাগ আউটে!

এরপরে ম্যাচ বসে ক্রিকেট মক্কা ইডেন গার্ডেনে। এই ম্যাচের এক বিশেষ গুরুত্ব ছিল। ১৯৯৬ এর পরে ২০২৩, দীর্ঘ ২৭ বছর পরে ক্রিকেটের মক্কা ইডেন গার্ডেন বিশ্বকাপে ভারতের ম্যাচ আয়োজন করার দায়িত্ব পায়। মক্কা সেবারে হা হুতাশ করেছিল কারণ ১৯৯৬ সালে এখানেই ভারত লজ্জার হারের মুখ দেখেছিল। মাঝে ২০১১ সালে ভারত ইংল্যান্ড ম্যাচের দায়িত্ব পেলেও মাঠ পুনর্গঠনের অপর্যাপ্ত পরিকাঠামোর ফলে সেই ম্যাচ ব্যাঙ্গালোরে স্থানান্তরিত হয়। তিলোত্তমার বুকে আজ বিরাট ছুঁলেন কিংবদন্তী শচীন তেন্ডুলকরকে সীমিত ওভারের ক্রিকেটে ৪৯তম সেঞ্চুরি হাঁকানোর সাথে সাথেই। সাথে তিনি হলেন সীমিত ওভারের ক্রিকেটে যুগ্মভাবে শীর্ষ সেঞ্চুরির মালিক। যে দক্ষিণ আফ্রিকা ব্যাটিং করতে নামলেই ৪০০ স্কোর লক্ষ্য রেখে গিয়েছে এই বিশ্বকাপের মঞ্চে সেই দলই সেদিন ভারতের দেওয়া ৩২৭ রানের লক্ষ্যমাত্রা ছুঁতে ২৪৪ রানে পরাজিত হল একই সাথে রেকর্ড হল কারণ ২০০ রানের ওপরে একই বিশ্বকাপে একাধিক জয়ের নজির আর কোনও দলেরই নেই। ভারত সম্প্রতি ৩০২ রানের বিশাল ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে নিয়েছিল শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে।

এদিকে ভারত পৌঁছে যায় সেমিফাইনালে এবং শেষ ম্যাচ নেদারল্যান্ডের বিরুদ্ধে একতরফা অনুশাসন দেখিয়ে ব্যাটিং প্রতিভা দেখিয়ে ৪১০ রান তোলে এবং জবাবে বিপক্ষ দলের ১৬০ রানে পরাজয় ঘটে। এই ম্যাচ নেদারল্যান্ড পরাস্ত হওয়ায় পয়েন্ট ও রান রেটের ভিত্তিতে বাংলাদেশ আট নম্বর ও সর্বশেষ দল হিসাবে ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে।

নক আউট পর্বে যেখানে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ভারতের ফলাফল লাগাতর ১৯৯৯ এর সুপার সিক্স, ২০০০ সালের চ্যাম্পিয়নস ট্রফি, ২০১৯ এর সেমিফাইনাল এবং ২০২২ এর ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ফাইনাল সবেতেই খারাপ সেখানে সেমিফাইনাল পর্বে এবারের জয়ে অভিশাপ কাটল ভারতের। এর সাথে জুড়তেই হয়, বিরাট কোহলির বিশ্বকাপের মঞ্চ থেকে একদিনের ক্রিকেটে ৫০তম সেঞ্চুরি করার সাথে সাথে এই ফর্ম্যাটে সর্বোচ্চ সেঞ্চুরির মালিক হয়ে যাওয়া এক স্বপ্নগাথা হয়ে রইল। এরপরে বোলিং বিভাগকে নেতৃত্ব দিলেন সেই ম্যাজিশিয়ান মহম্মদ সামি, প্রয়োজনের মুহূর্তে তুলে নিলেন মূল্যবান ৭টি উইকেট সাথে ভারতীয় হিসাবে বিশ্বকাপ ক্রিকেটের মঞ্চে সর্বোচ্চ উইকেটের মালিক হয়ে রইলেন (৫১ উইকেট) যা আগে জাভাগাল শ্রীনাথ ও জাহির খানের ঝুলিতে ছিল (৪৪ উইকেট)। বিশ্বকাপ ক্রিকেটের মঞ্চে (৫৭/৭) এটিই কোনও এক ইনিংসে ভারতীয় বোলারের সর্বোচ্চ উইকেট শিকার। চলতি বিশ্বকাপের মঞ্চে এটি তাঁর তৃতীয় পঞ্চম উইকেট যার মধ্যে দুটো নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে। ভারত উঠল ফাইনালে আবার একযুগ অর্থাৎ ১২বছর পরে। নিউজিল্যান্ড দলের খেলোয়াড় সুলভ মানসিকতা সত্যিই এই ম্যাচের আরেকটি পাওনা, তারা উপভোগ করতেই এসেছে যা তারা ভালোভাবেই করে গিয়েছে সাথে উপহার দিয়েছে উঠতি তারকা রাচিন রবীন্দ্রকে যিনি অভিষেক বিশ্বকাপের এক মঞ্চেই ব্যাক্তিগত ৫৭৮ রানের রেকর্ড গড়ে গিয়েছেন যা সর্বকালীন নজির হয়ে রইল।

অপরাজিত হয়ে এরপরে ফাইনালে আবার অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হয়ে ভারত তাদের শুরুটা ভালো করলেও সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারেনি। রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি ও লোকেশ রাহুল তাঁদের যথাসাধ্য চেষ্টা করলেও অস্ট্রেলিয়ার সমস্ত বিভাগ তাঁদের টেক্কা দিয়ে গিয়েছে। ভারত যোগ্য দলের কাছে হেরে এই পর্বের মত ফাইনালিস্ট হয়েই প্রতিযোগিতা শেষ করল। এই ম্যাচে সামি একটি উইকেট নিয়ে বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ উইকেটের (২৪) মালিক হলেন, পিছনে ফেলে দিলেন অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডাম জাম্পাকে আর বিরাট কোহলি হাফ সেঞ্চুরির দৌলতে সর্বোচ্চ (৭৬৫) রানের মালিক হয়ে রইলেন।

খেলায় হারজিত থাকে। যারা উন্নতি করার চেষ্টা করে তারা সমস্ত ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়ার চেষ্টা করে। যারা নিজেরা সফলতা ছুঁতে অক্ষম তারা যদি যোগ্যতার ধারভার না বুঝেই যোগ্যতার একটু ভুল দেখে উল্লাসে মাতোয়ারা হয় সেটা সভ্যতার কাছে ইতিবাচক বার্তা বহন করে না। ভারতে অনুষ্ঠিত ইউপিএসসি সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা, সেখানে বছরে হাতেগোনা ছেলেমেয়ে সফল হয়, কেউ শেষ ধাপে ইন্টারভিউয়ে এসে ব্যর্থ হয়। কেউ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার শেষ প্রচেষ্টায় এসে সফল হয়। সেরকমই বিশ্বকাপে যোগ্যতা নির্ধারিত হয়ে তবেই দলগুলি অংশগ্রহণ করেছিল। সবাই যোগ্য দল একথা বলাইবাহুল্য। কেউ শুরুতে কেউ বা শেষ ধাপে এসে ব্যর্থ হয়েছে। যোগ্যতার কাছে হারের লজ্জা নেই তবে হতাশা থাকেই। ভারত এই বিশ্বকাপে শুধুই নজির গড়ে গিয়েছে একথা উপরোক্ত পরিসংখ্যানে স্পষ্ট। একে ভেঙ্গে নতুন নজির স্থাপন করাই কোনও সৃষ্টির উৎকর্ষতা, তাকে অবমাননা করে নয়। তাই উল্লাস হোক, কিন্তু সেটা যোগ্যতার ধারভারকে শ্রদ্ধা জানিয়ে। ভারতের হার যদি প্রতিবেশী দেশের উন্মাদনার সঞ্চার করে সেটা দুর্ভাগ্য কারণ যোগ্যতার নিরীখে ভারত যে পরিসংখ্যান গড়ে গিয়েছে তা কি মুছে ফেলা যায়? সেই অবুঝ উল্লাসের ভিত্তিই থাকে না।

ক্রিকেট খেলা ভাবের ঘরে চুরি ছাড়া আর কিছু নয়

সুবল সরদার

ক্রিকেট জ্বরে আমরা এখন ভুগছি।

তারিখ ১৫ -১১- ২০২৩, সময় ২.৩০ ওয়াল্ড কাপ ক্রিকেটের সেমিফাইনাল আরব সাগরের বুকে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে। ভারত-নিউজিল্যান্ডের মুখোমুখি হতে দেখেছি। যুদ্ধ কালীন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তখন মনে হচ্ছিল । বঙ্গের নির্বাচন -হামাসের যুদ্ধ থেকে ক্রিকেটের উত্তেজনা — বাঙালির আবেগের কোথাও খামতি নেই। যখন ইডেনে ক্রিকেট ম্যাচ হয় তখন সে কী উত্তেজনা! ছয় হাঁকালে স্টেডিয়ামে বসে থাকা দর্শকের গলা ফাটানোর আওয়াজ হাইকোর্টের অলিতে গলিতে ধ্বনিত হয়। হাইকোর্ট থেকে আমরাও বুঝে যাই ছয় মারার উত্তেজনা। বাঙালির এমনই আবেগ। এখানে যখন ম্যাচ হয় তখন সব জায়গায় দর্শকদের দখলে চলে যায়। সে কী ভিড়! ভাবি এতো টাকা দিয়ে কারা খেলা দেখে! যুদ্ধ থেকে খেলা শুধু আবেগের মেলা। আমরা তখন মনে হয় শুধু উদ্বাস্তু। আমাদের এখানে কোথাও স্থান নেই। সর্বত্র নো এন্ট্রি। বাস চলাচল বন্ধ । তখন সে কী নৈরাজ্য! অফিস থেকে বাড়ি ফেরার জন্যে তখন ট্রেন ধরার তাড়া থাকে। হাঁটতে হাঁটতে পায়ে ব্যথা হয়ে যায়।

কিছু দিন আগে ইডেনের ক্রিকেট ম্যাচের ১০০০ টাকা টিকিটের মূল্য ১০০০০- ২০০০০ থেকে ৩০০০০ টাকায় ব্ল্যাক হয়। আমি সেদিন ট্যাক্সি করে হাইকোর্ট থেকে দূরদর্শনে যাচ্ছিলাম। ট্যাক্সি ড্রাইভার বলল — কী দিন এসেছে দেখুন।

ভাবি সত্যি আমরা গরীব? ৫০০ টাকার লক্ষ্মীর ভান্ডারের জন্যে মায়েদের তীব্র রোদের মধ্যে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত লাইন দিতে দেখেছি। কারুর কোলে ছেলেও আছে। আবার বিপরীত দৃশ্যও দেখা যায়। অতিউৎসাহী ক্রিকেট দর্শকদের মতো পুজোর মরশুমে কোন এক দামী ব্রান্ডের জুতোর শোরুমের সামনে অন্তহীন লম্বা লাইন। কখনো কারোর পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুও হতে দেখা যায় । দারিদ্রের-বৈভবের প্রভেদ কেমন প্রকট হয়ে ওঠে। বাঙালির আবেগের শেষ নেই। বাঙালির হৃদয় ভাঙ্গা হতে পারে কিন্তু ভাঙ্গা হৃদয়ে আবেগে ভরপুর। গতবারের বিশ্বকাপ ফুটবলে ব্রাজিল আর আর্জেন্টিনা — মেসি বনাম এমবাপেকে নিয়ে দর্শকদের মধ্যে সেকি উত্তেজনা! ওই খেলা দেখতে দেখতে কত দর্শকের উত্তেজনায় স্ট্রোক হয় শুনা যায়। আমার বান্ধবীর মা, একজন রিটায়ার্ড শিক্ষিকা খেলা দেখার উত্তেজনায় সারারাত ঘুমাতে পারেন নি। সে রাতে ফোন করে বলল 'জানো, মা ঘুমাতে পারছেন না।' রাতে ডাক্তার ডাকতে হলো । ব্যবসায়ী বিনোদন চিত্তবিনোদনের কারণ না হয়ে কেমন করে মৃত্যুর কারণ হয়ে ওঠ! এখন বোঝা যায় বাঙালি শুধু রক্তে- মাংসে গড়া নয় আবেগ, অনুভূতি দিয়েও গড়া। কোথায় ব্রাজিল -আর্জন্টিনা আর কোথায় বঙ্গের বাঙালি। এমন বাঙালির তার হৃত গৌরব কেমন করে ফিরে পাওয়ার প্রত্যাশা করে ? বাঙালির এখন দেশ নেই (এখানে দেশ ভাগের কথা ধরে নিতে হবে) — ভাষা নেই (মাতৃভাষার জায়গায় দখল করছে হিন্দি কিংবা ইংরেজী)। উদ্বাস্তু বাঙালি এখন স্রোতের টানে ভেসে আছে শুধু আবেগ নিয়ে।

গত ৫ই নভেম্বরে ইডেনে ভারত - পাকিস্তান ম্যাচে ভারতের জয়কে কেন্দ্র করে উত্তেজনা কোন জায়গায় পৌঁছে যায়! উত্তেজনার বশে বাজি ফাটানোর কারণে কর্তব্যরত পুলিশের কয়েকটা ঘোড়াকে তখন ছটফট করতে দেখা যায়। রাতে আস্তাবলে তাদের মধ্যে একজন হৃদরোগে মারা যায় যা নিয়ে এখন রাজ্য রাজনীতিতে হৈচৈ পড়ে যায়। এমন মৃত্যু খেলা থেকে নিষ্পাপ বন্যরাও রক্ষা পায় না।

ক্রিকেট খেলায় শুধু আবেগ, উত্তেজনা, টিকিট ব্ল্যাক থাকবে? মারপিট, হাঙ্গামা থাকবে না তাই কোন দিন হয়? ইডেনে যখন ভারত পাকিস্তানের ক্রিকেট ম্যাচ হয় উত্তেজনার পারদ তখন সপ্তমে যায়। তখন উত্তেজনার বিভেদ রেখা সুস্পট হয়ে যায় । ওই ম্যাচকে কেন্দ্র করে পথে ঘাটে যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হয়। তখন মনে হয় জেএনইউতে কিংবা যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে ছাত্র নামধারি কোন জেহাদী আজাদ কাশ্মীরের ডাক দিচ্ছে। অবশ্য সে হাঁক-ডাক এখন চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে। কখনোবা মনে হয় খেলাকে কেন্দ্র করে কোথাও কার্গিলের যুদ্ধ হচ্ছে। ভারত প্রেমীদের সঙ্গে পাকিস্তান পন্থীদের যুদ্ধ বাঁধে বলে কথা। সেকুলার পন্থীরা তখন কোথায় উধাও হয়ে যায়। ক্রিকেট খেলা একটা উপলক্ষ্য মাত্র। আসলে এ খেলা খেলা যুদ্ধ। ভারত বিদ্বেষী বিষ ধর্মের আড়ালে সর্বদা লালিত পালিত হচ্ছে। সেই প্রাচীন কাল থেকে আজও হানাদারদের অভ্যাসের কোন পরিবর্তন দেখি না। ভারতে একটা বোম মারলে ভারত ভেঙ্গে যাবে এমন ধারণার পরিবর্তন করা দরকার। সুপ্রাচীন ভারতবর্ষ তার মহান ঐতিহ্য নিয়ে বেঁচে থাকবে চিরকাল।

আজ ভারত-অস্ট্রেলিয়ার খেলা সকাল থেকে উত্তেজনা। কয়েকদিন ধরে একটাই আলোচনা শুধু ক্রিকেট। দারুণ টিম ইন্ডিয়া, আমরা জিতছি। ক্রিকেট জ্বরে আমরা কেমন ছটফট করছি। সকাল থেকে চাপা উত্তেজনায় অস্থির, উদ্বিগ্ন। মনে হচ্ছে খেলা দেখে এখনই আমরা দেশ উদ্ধার করবো। আমরা কত বড় দেশপ্রেমিকের দল! টসে হেরে ভারতের হাতে প্রথম ব্যাট। খুব আনন্দ। আস্তে আস্তে সব উইকেট হারিয়ে ২৪০ রান ৫০ ওভারে। এখন আর উত্তেজনা নেই। শুধু হতাশা। বেগতিক বুঝে ঘর থেকে ক্রমশঃ রাস্তায় জনগণ বের হচ্ছে। গাড়ি ঘোড়া চলাচল শুরু করছে। আশা নিরাশায় দোলে মন তখনও দোলা খাচ্ছে যদি কোন অঘটন ঘটে যায়। অস্ট্রেলিয়ার জয় সব আশার জল ঢালে। এখন মনে হচ্ছে টিম ইন্ডিয়ার মতো এতো জঘন্য টিম আর হয় না। আমরা ভুলে যাই ক্রিকেট খেলা একটা কর্পোরেট হাউসের প্রচার, প্রসার, ব্যবসা— এটা মাথায় রেখে আমাদের আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটা দরকার। ক্রিকেট- খেলা নিয়ে এতো আবেগ ভাবের ঘরে চুরি ছাড়া আর কিছু নয়।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060, 9831919791

তপন কান্দু খুনের ঘটনায় ধৃত ৬ অভিযুক্তর একসঙ্গে সাক্ষ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পুরুলিয়ার ঝালদায় কংগ্রেস কাউন্সিলর তপন কান্দু খুনের ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়া ছয় অভিযুক্তকে একসঙ্গে বসিয়ে মামলার সাক্ষ্যগ্রহণ করা হল শুক্রবার পুরুলিয়া জেলা আদালতের থার্ড কোর্টে। এদিন উপস্থিত ছিলেন সিবিআইয়ের তদন্তকারী আধিকারিক রঞ্জন কীর্তনীয়া ও সিবিআইয়ের আইনজীবী।

উল্লেখ্য, ২০২২ সালে দুষ্কৃতীদের গুলিতে খুন হন ঝালদা পুরসভার কংগ্রেস কাউন্সিলর তপন কান্দু। ঘটনার সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়ে হাইকোর্টে দ্বারস্থ হয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী পূর্ণিমা কান্দু। ঘটনায় গ্রেপ্তার হয় তখন কান্দুর ভাইপো দীপক কান্দু, নরেন কান্দু, কলেবর সিং, মহম্মদ আসিক, জাবির আনসারী, শশীভূষণ সিং ও সত্যবান প্রামাণিক। যদিও মামলা চলাকালীন সত্যবান প্রামাণিকের মৃত্যু হয়।

আজ শুক্রবার বাকি ছয় অভিযুক্তকে নিয়ে মামলার সাক্ষ্যগ্রহণ পর্ব ছিল। সেখানে ঘটনার দিনের কয়েকটি ভিডিও ফুটেজের সত্যতা যাচাই করার পর্ব চলে। সেখানে একটি মোটর সাইকেলে তিন দুষ্কৃতীকে ওই এলাকায় দেখা গিয়েছিল, সেই সিসিটিভির ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছিল। সেই ফুটেজ শনাক্তকরণ করার জন্য এদিন সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়। এদিন আদালত থেকে বেরিয়ে ঘটনার তদন্তকারী অফিসার রঞ্জন কীর্তনীয়া সংবা মাধ্যমের কাছে জানান, সিসিটিভির ফুটেজের সঙ্গে গ্রেপ্তার হওয়া অভিযুক্তদের মিল পাওয়া গিয়েছে।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ALLAHABAD

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) রুল ৮(১) এর অধীন

গৌর সুন্দর ভবন, ২য় তল,পঞ্চাননতলা, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পঃবঃ, পিন- ৭৪২ ১০১, ই-মেইল: Z184@indianbank.co.in

যেহেতু
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ ও ৯ এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের** অনুমোদিত অফিসার ০৭.০৯.২০২৩ তারিখে একটি **ডিমান্ড নোটিশ জারি করে ঋণগ্রহীতা-: মেসার্স মায়া ডিস্ট্রিবিউটরস, স্বত্বাধিকারী: শ্রী অরুণাভ সেন,** ২৬/১, তমালতলা রোড, ওয়ার্ড নং ২, পোস্ট-নবদ্বীপ, জেলা - নদীয়া, পিন - ৭৪১৩০২, পশ্চিমবঙ্গ, **ঋণগ্রহীতা / স্বত্বাধিকারী: শ্রী অরুণাভ সেন,** পিতা- রমেশ চন্দ্র সেন, জামিনদার তথা **বন্ধকদাতা: শ্রীমতী মায়া সেন,** স্বামী- রমেশ চন্দ্র সেন, এবং জামিনদার- শ্রীমতী মৌসুমী সেন, স্বামী- শ্রী অরুণাভ চন্দ্র সেন সকলেরই ঠিকানা-২৬/১, তমালতলা রোড, ওয়ার্ড নং ২, পোস্ট- নবদ্বীপ, জেলা - নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, পশ্চিমবঙ্গ, আমাদের **প্রাচীন মায়াপুর শাখার** সঙ্গে ক্যাশ ক্রেডিট লোন এ/সি- ৫০২৬৬৮৭৯৬৭৫, এমএসএমই জিইসিএলএস টিএল এ/সি ৫৮০০৪৬১০১৩৮ এবং এমএসএমই আইএনডি জিইসিএলএস এ/সি ৭১১৪০৩৯৯৭২ সুবিধা বজায় রেখেছেন-কে উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত **৭৫,৫৪,৮৬১.৯০ টাকা** (পঁচাত্তর লক্ষ চুয়ান্ন হাজার আটশো একষট্টি টাকা নব্বই পয়সা মাত্র) পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানায়।

ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ ও সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে রুল ৮ ও ৯ এর এর সঙ্গে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে উল্লিখিত তারিখ গুলিতে উল্লিখিত বিধিগুলির বলে নিম্নস্বাক্ষরকারী তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তি/গুলি দখল নিয়েছেন **২৪ শে নভেম্বর, ২০২৩ তারিখে।**

বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তি/গুলি নিয়ে লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি/গুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে ৭৫,৫৪,৮৬১.৯০ টাকা (পঁচাত্তর লক্ষ চুয়ান্ন হাজার আটশো একষট্টি টাকা নব্বই পয়সা মাত্র) এবং তদুপরি সুদ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক এর চার্জ সাপেক্ষে হবে।

"আমরা সারফেইসি আইনের ধারা ১৩(৮) এর বিধান এবং সেখানে প্রণীত বিধিগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যার অধীনে সিকিউরিটিজগুলির উপর আপনার মুক্ত করার অধিকারের সাথে সম্পর্কিত"

শ্রীমতী মায়া সেন (স্বামী- রমেশ চন্দ্র সেন) এর নামে প্রায় ০২ ডেসিমেল জমিতে জমি ও বিল্ডিংয়ের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জে.এল. নং. ২০, মৌজা - নবদ্বীপ, খতিয়ান নং আরএস ৪০৫ এলআর- ১০৭৬৯, বর্তমান এলআর ১৯৭৮৬, প্লট / দাগ আরএস ৩৬৭৪, এলআর ৫৯০১, শ্রেণী -জমি ও ভবন, নবদ্বীপ পৌরসভার অধীনে, ওয়ার্ড নং ২, হোল্ডিং (হাল) ২৬/১, পোস্ট- নবদ্বীপ, থানা- নবদ্বীপ, জেলা - নদীয়া, পিন - ৭৪১৩০২, ২০০৬ সালের ২০.০৩.২০০৬ তারিখের বিক্রয় দলিল নং ১৩৭০, এডিএসআরও নবদ্বীপে নিবন্ধিত, বই নং ১, ভলিউম নং ২৮, পৃষ্ঠা ১১৭ থেকে ১২৪ পর্যন্ত। **উপরোক্ত সম্পত্তিগুলি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত :**-উত্তর - শ্রীকান্ত দাসের বাড়ি, দক্ষিণ - প্রয়াত অমরেশ চন্দ্র সেনের সম্পত্তি , পূর্ব - তমালতলা রোড, পশ্চিম - ৩ ফুট চওড়া কমন প্যাসেজ দ্বারা।

তারিখ: ২৪.১১.২০২৩ — **স্থান: প্রাচীন মায়াপুর** — অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

NOTICE

BRITANNIA LIMITED
REGD. OFFICE : 5/1A, HUNGERFORD STREET, KOLKATA, WB - 700017

NOTICE is hereby given that the certificate(s) for the undermentioned securities of the Company has / have been lost / misplaced and the holder(s) of the said securities / applicant(s) has / have applied to the Company to release the new certificate. The Company has informed the holders / applicants that the said shares have been transferred to IEPF as per IEPF Rules.
Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with the Company at its Registered Office within 15 days from this date, else the company will proceed to release the new certificate to the holders / applicants, without further intimation. Name of Share holder : ZAMILA KHATOON, Kind of Securities and face Value : Equity shares of Face Value Rs. 1/-, No. of Securities : 1100, Distinctive Number(s) : 239482877 to 239483976, Certificate No. 225865 and Folio No. Z003100.

Place : West Bengal — Name of the Applicant : Zahim Sabir
Date : 24/11/2023

KVB Karur Vysya Bank — Smart way to bank
111 B, Raja S. C. Mullick Road, Ground Floor, S. B. Tower, Garia, Kolkata WB-700047 Ph.033-24300110

JEWEL LOAN AUCTION

Sl. No	Loan Account No	Borrower Name And Address	Loan Date	Gross Wt (In Gm)
1	3104945000000442	VIKAS CHAKRABORTY 184 FLAT NO D9 BANSDRONI PLACE, BANSDRONI SOUTH 24 PARGANAS 700070	09/02/2023	43.49
2	3104945000000436	VIKAS CHAKRABORTY 184 FLAT NO D9 BANSDRONI PLACE, BANSDRONI SOUTH 24 PARGANAS 700070	09/02/2023	50.34
3	3104945000000451	VIKAS CHAKRABORTY 184 FLAT NO D9 BANSDRONI PLACE, BANSDRONI SOUTH 24 PARGANAS 700070	09/02/2023	26.1
4	3104945000002482	SUJAUDDIN DEWAN DAKSHIN DEWAN PARA BANSHRA CANNING-I SOUTH 24 PARGANAS-743363	22/02/2023	60.53

AUCTION DATE: 05-DEC-2023 **TIME:** 3:00 PM To 4:00PM
AUCTION PLACE: KARUR VYSYA BANK, GARIA BRANCH, 111 B, Raja S. C. Mullick Road, Ground Floor, S. B. Towr, Garia, Kolkata WB-700047, PH: 033-24300110/24300136
NOTE: IF THERE IS NO BUYER ON AUCTION DATE, AUCTION WILL BE CONDUCTED ON NEXT DATE

PLACE: GARIA — The Karur Vysya Bank Ltd.
DATE: 24.11.2023 — Manager-Branch Head

SBI স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (৩১৯২০) ক্যানাল সাউথ রোড শাখা — **সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি**

কিছু ব্যক্তি/ব্যক্তিগণ যারা এসবিআই ক্যানাল সাউথ রোড শাখা থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে সোনার ঋণ নিয়েছিলেন, তারা সময়সূচী অনুযায়ী শোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। [illegible] দ্বারা বহন করা হবে। ব্যাঙ্ক যে কোন সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝখানে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কার দখল পেতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা : শর্মিষ্ঠা ঘোষ

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	০৬.১২.২০২৩	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ সি	মোট ওজন ৯৮.১০০ গ্রাম নিট ওজন ৯০.২৫০ গ্রাম	৮টি সোনার শক্ত চুড়ি

তারিখ:২৫/১১/২০২৩, স্থান: ক্যানাল সাউথ রোড — অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ইন্দা ব্রাঞ্চ (০৫১৫৫)
ও.টি. রোড, পো. ইন্দা, খড়গপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০৫ ইমেল : sbi.05155@sbi.co.in
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : শ্রী হীরক কুমার ঘোষ, মোবাইল নং : ৮৩৭৩০৫৩৬৪০ ই-মেল আইডি : sbi.05155@sbi.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়।
নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৭.১২.২০২৩ সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

প্রাক ডাক ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ : "আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসি'র নিকট প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পারেন ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে। প্রাক ডাক দাখিলের বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে ডাকদাতাদের এমএসটিসি কর্তৃক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট পরিমাণ গৃহীত হওয়ার পর এবং ই-নিলাম ওয়েবসাইটে সর্বশেষ তথ্য জ্ঞাত করা হবে। সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া কিছু সময় লাগতে পারে ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য ফলে ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি শেষ সময়ের যথেষ্ট পূর্বে অসুবিধা এড়াতে দাখিল করার অনুরোধ করা হচ্ছে।"

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত ২৭.১২.২০২৩** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **২৫,৮০,১৮২.০০ টাকা (পঁচিশ লাখ আশি হাজার একশো বিরাশি টাকা)** ০৪.০৫.২০২৩ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে এবং ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি যা জামিন অধীনে বকেয়া আদায় করা হবে ঋণগ্রহীতা **শ্রী কমল কান্ত পান্ডা এবং শ্রীমতি স্মৃতি রেখা প্রিয়দর্শিনী, উভয়ের ঠিকানা : বড়াছানা, (হাই লেভেল ক্যানেলের নিকট)**, পো. বড়াছানা, থানা - বড়াছানা, জেলা - জাজাপুর, রাজ্য - ওড়িশা, পিন - ৭৫৪২৯৬, কাছ থেকে। সংরক্ষিত মূল্য **২৩,৫৮,৮০০** টাকা, বায়না জমা দাখিল **২,৩৫,৮৮০** টাকা এবং বর্ধিতকরণ মূল্য **১০,০০০.০০** টাকা।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ফ্ল্যাট অবস্থিত আনভি অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ২এ (৩য় তল), ২ বেড রুম, ১ লিভিং তথা ডাইনিং, ১ কিচেন,১ ব্যালকনি, ১ টয়লেট, ১ বাথ, ঢাকা এরিয়া : ৬২৩ বর্গফুট এবং সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭৪৮ বর্গফুট এবং টু হুইলার পার্কিং স্পেস সহ। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির মৌজা-ইন্দা, জেএল নং ২৩২, সিএস খতিয়ান নং ৩৮০, আরএস খতিয়ান ৯৫৭, এলআর এবং কে বি স্টেজ খতিয়ান নং -জে০১২০০৯, ৪১০, সিএস প্লট নং -৯২, আরএস প্লট নং ৯৯, এলআর প্লট নং ৬৭১ এবং ৬৭২, মোট জমির এরিয়া -৯.৭ ডেসিমেল বা ৪২২৪ বর্গফুট জমির শ্রেণি-বাস্তু, দলিল নং -১-৫৫৫১ তারিখ-২৮.০৬.২০১৭।
সম্পত্তি শ্রী কমল কান্ত পান্ডা এবং শ্রীমতি শ্রুতি রেখা প্রিয়দর্শিনী, অবনী অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ২এ (৩য়তল), নিউ টাউন, ইন্ডিয়া, ওয়ার্ড নং ২ (পুরানো নং ৩), অ্যাডামাস ভবনের পিছনে, খড়গপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন - ৭২১৩০১,
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : শ্রী কাঞ্চনের খালি জমি, **দক্ষিণে :** ১৮ ফুট সড়ক, **পূর্বে :** দেবাশিস দে সরকারের খালি জমি, **পশ্চিমে :** ১৪ ফুট সড়ক সমন্বিত।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ১৪.১২.২০২৩

বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার ওয়েবসাইটে প্রদত্ত লিঙ্ক দেখুন www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন মেসার্স এমএসটিসি লি. প্রদত্ত লিঙ্ক https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp এবং সম্ভাব্য ক্রেতাদের জন্য ইউআরএল: https://ibapi.in দেখুন।

তারিখ : ২৫.১১.২০২৩ — সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে — অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
স্থান : ইন্দা

বিক্রয় নোটিশ

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ কর্পোরেট ডেটরের 'চালু সংস্থা' হিসেবে বিক্রির নিমিত্ত ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড (**"কোড"**) এবং তৎসহ পঠিত ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (**লিকুইডেশন প্রসেস**) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩২ এ সংস্থান (**"লিকুইডেশন রেগুলেশনস**) অধীনে। এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে **প্রেডিকেট কনসালট্যান্টস প্রাইভেট লিমিটেড "যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে" এবং "কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত"** নিম্নে বর্ণিত তারিখ দেউলিয়াগ্রস্ত অধীনে বিক্রি করা হবে। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা নিম্নোক্ত টেবলে বর্ণিত হয়েছে। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ওয়েব পোর্টালে উপলব্ধ প্ল্যাটফর্মে ই-নিলাম মাধ্যমে বিক্রি সম্পাদিত হবে। সাধারণকে নিজে বা প্রতিনিধি মারফত ডাক প্রস্তাব দাখিলের আহ্বান করা হচ্ছে।

(লাখ টাকায়)

বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি	বর্ধিত মূল্য
চালু সংস্থা হিসেবে কর্পোরেট ডেটরের বিক্রি	৪৭৬৫.৯৮ লাখ	১০.০০	০.১০

ইওআই দাখিলের শেষ তারিখ : ১১ ডিসেম্বর ২০২৩। ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ : ১৭ ডিসেম্বর ২০২৩
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ২৪ ডিসেম্বর ২০২৩ দুপুর ৩টে থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত আইএসটি
প্রক্রিয়াবদ্ধ নথিতে উল্লিখিত নিয়ম এবং শর্তাদি এবং নিম্নে বর্ণিত শর্তাধীনে বিক্রয় সম্পাদিত হবে :

১. লিকুইডেটরের জ্ঞান মতে উল্লিখিত তথ্যাদি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কোনও ত্রুটি, ছাড়, বা ঘোষণায় অনবধানতা বশত কোনও তথ্য না দেওয়ার জন্য লিকুইডেটর দায়ী হবেন না।
২. ডাকদাতার নিজ স্বার্থে এবং সন্তুষ্টির কারণে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি পর্যক্ষেণ করতে হবে ডাক দাখিলের পূর্বেই। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের জন্য আগ্রহী ডাকদাতাদের অনুমতি দেওয়া হবে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে এবং নথিতথ্যাদি এবং ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ পর্যন্ত। ই-নিলাম প্রক্রিয়াধীন সম্পদের জন্য কোনও লিয়েন, চার্জ, দখলদারি, বা কোনও সরকারি বকেয়া বা অন্য কোনও ব্যক্তির নিকট লিকুইডেটর দায়ী হবে না। আগ্রহী ডাকদাতাকে তার নিজের স্বার্থে ব্যক্তিগতভাবে সম্পত্তির বিষয়ে দখলদারি এবং বিধিবদ্ধ দায়, বকেয়া, সম্পত্তি কর, বিদ্যুৎ বিল বকেয়া ইত্যাদি জানতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
৩. আগ্রহী ডাকদাতাদের "**প্রেডিকেট কনসালট্যান্টস প্রাইভেট লিমিটেডের**" অনুকূলে ডিমান্ড ড্রাফটের আকারে ইএমডি দাখিল করতে হবে বা উক্ত টেবলে উল্লিখিত মতে শেষ তারিখে **প্রেডিকেট কনসালট্যান্টস প্রাইভেট লিমিটেডের অ্যাকাউন্ট নং ৯১৯০২০০৬৩৮৭৯২২২, আইএফএসসি কোড UTIB0000005**। কিন্তু ড্রাফট কোনও কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের হলে চলবে না।
৪. ডাকাদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে দেখতে **"https://auction.eibcs.co.in/"**, ডাক দাখিলের এবং ই-নিলাম বিক্রয় প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণের পূর্বে ই-নিলাম প্রক্রিয়ার বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাদি বিষয়ে অবগত হতে।

তারিখ : ২৫ নভেম্বর ২০২৩
স্থান : কলকাতা
রীতেশ আগরওয়াল
লিকুইডেটর : মেসার্স প্রেডিটেক কনসালট্যান্টস প্রাইভেট লিমিটেড
আইবিবিআই রেজি নং : আইবিবিআই/আইপিএ-০০১/আইপি-পি-০২২৯৬/২০২১-২০২২/১৩৫৫৭

যোগাযোগের ঠিকানা : কঙ্কারিয়া এস্টেট, ৮ম তল, ৬ লিটল রাসেল স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭১,
রেজিস্টার্ড ঠিকানা : ১২এ, নেতাজি সুভাষ রোড, ম্যাজেনাইন ফ্লোর, কলকাতা- ৭০০০০১

SBI স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এসএমইসি বিধাননগর ব্রাঞ্চ,
কোড নং : ১৫৭৪৫, জোনাল অফিস (৫ম তল), ১/১৬, ভিআইপি রোড বিধাননগর, কলকাতা - ৭০০০৫৪
গাড়ির ই-নিলাম ইবিকরে পোর্টাল মাধ্যমে

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : জয়ন্ত কুমার ভৌমিক, ই-মেল আইডি : sbi.15745@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১০৮১৬

অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৬(২) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৬(২) অধীনে অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ০৫.১২.২০২৩
সময় : ১২০ মিনিট সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ
প্রাক ডাক ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ : "আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসি'র নিকট প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পারেন ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে। প্রাক ডাক দাখিলের বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে ডাকদাতাদের এমএসটিসি কর্তৃক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট পরিমাণ গৃহীত হওয়ার পর এবং ই-নিলাম ওয়েবসাইটে সর্বশেষ তথ্য জ্ঞাত করা হবে। সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া কিছু সময় লাগতে পারে ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য ফলে ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি শেষ সময়ের যথেষ্ট পূর্বে অসুবিধা এড়াতে দাখিল করার অনুরোধ করা হচ্ছে।" পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০৪.১২.২০২৩ সময় : সকাল ১১টা থেকে বেলা ২টো পর্যন্ত

ক্রম নং	গাড়ির বিস্তারিত	তৈরি	বাজেয়াপ্তর তারিখ	সংরক্ষিত মূল্য (টাকা)
1	TATA ZEST WB07J5194	2017	08-11-2023	207000
2	FORD FIGO ASPIRE WB25G5850	2017	24-04-2021	191000
3	SWIFT DZIRE TOUR WB25G5100	2017	03-05-2021	164000
4	SWIFT DZIRE TOUR DIESEL WB25G3791	2016	17-08-2021	203000
5	HYUNDAI XCENT WB07J6228	2018	16-08-2021	197000
6	FORD FIGO ASPIRE WB25H3267	2017	12-05-2021	81000
7	HYUNDAI XCENT WB23E2778	2017	05-05-2021	209000
8	HYUNDAI EON WB25H7248	2018	22-04-2021	131000
9	HYUNDAI XCENT WB19J3006	2017	04-04-2021	184000
10	FORD FIGO ASPIRE WB04H0029	2017	21-04-2021	170000
11	FORD FIGO ASPIRE WB25H2821	2017	20-04-2021	191000
12	HYUNDAI XCENT WB07J4040	2017	12-12-2022	85000
13	TATA INDIGO ECS WB892025	2016	02-08-2022	77000
14	MARUTI SWIFT DZIRE TOUR DIESEL WB25G5021	2017	27-06-2022	150000
15	FORD FIGO ASPIRE WB04H0209	2016	26-07-2021	73000
16	FORD FIGO ASPIRE WB25G5491	2017	19-12-2020	44000

বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার ওয়েবসাইটে প্রদত্ত লিঙ্ক দেখুন sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন মেসার্স এমএসটিসি লি. প্রদত্ত লিঙ্ক https://mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp।

তারিখ : ২৫.১১.২০২৩ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক Paschim Banga Gramin Bank
হেড অফিস : নটবর পাল রোড, চ্যাটার্জিপাড়া মোড়, টিকিয়াপাড়া, হাওড়া - ৭১১১০১
বর্ধমান শাখা বাদামতলা, কালনা রোড, পূর্ব বর্ধমান - ৭১৩১০১
পরিশিষ্ট IV[রুল-৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

এতদ্বারা **পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, বর্ধমান শাখা** এর অনুমোদিত অফিসার ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতার প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে ২০০২ সালের উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, বর্ধমান শাখা**,-এর নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ। উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা ৮ অধীনে নির্দিষ্ট সময়ে বকেয়া আদায় দিয়ে ঋণগ্রহীতাগণকে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা এবং লোন এ/সি নং	সম্পত্তির বিস্তারিত	১) দাবি নোটিশের তারিখ ২) দখল নোটিশের তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ
শ্রী চন্দন দাস এবং শ্রীমতি গোপা দাস পিতা বিশ্বনাথ দাস এবং স্বামী চন্দন দাস,শ্যামলাল মহতাব রোড (পূর্ব), পো- রাজবাটী, বর্ধমান, জেলা-পূর্ব বর্ধমান,পিন- ৭১৩ ১০৪, পশ্চিমবঙ্গ এবং **জামিনদাতা : ১) শ্রীমতি পূর্ণিমা দে,** স্বামী পঞ্চানন দে,ধোকরা শহিদ রোড,পো এবং থানা- বর্ধমান, জেলা-পূর্ব বর্ধমান, পিন- ৭১৩১০২, ঋণ এ/সি নং ১০৬৪০৫১০০১৪১৯১ **২) নূরজাহান বেগম,** স্বামী মহ নাসিম, ২ নং সারদা লেন, পাওয়ার হাউস পাড়া, পো- বর্ধমান, জেলা-পূর্ব বর্ধমান, পিন- ৭১৩১০১। **ঋণ এ/সি নং : ১০৬৪০৬১০০১৯২৩৯**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত নির্মিত ভবন অবস্থিত মৌজা- বর্ধমান, জেএল নং ৩০,এলআর খতিয়ান নং ১৮৩২৮ এবং ১৮৩২৯, দাগ /প্লট নং ৫৫৬৪, পরিমাণ এরিয়া ০.০৩ একর, জমির শ্রেণি : বাস্তু, থানা- বর্ধমান সদর, জেলা-পূর্ব বর্ধমান, শ্রী চন্দন দাস এবং শ্রীমতি গোপা দাস এর নামে, বন্ধকদত্ত দলিল নং ১-৩৭৮৩-২০১৪ সালের, এডিএসআর-বর্ধমান, তারিখ : ১৮/০৬/২০১৪। **চৌহদ্দি : পূর্বে :** জগবন্ধু মন্ডলের জমি, পশ্চিমে :রানি দেবীর জমি, উত্তরে : হরিপদ সেনের জমি, **দক্ষিণে :** ১৪ ফুট চওড়া সড়ক সমন্বিত।	১) ০৩.০৮.২০২৩ ২) ২১.১১.২০২৩ ৩) ১০,৩৩,৬১৫.০০ টাকা (দশ লাখ তেত্রিশ হাজার ছশো পনের টাকা) টাকা ৩০.০৬.২০২৩ অনুযায়ী (৩১.১০.২০২২ এবং ৩১.০১.২০২৩ পর্যন্ত সুদ সহ তাৎক্ষণিক ব্যয়, চার্জ মূল্য ইত্যাদি সহ)
শ্রী নূর আলম শেখ, পিতা সফি আলম শেখ, ঠিকানা : কৃষ্ণপুর, পো-রাজবাটী, থানা-বর্ধমান, জেলা -পূর্ব বর্ধমান,পিন- ৭১৩১০৪, **এবং শ্রীমতি মীনাক্ষী আচার্য,** পিতা সুনীল কুমার আচার্য, ঠিকানা : আচার্যপাড়া, দুবরাজপুর, পো এবং থানা- দুবরাজপুর,জেলা- বীরভূম,পিন- ৭৩১১২৩, পশ্চিমবঙ্গ এবং **জামিনদাতা : ১) শ্রী বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী, পিতা প্রয়াত বিমল চক্রবর্তী,** ঠিকানা : গ্রাম এবং পো- হাতনি, জেলা-হুগলি,পিন - ৭১২১৩৪, **২) সুনীল কুমার আচার্য,** পিতা প্রয়াত অবনী আচার্য, ঠিকানা : আচার্যপাড়া, দুবরাজপুর,জেলা-বীরভূম, পিন- ৭৩১১২৩	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ **ফ্ল্যাট নং ৭ডি, ৮ম তলে,** পরিমাণ এরিয়া ৯১৮ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ) ৭২৫ বর্গফুট (ঢাকা) ৬২৭ বর্গফুট (কার্পেট) কমবেশি বি-জি-১১ তলা ভবনে, ব্লক/টাওয়ার নং ৪, **রিজেন্ট ক্রাউন ফেজ-২** অধীনে। এবং একটি কার পার্কিং স্পেস (১১০ বর্গফুট) নবনির্মিত বসবাসের তথা বাণিজ্যিক প্রকল্পে "**রিজেন্ট ক্রাউন**" নামে এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সমুদয় সুবিধাদি এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত উক্ত বসবাসের কমপ্লেক্স অবস্থিত মৌজা- গোড়া, জেএল নং ৪১, থানা-বর্ধমান সদর অধীন,জেলা-পূর্ব বর্ধমান। বন্ধকদত্ত দলিল নং ১-৪২২৪-২০২২ সালের, তারিখ : ২৮.০৪.২০২২, এডিএসআর অফিস : বর্ধমান।	১) ১৮.০৮.২০২৩ ২) ২১.১১.২০২৩ ৩) **৮,৭২,৭৫৫.০০ টাকা** (আট লাখ বাহাত্তর হাজার সাতশো পঞ্চান্ন টাকা) টাকা ২৭.০৬.২০২৩ অনুযায়ী **(৩১.০১.২০২৩ পর্যন্ত সুদ সহ এবং খ) ১,৭৮,৯৮৯.০০ টাকা** (এক লাখ আটাত্তর হাজার নশো উননব্বই টাকা) ২৭.০৬.২০২৩ অনুযায়ী (৩১.০১.২০২৩ পর্যন্ত সুদ সহ) এবং পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য এবং চার্জ সহ।

তারিখ : ২৫.১১.২০২৩ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : বর্ধমান — পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক

দখল বিজ্ঞপ্তি
সারফেসি আইনের পরিশিষ্ট ৪
(রুল ৮(১)) (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, ভিস্ট্রা আইটিসিএল (ইন্ডিয়া) লিমিটেড ঋণগ্রহীতা, সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড কর্তৃক ইস্যুকৃত ডিবেঞ্চারের ক্ষেত্রে ডিবেঞ্চার ট্রাস্টি হিসেবে কাজ করছে। এই নোটিশটি এইচডিএফসি মিউচুয়াল ফান্ডের স্কিমগুলির বিনিয়োগ ব্যবস্থাপক হিসাবে কাজ করা এইচডিএফসি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড থেকে প্রাপ্ত নির্দেশের ভিত্তিতে জারি করা হচ্ছে, যারা ডিবেঞ্চার হোল্ডার।

নিম্নস্বাক্ষরকারী হচ্ছেন (ভিস্ট্রা আইটিসিএল (ইন্ডিয়া) লিমিটেড)-এর সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট, ২০০২ ('উক্ত আইন') এর অধীনে এবং বিধি সহ পড়া ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩, অধীনে ১০ মার্চ, ২০২১ তারিখে অনুমোদিত অফিসার একটি দাবি নোটিশ জারি করেছে যাতে ঋণগ্রহীতা সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেডকে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ টাকা ৭৫,০০,০০,০০০ (পঁচাত্তর কোটি টাকা) উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হচ্ছে।

ঋণগ্রহীতা অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছে, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণ জনগণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপ-ধারা ৪ এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির প্রতীকী দখল নিয়েছে ১৭ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে।

জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধারের জন্য উপলব্ধ সময়ের ক্ষেত্রে উল্লিখিত আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা ৮-এর বিধানের প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেন না করার জন্য এবং সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেনের জন্য ভিস্ট্রা আইটিসিএল (ইন্ডিয়া) লিমিটেড-এর চার্জ সাপেক্ষে ৭৫,০০,০০,০০০ (পঁচাত্তর কোটি টাকা) প্রযোজ্য হিসাবে আরও সুদ সহ।

এটাও সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে যে ভিস্ট্রা আইটিসিএল (ইন্ডিয়া) লিমিটেড-এর অন্যান্য অধিকার, দাবি এবং ঋণগ্রহীতার বিরুদ্ধে বিরোধের প্রতি কোনো পূর্বাভাস না রেখে এই নোটিশ জারি করা হচ্ছে, যার মধ্যে ঋণগ্রহীতা কর্তৃক প্রদত্ত অন্য কোনো নিরাপত্তার প্রয়োগের ক্ষেত্রেও সীমাবদ্ধ নয়।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

৬ কাঠা ৯ ছটাক ৩৫ বর্গ ফুট, ৪৭৬০ বর্গফুটের সমতুল্য (একটু কম-বেশি একই রকম হোক) একসাথে একটি পাঁচ তলা ইটের তৈরি বিল্ডিংটি অবস্থিত এবং তার উপর দাঁড়িয়ে আছে মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস নং ২৭ শেক্সপিয়ার সরণির বিভক্ত এবং সীমাবদ্ধ অংশ (পূর্বে থিয়েটার রোড), কলকাতা, ৭০০ ০১৭, সাধারণভাবে পরিচিত সিমপ্লেক্স হাউস হিসাবে পূর্বে নাম ডাং হাউস নামে পরিচিত ছিল পুলিশ স্টেশন শেক্সপিয়ার সরণির মধ্যে (পূর্বে ৬৩ নং ওয়ার্ডের অধীনে) এবং কলকাতা পৌর কর্পোরেশনের পৌর সীমার মধ্যে এবং কলকাতা পৌর কর্পোরেশনের পৌরসীমার মধ্যে চৌহদ্দি অনুসরণীয় :-

উত্তরে : সাধারণের চলার পথ
পূর্বে : প্রেমিসেস নং ২৯, শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা
দক্ষিণে : শেক্সপীয়র সরণি
পশ্চিমে : সাধারণের চলার পথ

স্বা/-
মিরাজ সেখ
অনুমোদিত অফিসার
ভিস্ট্রা আইটিসিএল (ইন্ডিয়া) লিমিটেড
তারিখ : ২৫ নভেম্বর, ২০২৩
স্থান : কলকাতা

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক pnb punjab national bank
সার্কেল সস্ত্র : হুগলি
২৩এ, রাই এম সি লাহিড়ি বাহাদুর স্ট্রিট, পো. শ্রীরামপুর, হুগলি (প.ব.) পিন - ৭১২ ২০১
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ট IV [রুল-৮(১)]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক,** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণকে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে সংশ্লিষ্ট তারিখ অনুযায়ী নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ/গুলি ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তি(সমূহ) স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতা/বন্ধকদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।
ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন না করেন। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের** সমুদয় বকেয়া পরিমাণ সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ক্রম নং	ক) শাখার নাম খ) ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার নাম	বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১.	**ক) মসাট ব্রাঞ্চ খ) ঋণগ্রহীতা : শ্রী অর্জুন পোল্লে** পিতা কাশীনাথ পোল্লে মন্দারান, দিলাকাশ থানা - জাঙ্গিপাড়া জেলা - হুগলি, পিন - ৭১২৪০৪	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ০.০৬৫ একর (১/৪ অংশ ভাগ ০.২৬ একর থেকে পশ্চিম দিকে) এবং তদস্থিত নির্মাণ অবস্থিত মৌজা-ভান্ডারহাটি, জেএল নং ৩৭, হাল তৌজি নং ১৬, এলআর এবং আরএস প্লট নং ৬৮২/৯৩০, এলআর খতিয়ান নং ৬৮৩, ভান্ডারহাটি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা- জাঙ্গিপাড়া, জেলা-হুগলি, সম্পত্তি রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর জাঙ্গিপাড়া, উল্লেখ্য দলিল নং ০০৩১৫-২০১৩ সালের, নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভলুম নং ১, পৃষ্ঠা ৪৫২৯ থেকে ৪৫৩৭, **সম্পত্তি শ্রী অর্জুন পোল্লের নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : অন্যান্যর জমি, দক্ষিণে : পিডব্লুডি রোড, পূর্বে : ভন্ডুল পাত্র, পশ্চিমে: গান্ধি দাস এর জমি সমন্বিত।	**ক) ২১.০৮.২০২৩ খ) ২৩.১১.২০২৩ গ) ১০,০১,০৬৫.৫৯ টাকা** (দশ লাখ এক হাজার পঁয়ষট্টি টাকা এবং উনষাট পয়সা) টাকা ০১.০৮.২০২৩ থেকে পরবর্তী সুদ সহ
২	**ক) চৌতারা ব্রাঞ্চ খ) ঋণগ্রহীতা : শ্রী জয়ন্ত চ্যাটার্জি** পিতা অমিয় কুমার চ্যাটার্জি গ্রাম - ভাঞ্জিপুর, পো. এবং থানা - তারকেশ্বর, জেলা - হুগলি, পিন - ৭১২৪১০	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ০৩ শতক অবস্থিত জেএল নং ২৪, মৌজা-ধল্যান, এলআর দাগ নং ৭২২, এলআর খতিয়ান নং ৯৪৩, গ্রাম-বাঞ্জিপুর অধীন, থানা- তারকেশ্বর, জেলা- হুগলি। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর তারকেশ্বর, উল্লেখ্য দলিল নং ১-১২৬৪-২০১৪ সালের, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ৪, পৃষ্ঠা ৩৫৭১ থেকে ৩৫৮২, । **সম্পত্তি শ্রী জয়ন্ত চ্যাটার্জি,** পিতা প্রয়াত অমিয় কুমার চ্যাটার্জির নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : ৩ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, দক্ষিণে : গীতা পাসওয়ানের জমি,পূর্বে : অন্যান্যর জমি, পশ্চিমে : ২ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ সমন্বিত।	**ক) ০৭.০৮.২০২৩ খ) ২৩.১১.২০২৩ গ) ৪,৯৬,৮২৭.৮৩ টাকা** (চার লাখ ছিয়ানব্বই হাজার আটশো সাতাশ টাকা এবং তিরাশি পয়সা) টাকা ০১.০৮.২০২৩ থেকে পরবর্তী সুদ সহ
৩	**ক) কামারপুকুর ব্রাঞ্চ খ) ঋণগ্রহীতা : শ্রী সুভাষ দে (মেসার্স মা তারা কৃষি ভান্ডারের স্বত্বাধিকারী) এবং শ্রী সঞ্জয় দে** গ্রাম - উত্তর সাঁইথিয়া, পো. লালুকা, থানা - গোঘাট, হুগলি, পিন - ৭১২৬১৪	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ "বাস্তু" জমি পরিমাণ ১৩ শতক এবং তদস্থিত একতলা ভবন অবস্থিত মৌজা-উত্তর সাঁইথা, জেএল নং ১৭৮, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৯০৪, এলআর খতিয়ান নং ৯২৫ এবং ৯৫৬, মন্দারণ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন,থানা-গোঘাট, জেলা-হুগলি,রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর গোঘাট, উল্লেখও দলিল নং ১-১৫২৩-২০১২ সালের,বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ৪, পৃষ্ঠা ৪৫৬৩ থেকে ৪৫৭৩। **সম্পত্তি শ্রী সুভাষ দে এবং সঞ্জয় দে'র** নামে উভয়ের পিতা শ্রী চন্দ্র শেখর দে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : শ্রী হারাধন দে'র সম্পত্তি,দক্ষিণে : পঞ্চায়েত সড়ক, পূর্বে : শ্রী কাঞ্চন পালের সম্পত্তি, পশ্চিমে : সড়ক সমন্বিত।	**ক) ০৪.০৫.২০২৩ খ) ২৩.১১.২০২৩ গ) ৯,২৪,১৬১.৫০ টাকা** (নয় লাখ চব্বিশ হাজার একশো একষট্টি টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা) টাকা ০১.০৫.২০২৩ থেকে পরবর্তী সুদ সহ
৪	**ক) উত্তরপাড়া ব্রাঞ্চ খ) ঋণগ্রহীতা : শ্রীমতি শিখা সাঁতরা** স্বামী শ্রী চন্দ্রনাথ সাঁতরা ২৬/১, শিবনাথ মুখার্জি লেন, উত্তরপাড়া, জেলা - হুগলি, পিন - ৭১২২৫৮	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাণ আনুমানিক ২ কাঠা ৪ ছটাক ৪০ বর্গফুট বা কমবেশি এবং তদস্থিত"প্রিয়াঙ্কা টাওয়ার" নামে বহুতল ভবন, অবস্থিত মৌজা -ভদ্রকালী, জেএল নং ৯, আরএস দাগ নং ৩২৮৫,খতিয়ান নং ১৭০৭, পুর হোল্ডিং নং ২৬/১, শিবনাথ মুখার্জি লেন, ওয়ার্ড নং ১৩, উত্তরপাড়া কোতরং পুরসভা, ফ্ল্যাট নং ৪০২, রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর উত্তরপাড়া, উল্লেখ্য দলিল নং ০৩১৫৯-২০১৬ সালের, বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৬২১-২০১৬, পৃষ্ঠা ৭৮১০৫ থেকে ৭৮১২৭। **সম্পত্তি শ্রীমতি শিখা সাঁতরার নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে :অন্যান্যর সম্পত্তি, দক্ষিণে : পুর সড়ক, পূর্বে : পুর সড়ক, পশ্চিমে : অন্যান্যর সম্পত্তি সমন্বিত।	**ক) ০৪.০৯.২০২৩ খ) ২১.১১.২০২৩ গ) ৪,০৭,২৭০.০০ টাকা** (চার লাখ সাত হাজার দুশো সত্তর টাকা) টাকা ৩১.০৮.২০২৩ থেকে পরবর্তী সুদ সহ
৫	**ক) আরামবাগ ব্রাঞ্চ ঋণগ্রহীতা : শেখ মহম্মদ শফিক সহ-ঋণগ্রহীতা : এশারত হোসেন** গ্রাম এবং পোস্ট : সালেপুর, থানা - আরামবাগ, জেলা - হুগলি, পিন - ৭১২৬১৬	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাণ ১৩ শতক এবং তদস্থিত নির্মাণ অবস্থিত মৌজা-সালেপুর, জেএল নং ৯৬, আরএস খতিয়ান নং ৪৬, এলআর খতিয়ান নং ১৪৩৫, আরএস প্লট নং ২৭০০, এবং এলআর প্লট নং ৩২২১, সালেপুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা-আরামবাগ, জেলা-হুগলি, **সম্পত্তি শেখ মহম্মদ শফিক,** পিতা প্রয়াত রহিম বস, রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর, আরামবাগ, উল্লেখ্য দলিল নং ১০৬৪৩-১৯৭০ সালের, নথিভুক্ত বুক নং ৬, ভল্যুম নং ৯৯, পৃষ্ঠা ১২৯ থেকে ১৪৬, **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : শেখ মহ ইসমাইলের সম্পত্তি, দক্ষিণে : ঋণগ্রহীতার সম্পত্তি, পূর্বে : ঋণগ্রহীতার সম্পত্তি, পশ্চিমে : পিডব্লুডি রোড সমন্বিত।	**ক) ০১.০৯.২০২৩ খ) ২৩.১১.২০২৩ গ) ৩১,৩১,৭০৮.২০ টাকা** (একত্রিশ লাখ একত্রিশ হাজার সাতশো আট টাকা এবং কুড়ি পয়সা) টাকা ০১.০৯.২০২৩ থেকে পরবর্তী সুদ সহ

তারিখ : ২৫.১১.২০২৩/স্থান : শ্রীরামপুর — অনুমোদিত অফিসার/পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

SBI স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি বিধাননগর, কোড নং : ১৫৩৪২
জোনাল অফিস বিল্ডিং (৫ম তল), ১/১৬, ভিআইপি রোড, কলকাতা - ৭০০০৫৪
ভেহিকেল নিলাম নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : রাজেশ চ্যাটার্জি, ই-মেল আইডি : sbi.15342@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৪৩৬২১০

অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় নোটিশ

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ০৬.১২.২০২৩
সময় : ৩০০ মিনিট সকাল ১১টা থেকে বেলা ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ
প্রাক ডাক ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ : "আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসি'র নিকট প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পারেন ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে। প্রাক ডাক দাখিলের বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে ডাকদাতাদের এমএসটিসি কর্তৃক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট পরিমাণ গৃহীত হওয়ার পর এবং ই-নিলাম ওয়েবসাইটে সর্বশেষ তথ্য জ্ঞাত করা হবে। সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া কিছু সময় লাগতে পারে ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য ফলে ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি শেষ সময়ের যথেষ্ট পূর্বে অসুবিধা এড়াতে দাখিল করার অনুরোধ করা হচ্ছে।"

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা (গণ) কে নোটিশ দেওয়া হল যে নীচে বর্ণিত অস্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার (সিকিউরড ক্রেডিটর) যেটির স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে ০৬.১২.২০২৩ তারিখে **'যেখানে যেমন আছে', 'যেমন অবস্থায় আছে', এবং 'যা আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।

ঋণগ্রহীতা এবং গাড়ির বিস্তারিত

ক্রম নং ১
শ্রীমতি পূর্ণিমা পাল, এ/সি নং ৪১৬২১৬১৫১০৮, বকেয়া পরিমাণ : **৯,৩৮,০৩৯.০০ টাকা** ০৮.১১.২০২৩ অনুযায়ী এবং সুদ। সংরক্ষিত মূল্য : **৬,১৩,৬২০.০০ টাকা,** বায়না জমা দাখিল (ইএমডি) : **৬১,৩৬২.০০ টাকা,** বর্ধিতকরণ মূল্য : **১০,০০০.০০ টাকা**।
গাড়ির বিস্তারিত : হুন্ডাই অরা ১.২এমটি সিএনজি, রেজি নং **ডব্লুবি২৬বিভি১০০১,** রেজি তারিখ : **২৭.০১.২০২৩,** চেসিস নং **এমএএলবি৩৪১সিএলপিএম১৭১৪০৮,** ইঞ্জিন নং **জি৪এলএপিএম৪১০৮৬৬,** নির্মাণ বর্ষ : ২০২৩।

ক্রম নং ২
শ্রী অনিন্দ্য কুমার দত্ত, এ/সি নং ৩৭১৫৫৭৮৩৬৬০। বকেয়া পরিমাণ : **৪,৮৬,৯৫০.০০ টাকা** ০৮.১১.২০২৩ অনুযায়ী এবং সুদ। সংরক্ষিত মূল্য : **২,৩১,০০০.০০ টাকা,** বায়না জমা দাখিল (ইএমডি) : **২৩,১০০.০০ টাকা** এবং বর্ধিতকরণ মূল্য : **১০,০০০.০০ টাকা,**
গাড়ির বিস্তারিত : **মারুতি সুইফট ভিএক্সআই,** রেজি নং **ডব্লুবি০২এএল৮৪২৯,** রেজি তারিখ : **২১.০৯.২০১৭,** চেসিস নং : **এমএ৩ইএইচকেডি১এস০০ডি৩৬৬৫৯,** ইঞ্জিন নং : **কে১২এমএন২০৩৪২৪৩,** নির্মাণ বর্ষ : ২০১৭।

ক্রম নং ৩
শ্রীমতি অনন্ত চক্রবর্তী, এ/সি নং ৩৯৭৯৬৩১১০৬৮। বকেয়া পরিমাণ : **২,৬২,৪১৮.০০ টাকা,** ০৮.১১.২০২৩ অনুযায়ী এবং সুদ। সংরক্ষিত মূল্য : **১,৫৯,৮৪০.০০ টাকা,** বায়না জমা দাখিল (ইএমডি) : **১৫,৯৮৪.০০ টাকা,** বর্ধিতকরণ মূল্য : **১০,০০০.০০ টাকা,**
গাড়ির বিস্তারিত **মারুতি অল্ট ভিএক্সআই,** রেজি নং **ডব্লুবি২৮সি৭৭২৭,** রেজি তারিখ : **১৩.১১.২০২০,** চেসিস নং : **এমএ৩ইইউএ৬১এস০০জি৭১১৯৬,** ইঞ্জিন নং : **এফ৮ডিএন৬৪১৯০৪৭,** নির্মাণ বর্ষ : ২০২০

ক্রম নং ৪
শ্রীমতি সোমা পাত্র, এ/সি নং ৩৪৬৫৯২৬৬৮৯০। বকেয়া পরিমাণ : **২,৪৯,২৮১.০০ টাকা,** ০৮.১১.২০২৩ অনুযায়ী এবং সুদ। সংরক্ষিত মূল্য : **৪৮,৯৬০.০০ টাকা** এবং (প্রযোজ্য জিএসটি ১২ শতাংশ), বায়না জমা দাখিল (ইএমডি) : **৪,৮৯৬.০০ টাকা,** বর্ধিতকরণ মূল্য : **১০,০০০.০০ টাকা,**
গাড়ির বিস্তারিত : **নিশান ডাটসান গো, রেজি নং ডব্লুবি২৬টি৩৫৯১,** রেজি তারিখ : **১৮.০২.২০১৫,** চেসিস নং : **এমডিএইচজেডবিএডি০ইবি০১৪৯১৮,** ইঞ্জিন নং : **এইচআর১২৮০৪১৮৪বি,** নির্মাণ বর্ষ : ২০১৫

বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার ওয়েবসাইটে প্রদত্ত লিঙ্ক দেখুন www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন মেসার্স এমএসটিসি লি. প্রদত্ত লিঙ্ক https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp।

তারিখ : ২৫.১১.২০২৩ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : বিধাননগর — এসবিআই, আরএসিপিসি বিধাননগর

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ : **মেসার্স জে ডি কনস্ট্রাকশন** অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণের নাম এবং ঠিকানা	সম্পত্তির বিস্তারিত/দায়বদ্ধ জামিনদত্ত সম্পদের ঠিকানা	নোটিশের তারিখ	এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ (নোটিশের তারিখ অনুযায়ী)
১.	**ঋণগ্রহীতা :** **মেসার্স জে ডি কনস্ট্রাকশন** ২৫এ কে পি রায় লেন, ৪/৭ শহিদ নগর, কলকাতা - ৭০০০৩১ **অংশীদার এবং ব্যক্তিগত জামিনদাতা** **১) বিষ্ণুপদ দাস** পিতা যোগেশ চন্দ্র দাস, ৫/১০, পূর্বাচল লিঙ্ক রোড, কলকাতা - ৭০০০৭৮ **২) জহর দাস** পিতা বিষ্ণুপদ দাস, ১৭/২৫ কে পি রায় লেন, ঢাকুরিয়া, কলকাতা - ৭০০০৩১ **ব্যক্তিগত জামিনদাতা** **১) রাত্রি দাস** পিতা দিলীপ দাস, ফ্ল্যাট নং ২বি, ৩য় তল, ''আদৃজা'', ১৭/২৫ কে পি রায় লেন, ঢাকুরিয়া, কলকাতা - ৭০০০৩১	সংশ্লিষ্ট স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট বি-২, ২ বেড রুম, এক লিভিং/ডাইনিং রুম, এক কিচেন, এক টয়লেট, এক ডব্লু সি এবং ব্যালকনি সর্বোচ্চ তলে (তৃতীয় তলে) উত্তর পশ্চিম মুখী তিনতলা ভবনে উন্নয়নকারীর বন্টনকৃত এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং অন্যান্য সুবিধাদি সহ জমির পরিমাণ ৩ কাঠা ৮ ছটাক কমবেশি অবস্থিত প্রেমিসেস নং ১৭/২৫, কে পি রায় লেন, থানা- কসবা বর্তমানে গরফা, কলকাতা- ৭০০০৩১, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৯২ অধীন এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সুবিধাদি এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত এবং ফার্নিচার এবং ফিটিংস, বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা ইত্যাদির ব্যবহার সমন্বিত। ফ্ল্যাটের **সুপার বিল্ট আপ এরিয়া** : ৮৪০ বর্গফুট। যে জমিতে ফ্ল্যাট নির্মিত হয়েছে তার বিবরণ : ৩ কাঠা ৮ ছটাক জমি মৌজা- ঢাকুরিয়া, জেএল-১৮,আরএস নং ৫, জেলা কালেক্টরেট তৌজি ২৩০/২৩৩, পরগনা- খাসপুর, খতিয়ান নং ৪৬৯, দাগ নং ১৫১৯, থানা-কসবা, বর্তমানে গরফা, পুরসভা প্রেমিসেস নং ১৭/২৫, কে পি রায় লেন, কলকাতা-৭০০০৩১, কেএমসি ওয়ার্ড নং ৯২। **যে জমিতে ফ্ল্যাট নির্মিত হয়েছে তার চৌহদ্দি :** উত্তরে : ১৬ ফুট চওড়া পুর সড়ক, দক্ষিণে : প্রেমিসেস নং ১৭/১৯ এবং ১৭/১৮, কে পি রায় লেন, পূর্বে : ১৬ ফুট চওড়া পুর সড়ক, পশ্চিমে : প্রেমিসেস নং ১৭/২৬এ, কে পি রায় লেন সমন্বিত। (হস্তান্তর দলিল নং ১-০৯৪০৯-২০১৩ সালের অনুযায়ী শ্রী জহর দাস এবং শ্রীমতি রত্রি দাস,রেজিস্ট্রিকৃত ডিএসআর -৩, আলিপুর,দক্ষিণ ২৪ পরগনা,তাং ৩০/১০/২০১৩ এর অনুকূলে এবং বিভাজিকা শংসাপত্র কলকাতা পৌর সংস্থা তাং ২৫/০২/২০২১, অনুযায়ী শ্রী জহর দাস এবং শ্রীমতি রত্রি দাস এর অনুকূলে।)	০৫.১০.২০২৩	১৫.০৯.২০২৩	**৬৪,২৮,৭২৬.০০ টাকা (চৌষট্টি লাখ আঠাশ হাজার সাতশো ছাব্বিশ টাকা) টাকা ০৫.১০.২০২৩ অনুযায়ী।** আপনারা উক্ত পরিমাণের সঙ্গে ব্যয় শুল্ক চার্জ ইত্যাদি সহ পরবর্তী সুদ, ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি চুক্তি মোতাবেক হারে আদায় দিতে দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাকে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

তারিখ : ২৫.১১.২০২৩
স্থান - কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
এসএআরবি সাউথ বেঙ্গল

SBI

এসবিআই উলুবেড়িয়া ব্রাঞ্চ (০০১৯৯)
পোস্ট - উলুবেড়িয়া, থানা - উলুবেড়িয়া, জেলা - হাওড়া-৭১১৩১৫
ফোন নং (০৩৩),২৬৬১০৩৩৯/১৮১৮ ই-মেল - sbi.00199@sbi.co.in

পরিশিষ্ট IV[রুল-৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

A/c No- 37133976147 (HBL)

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, উলুবেড়িয়া ব্রাঞ্চ, হাওড়া অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ (২০০২ এর ৫৪) সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **৩০.০৮.২০২৩** তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রী অঞ্জনা চ্যাটার্জি,** প্রযত্নে সোমনাথ চ্যাটার্জি, অরু পাড়া (পুইল্যা) পো. আনসানি, থানা - জগাছা, জেলা - হাওড়া, পিন - ৭১১৩০২ কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৯,৯৩,৮১০.৭১ টাকা (নয় লাখ তিরানব্বই হাজার আটশো দশ টাকা এবং একাত্তর পয়সা) টাকা ২৮.০৮.২০২৩ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সদ আদায়দানের জন্য নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা এবং/বা জামিনদাতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং উক্ত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২০ নভেম্বর ২০২৩** তারিখে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, উলুবেড়িয়া ব্রাঞ্চ, হাওড়ার** নিকট বকেয়া **৯,৯৩,৮১০.৭১ টাকা (নয় লাখ তিরানব্বই হাজার আটশো দশ টাকা এবং একাত্তর পয়সা) টাকা ২৮.০৮.২০২৩** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতা এবং/বা জামিনদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সমপরিমাণ বন্ধক : জমি এবং ভবন
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাণ ১ কাঠা ১২ ছটাক বা ৩ শতক আনুমানিক, তদস্থিত ভবন অবস্থিত মৌজা-পুইল্যা, জেএল নং ১১, সাবেক দাগ নং ১০৭, হাল দাগ নং ১০৬, খতিয়ান নং ৩৬৫, ৪০৪ এবং ৪১৩, থানা- জগাছা, জেলা- হাওড়া, দলিল নং ১-১৪০৫-২০০৪ সালের।
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : ৮ ফুট এবং ১০ ফুট সাধারণ চলার পথ, **দক্ষিণে** : 'ই' প্লট জমি, **পূর্বে : '**ডি' প্লট জমি, **পশ্চিমে :** ৮ ফুট সাধারণ চলার পথ সমন্বিত।

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ২০.১১.২০২৩, স্থান - উলুবেড়িয়া অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

শিক্ষকদের বদলির খবরে অভিভাবক, পড়ুয়াদের ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দক্ষিণ ২৪ পরগনা: সম্প্রতি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহ-শিক্ষকদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ২৯৯৪ জনের প্রধান শিক্ষক পদের প্যানেল প্রকাশিত হয়েছে। এই প্যানেল প্রকাশের পর জেলার বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকের ঘাটতি দেখা দিয়েছে।

শিক্ষকদের বদলির খবর সামনে আসতেই শুক্রবার সকাল থেকে মথুরাপুর-২ নম্বর ব্লকের কৌতলা প্রাইমারি স্কুলের অভিভাবক ও পড়ুয়ারা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। বন্ধ হয়ে যায় পঠনপাঠন। এই স্কুলের ৮ জন শিক্ষক ছিলেন। তার মধ্যে ৬ জন প্রধান শিক্ষক হিসেবে অন্যত্র বদলির নোটিশ পেয়েছেন। পড়ুয়ার সংখ্যা ৩০০-র বেশি। শিক্ষকের অভাবে আগামীতে বার্ষিক পরীক্ষা ও পঠনপাঠনে সমস্যা তৈরি হবে বলে মত অভিভাবকদের।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান অজিত নায়েক জানিয়েছেন, অভিজ্ঞতা ও আবেদনের ভিত্তিতে প্রধান শিক্ষকের প্যানেল তৈরি হয়েছে। পাশের স্কুল থেকে শিক্ষকদের এই স্কুলে পাঠানো হবে। সমস্যা দ্রুত মিটে যাবে।

বাবাকে খুনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: ছেলের হাতে বাবা খুন বর্ধমানের মাধবডিহি থানার অন্তর্গত দেনো গ্রামে। অভিযোগ, বাড়ির খাটালে কাজ করার সময় বাবার সঙ্গে বচসা চলাকালীন খড় কাটার কাটারি দিয়ে ঘাড়ে কোপ বসিয়ে দেন ছেলে। রক্তাক্ত অবস্থায় ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়ে মৃত্যু হয় বাবার। এই ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার পূর্ব বর্ধমানের মাধবডিহি থানার দেনো গ্রামে। মৃত ব্যক্তির নাম বাসুদেব পাত্র, বয়স ৬৫ বছর। ছেলের নাম বিশ্বজিৎ পাত্র, বয়স ৩৫ বছর। স্থানীয়দের দাবি, ঘটনার পর ঘাতক ছেলেই পাড়ার লোককে খবর দেন। বেগতিক বুঝে পালিয়ে যান তিনি। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিক্যালের পুলিশ মর্গে পাঠিয়েছে। গ্রেপ্তার করেছে বিশ্বজিৎ পাত্রকে। পুলিশ জানিয়েছে, খুনের অভিযোগে ধৃতকে শুক্রবার বর্ধমান আদালতে পেশ করা হয়।

যূনিয়ন বৈংক ऑफ इंडिया Union Bank of India
भारत सरकार का उपक्रम
A Government of India Undertaking

রিজিওনাল অফিস : গ্রেটার কলকাতা
৩, মিডলটন রো,
পার্ক স্ট্রিট এরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭১
ই-মেল: crld.rogreaterkolkata@unionbankofindia.bank
ফোন নং : ০৩৩ ৪০০৬ ০২৮৯

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য মেগা ই-নিলাম (সারফেইসি অ্যাক্ট অধীন)

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তিসমূহর জন্য রুল ৬(২) এবং স্থাবর সম্পত্তিসমূহর জন্য রুল ৮(৬) বিধানের সহিত পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীন অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে বন্ধকীকৃত/দায়বদ্ধ/অঙ্গীকারকৃত/চার্জকৃত অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তিসমূহ **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**/সুরক্ষিত ঋণদাতার নিকট যা সুরক্ষিত ঋণদাতা হিসেবে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া সংশ্লিষ্ট শাখার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক গঠনমূলক/বাস্তবিক দখলীকৃত **২৯.১২.২০২৩** তারিখে বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যে অবস্থায় আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যেভাবে আছে ভিত্তিতে' ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার বকেয়া পরিমাণ সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের কাছ থেকে আদায়ের জন্য।

সংরক্ষিত মূল্যের বিস্তারিত এবং ইএমডি প্রতিটি জামিনদত্ত সম্পত্তি (সমূহ)-র জন্য। বিক্রয় সম্পাদিত হবে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে ওয়েবপোর্টালে প্রদত্ত অনুযায়ী। বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে ওয়েবসাইট https://ibapi.in এবং www.unionbankofindia.co.in প্রদত্ত লিঙ্ক অনুযায়ী।

নিম্নোক্ত সম্পত্তি '**অনলাইন ই-নিলাম**' বিক্রি করা হবে ওয়েবসাইট https://ibapi.in এবং এমসিটিসি ই-কমার্সের ওয়েবসাইট **https://www.mstcecommerce.com** মাধ্যমে।

নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ ২৯ ডিসেম্বর, ২০২৩ দুপুর ১২.০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০টা
টেন্ডার/ইএমডি জমা দেবার শেষ তারিখ ঃ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২৩ বিকেল ৫.০০টা পর্যন্ত
ইএমডি জমা দেবার ধরন ঃ ডাকদাতা তার এমএসটিসি ওয়ালেটের মাধ্যমে ইএমডি জমা দিতে পারেন

লট নং	ক) ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম গ) সম্পত্তির বিবরণ ঘ) মালিক/সমূহের নাম ঙ) আইএফএসসি কোড চ) সম্পত্তি আইডি	ক) সংরক্ষিত মূল্য টাকায় খ) বায়না অর্থ জমা টাকায়	ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ	ক) বকেয়া ঋণ খ) যোগাযোগের ব্যক্তি এবং মোবাইল নং	ক) দায়বদ্ধতা খ) গঠনমূলক/ বাস্তবিক দখল
১.	ক. মেসার্স পি.পি. ড্রেসেস (পার্টনারশিপ ফার্ম) ফার্মের অংশীদার - শ্রী শম্ভু হুই ওরফে সৌমেন হুই এবং শ্রী রানা হুই **খ. ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, বারাসাত শাখা (৫৫৬৯৯৮)** **গ. সম্পত্তি:** জি+৪ তলা ভবনের প্রথম তলা প্রায় ২০০০ বর্গফুট কার্পেট এলাকা এবং দ্বিতীয় তলা ও তৃতীয় তলার একটি অংশ প্রায় ৩০০০ বর্গফুট কার্পেট এলাকা পরিমাপের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা ৪ কাঠা জমির উপর অবস্থিত ও সেইসঙ্গে জমির আনুপাতিক শেয়ার সহ যার জে.এল. নং ৮৩, রে সা নং ১৩৭, মৌজা- নোয়াপাড়া, তৌজি নং ১৪৬, খতিয়ান নং ১২৯৬, সি. এস. দাগ নং ১০৯৪, এলওপি- ২৭, থানা- বারাসাত, জেলা - ২৪ পরগনা (উঃ) এর মধ্যে অবস্থিত বারাসত পৌরসভার সীমার মধ্যে, ওয়ার্ড নং ২২, হোল্ডিং নং ৪৭৪, কৃষ্ণনগর রোড, কদম্বগাছির এক্তিয়ারের মধ্যে **শ্রী শম্ভু হুই ওরফে সৌমেন হুই -এর নামে**। (২০০৭ সালের দলিল নং আই-৫৪০ অনুযায়ী)। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত (সমগ্র বিল্ডিং) :** উত্তর- এলওপি প্লট নং ২৬, দক্ষিণ- শচীন চন্দ্র ভট্টাচার্যের আবাসিক বাড়ি, পূর্ব- ড্রেন তারপরে কৃষ্ণনগর রোড, পশ্চিম- অজয় ব্যানার্জির আবাসিক বাড়ি দ্বারা। **ঘ. শ্রী শম্ভু হুই ওরফে সৌমেন হুই** **ঙ. UBIN0556998** **চ. UBINKOLKOG6376**	ক) ৩,৬৮,৫৩,০০০.০০ টাকা খ) ৩৬,৮৫,৩০০.০০ টাকা	৩,৬৮,৫৩০.০০ টাকা	(ক) ৩,৭৭,৯৫,৭৪৬.৬০ টাকা (তিন কোটি সাতাত্তর লক্ষ পঁচানব্বই হাজার সাতশত ছেচল্লিশ টাকা এবং ষাট পয়সা মাত্র) **০৪.০৫.২০২৩ অনুযায়ী** সহ চুক্তিভিত্তিক হারে সুদ ও ব্যয় দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখের পরে পরিশোধিত পরিমান যদি থাকে বাদ দিয়ে **(খ) শ্রী এফ. এক্স. কছুয়া মো. ৯৮৭৪০৬০৯৬৭**	ক) অনুমোদিত অফিসারের জানা নেই খ) গঠনমূলক দখল
২.	ক. মেসার্স সঞ্জীবন বস্ত্রালয় স্বত্বাধিকারী : শ্রী দীপঙ্কর নস্কর **খ. ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সোনারপুর শাখা (৫৫৪৮৫৫)** **গ. সম্পত্তি:** প্লট নং ১০৬ নামে পরিচিত ১১১ বর্গফুট পরিমাপের জমিতে অবস্থিত দোকানের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল সেইসঙ্গে প্রস্তাবিত নির্মাণাধীন দ্বিতল বাণিজ্যিক ভবন সহ যা পরগণা-মেদন মোল্লা, মৌজা-আরাপাঁচ গ্রাম, জে.এল. নং ২৮, আর.এস. নং ১৬৯, তৌজি নং ১০৯, আর.এস. খতিয়ান নং ১০২, এল.আর. খতিয়ান নং ৮৭, আর.এস. দাগ নং ২৬১, এল.আর. দাগ নং ২৬৬ থানা এবং এডিএসআর সোনারপুর, সোনারপুর -২ গ্রাম পঞ্চায়েত এর মধ্যে এ অবস্থিত, হোল্ডিং নং ৯২১, জেলা - ২৪ পরগনা দক্ষিণ, **শ্রী দীপঙ্কর নস্করের নামে,** পিতা- দাশুরথী নস্কর। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** (ডিডের সাথে সংযুক্ত সাইট প্ল্যান অনুসারে) উত্তর- ৬' প্রশস্ত কমন প্যাসেজ, তারপরে অন্যের জমি, দক্ষিণ- অন্যের জমি দ্বারা, পূর্ব- প্যাসেজ দ্বারা, পশ্চিম- অন্যের জমি দ্বারা। **ঘ. শ্রী দীপঙ্কর নস্কর, পিতা- দশুরথী নস্কর** **ঙ. UBIN0554855** **চ. UBINKOLKOG4148**	ক) ৪,২৫,০০০.০০ টাকা খ) ৪২,৫০০.০০ টাকা	৪,২৫০.০০ টাকা	(ক) ৬,৯৮,৯৭৫.৩৪ টাকা (ছয় লক্ষ আটানব্বই হাজার নয়শত পঁচাত্তর টাকা এবং চৌত্রিশ পয়সা মাত্র) **৩১.০১.২০২৩ অনুযায়ী** সহ চুক্তিভিত্তিক হারে সুদ ও ব্যয় দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখের পরে পরিশোধিত পরিমান যদি থাকে বাদ দিয়ে **(খ) শ্রী এফ. এক্স. কছুয়া মো. ৯৮৭৪০৬০৯৬৭**	ক) অনুমোদিত অফিসারের জানা নেই খ) গঠনমূলক দখল
৩.	ক. **শ্রী সৌমিত্র সেনাপতি,** পিতা- শ্রীধর সেনাপতি এবং **শ্রীমতি সুপর্ণা সেনাপতি,** স্বামী-সৌমিত্র সেনাপতি **খ. ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সাউথ সিঁথি ব্রাঞ্চ (৫৬৪৩৬২)** **গ. সম্পত্তি:** আবাসিক ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার নং ০২, মার্বেল মেঝের লিফট সুবিধা ছাড়াই, পরিমাপ ৫৬৮ বর্গফুট (পাঁচশত আটষট্টি বর্গফুট) সুপার বিল্ট আপ এলাকা, যার আছে ২ (দুই) বেড রুম, ১ (এক) ডাইনিং কাম ড্রয়িং, ১ (এক) রান্নাঘর, ১ (এক) টয়লেট এবং ১ (এক) ব্যালকনি বিল্ডিংয়ের দ্বিতীয় তলার পিছনের অংশে ,প্রায় ১ (এক) কাঠা ১২ (বার) ছটাক ১৮ (আঠার) বর্গফুট পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এর উপর নির্মিত সেইসঙ্গে তথায় থাকা (জি+৩) তলা বিল্ডিং সহ, থানা ও পৌরসভা বরানগর, ২১ নং ওয়ার্ডের মধ্যে অবস্থিত, জেএল নং ১০, আরএস/এলআর খতিয়ান নং ৩০২, মৌজা - নৈনান পূর্ব, রে সা নং ১২, আরএস / এল.আর দাগ নং ৩০৬ সম্পর্কিত, হোল্ডিং নং.৫০৩, তৌজি নং ১২৯৮/২৮৩৩ এর অধীনে, জেলা ২৪ পরগনা উত্তর, প্রেমিসেস নং ৫/১/ই, বীর অনন্ত রাম মন্ডল লেন, কলকাতা - ৭০০০৫০, সাব-রেজিস্ট্রি অফিস কাসিপুর দমদম এর মধ্যে - **শ্রী সৌমিত্র সেনাপতির নামে**। যে জমিতে ফ্ল্যাট তৈরি করা হয়েছে **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত :** উত্তরে- ১৬' চওড়া মিউনিসিপ্যাল রোড, দক্ষিণে- প্রেমিসেস নং ৫/১/ডি, বীর অনন্ত রাম মণ্ডল লেন, পূর্বে- ২০' চওড়া পৌরসভা রাস্তা, পশ্চিমে- প্রেমিসেস নং ৫/১/জে, বীর অনন্ত রাম মন্ডল লেন দ্বারা। **ঘ. শ্রী সৌমিত্র সেনাপতি** **ঙ. UBIN0564362** **চ. UBINKOLKOG8436**	ক) ১৮,৩৬,০০০.০০ টাকা খ) ১,৮৩,৬০০.০০ টাকা	১৮,৩৬০.০০ টাকা	(ক) ১৬,৭৮,৩৯৫.৫৪ টাকা (ষোলো লক্ষ আটাত্তর হাজার তিনশত পঁচানব্বই টাকা এবং চুয়ান্ন পয়সা মাত্র) **০৩.০৬.২০২৩ অনুযায়ী** সহ চুক্তিভিত্তিক হারে সুদ ও ব্যয় দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখের পরে পরিশোধিত পরিমান যদি থাকে বাদ দিয়ে **(খ) শ্রী এফ. এক্স. কছুয়া মো. ৯৮৭৪০৬০৯৬৭**	ক) অনুমোদিত অফিসারের জানা নেই খ) গঠনমূলক দখল
৪.	ক. মেসার্স জেবি এন্টারপ্রাইজ স্বত্বাধিকারী- মোকশেদ আলী মন্ডল **খ. ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জুগবেড়িয়া শাখা (৯১৪৮৪৩)** **গ. সম্পত্তি:** প্রায় ১ কাঠা ৮ ছটাক ১৭ বর্গফুট বা সামান্য কমবেশি পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, মৌজা- চক চাতুরিয়া, জে.এল. নং. ৩৬, রে সা নং ১৩৪½, তৌজি নং. ১৪৬, আর. এস. খতিয়ান নং ৭৮, এল. আর. খতিয়ান নং ৭১৩, আর. এস. ও এল. আর দাগ নং ৫৬ এর অধীনে, হোল্ডিং নং ১৮৭৮/১/এ, চক চাতুরিয়া, (আরিফবাড়ি), থানা- বারাসাত, ওয়ার্ড নং ২১ (০৪), বারাসাত পৌরসভার স্থানীয় সীমার মধ্যে, জেলা ২৪ পরগনা, মোকশেদ আলী মন্ডলের নামে। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত :** উত্তর- ১০ ফুট চওড়া রাস্তা, দক্ষিণ- মহঃ মফিজাদ্দিনের সম্পত্তি দ্বারা, পূর্ব- অন্যের জমি দ্বারা, পশ্চিম- মহঃ মফিজাদ্দিন মন্ডলের বাড়ি দ্বারা **ঘ. জনাব মোকশেদ আলী মন্ডল** **ঙ. UBIN0914843** **চ. UBINKOLKOG0994**	ক) ২৮,৫০,০০০.০০ টাকা খ) ২,৮৫,০০০.০০ টাকা	২৮,৫০০.০০ টাকা	(ক) ১০,১৯,৮৭৪.৫৪ টাকা (দশ লক্ষ উনিশ হাজার আটশত চুয়াত্তর টাকা এবং চুয়ান্ন পয়সা মাত্র) **০১.০৬.২০২৩ অনুযায়ী** সহ চুক্তিভিত্তিক হারে সুদ ও ব্যয় দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখের পরে পরিশোধিত পরিমান যদি থাকে বাদ দিয়ে **(খ) শ্রী এফ. এক্স. কছুয়া মো. ৯৮৭৪০৬০৯৬৭**	ক) অনুমোদিত অফিসারের জানা নেই খ) গঠনমূলক দখল
৫.	ক. মেসার্স নস্কর বিল্ডার্স, স্বত্বাধিকারী- শ্রীমতী সিমা নস্কর জামিনদার: শ্রী মুক্ত রাম বৈদ্য এবং শ্রী অলোক নস্কর **খ. ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ডায়মন্ড হারবার শাখা (শাখা কোড - ৮১৮১০১)** **গ. সম্পত্তি:** মৌজা মাখালহাট, গ্রাম খুড়াগাছা, জেএল নং ৮৮, পুরাতন তৌজি নং ৩৩১/৩৩২, বর্তমান তৌজি নং ৩৭, খতিয়ান নং ৫, এলআর খতিয়ান নং ৩৩, এলআর দাগ নং ৩৫১, আরএস দাগ নং ২৮৯ ডায়মন্ড হারবার পৌরসভার ২ নং ওয়ার্ডের অধীনে, থানা- ডায়মন্ড হারবার, এডিএসআর-ডায়মন্ড হারবার, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা-৭৪৩৩৩১ -এ অবস্থিত ৩.৮৮ শতক পরিমাপের একটি প্লট এবং দ্বিতল আবাসিক ভবন যা আংশিকভাবে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় এর সকল **শ্রীমতী সিমা নস্কর এর নামে নিবন্ধিত। দলিল অনুযায়ী সীমানা :** উত্তর - নিতাই নস্করের সম্পত্তি, দক্ষিণ - শঙ্কর প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, পূর্ব- উল্লেখ করা হয়নি, পশ্চিম- রাধেশ্যাম নস্করের সম্পত্তি। ১৪.০৭.২০২১ তারিখের **মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী সীমানা:** উত্তর -পুকুরের পরে -১.২ মিটার প্রশস্ত সাধারণ পথ, নিতাই চাঁদ নস্করের সম্পত্তি, পূর্ব - পৌর ড্রেন এবং ১৫ ফুট প্রশস্ত মিউনিসিপ্যাল রোড, পশ্চিম - রাধেশ্যাম নস্করের সম্পত্তি **ঘ. মিসেস সিমা নস্কর** **ঙ. UBIN0818101** **চ. UBINKOLKOG6171**	ক) ২৫,৮৩,০০০.০০ টাকা খ) ২,৫৮,৩০০.০০ টাকা	২৫,৮৩০.০০ টাকা	(ক) ১৫,১৪,২২০.৩১ টাকা (পনেরো লক্ষ চোদ্দো হাজার দুইশত কুড়ি টাকা এবং একত্রিশ পয়সা মাত্র) **২৩.০৪.২০২৩ অনুযায়ী** সহ চুক্তিভিত্তিক হারে সুদ ও ব্যয় দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখের পরে পরিশোধিত পরিমান যদি থাকে বাদ দিয়ে **(খ) শ্রী এফ. এক্স. কছুয়া মো. ৯৮৭৪০৬০৯৬৭**	ক) অনুমোদিত অফিসারের জানা নেই খ) গঠনমূলক দখল
৬.	ক. মেসার্স সায়ন্তন ব্রাইটস গার্মেন্টস, স্বত্বাধিকারী : শ্রী লাগনু কুমার জাসু জামিনদার : শ্রীমতী সান্তনা জাসু **খ. ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সামালি শাখা (৫৬১৯৫৯)** **গ. সম্পত্তি:** দোতলা বিল্ডিং এর ২য় তলায় অবস্থিত দক্ষিণ দিক, ৩য় দোকান, ৮৪ বর্গফুট পরিমাপের দোকানের (দোকানঘর) এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, মৌজা-চন্দনদহ, তৌজি নং ৪০১, রেসা নং ১১৩, জেএল নং ৩৭, আরএস খতিয়ান - ৯৯২, এলআর খতিয়ান নং ১৭১১/১ দাগ নং ৫৭৯, গ্রাম - মৌখালি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মধ্যে, থানা- বিষ্ণুপুর, এডিএসআরও- বিষ্ণুপুর এর অধীনে **শ্রী লাগনু কুমার জাসুর নামে। সীমানা:** উত্তরে- অপূর্ব সামন্ত; দক্ষিণে- স্বপন মাইতি; পূর্ব দিকে- বিক্রেতার জমি; পশ্চিমে- পিডব্লিউডি রোড। **ঘ. শ্রী লাগনু কুমার জাসু** **ঙ. UBIN0914851** **চ. UBINKOLKOG1317A**	ক) ৩,৩৬,০০০.০০ টাকা খ) ৩৩,৬০০.০০ টাকা	৩,৩৬০.০০ টাকা	(ক) ১১,৫৩,২৯৫.৩৬ টাকা (এগারো লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার দুইশত পঁচানব্বই টাকা এবং ছত্রিশ পয়সা মাত্র) **২৪.০৫.২০২৩ অনুযায়ী** সহ চুক্তিভিত্তিক হারে সুদ ও ব্যয় দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখের পরে পরিশোধিত পরিমান যদি থাকে বাদ দিয়ে **(খ) শ্রী এফ. এক্স. কছুয়া মো. ৯৮৭৪০৬০৯৬৭**	ক) অনুমোদিত অফিসারের জানা নেই খ) গঠনমূলক দখল
৭.	ক. মেসার্স সায়ন্তন ব্রাইটস গার্মেন্টস, স্বত্বাধিকারী : শ্রী লাগনু কুমার জাসু জামিনদার : শ্রীমতী সান্তনা জাসু **খ. ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সামালি শাখা (৫৬১৯৫৯)** **গ. সম্পত্তি:** তথায় থাকা বিল্ডিং সহ ৪ ডেসিমেল পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল [জমির পরিমাপ ৩৭ ডেসিমেল (দাগ নং ২২০-১১ ডেসিমেল এবং দাগ নং-২২১ -২৬ ডেসিমেল জন্য)] এবং মৌজা-মৌখালী গ্রাম, তৌজি নং-৪০১, আরএস ১১৩, জেএল নং-৩৯, আরএস - খতিয়ান নং ৯৩, আর.এস. দাগ নং ২২০, ২২১, এডিএসআরও- বিষ্ণুপুর এর অধীনে, মৌখালি গ্রাম পঞ্চায়েত, গ্রাম- মামুদপুর, পোস্ট- চারা শ্যামদাস, থানা- বিষ্ণুপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা -তে অবস্থিত **শ্রী লাগনু কুমার জাসুর নামে। সীমানা: দাগ নং ২২০ এর জন্য-** উত্তরে-বাবলু জাসু, দক্ষিণ- জীবন বোনু, পূর্বে- মঙ্গলা বোনু, পশ্চিম-অশ্বিনী বোনু দ্বারা। **দাগ নং ২২১ এর জন্য** - উত্তরে- নীলোৎপল জাসু, দক্ষিণে- জীবন বোনু, পূর্বে- মঙ্গলা বোনু, পশ্চিম-অশ্বিনী বোনু দ্বারা। **ঘ. শ্রী লাগনু কুমার জাসু** **ঙ. UBIN0914851** **চ. UBINKOLKOG1317B**	ক) ৯,৯৫,০০০.০০ টাকা খ) ৯৯,৫০০.০০ টাকা	৯,৯৫০.০০ টাকা	(ক) ১১,৫৩,২৯৫.৩৬ টাকা (এগারো লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার দুইশত পঁচানব্বই টাকা এবং ছত্রিশ পয়সা মাত্র) **২৪.০৫.২০২৩ অনুযায়ী** সহ চুক্তিভিত্তিক হারে সুদ ও ব্যয় দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখের পরে পরিশোধিত পরিমান যদি থাকে বাদ দিয়ে **(খ) শ্রী এফ. এক্স. কছুয়া মো. ৯৮৭৪০৬০৯৬৭**	ক) অনুমোদিত অফিসারের জানা নেই খ) গঠনমূলক দখল

*** সরকারি রুল অনুযায়ী জিএসটি প্রযোজ্য। * সরকারি রুল অনুযায়ী টিডিএস প্রযোজ্য।**

বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদি বিস্তারিত জানতে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ই-নিলাম ওয়েবসাইট অর্থাৎ **www.unionbankofindia.co.in** এবং আইবিএপিআই পোর্টাল ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** দেখুন। ই-নিলামের অংশগ্রহণ এবং রেজিস্ট্রেশনের জন্য ডাকদাতাদের এমএসটিসি'র ইকমার্স ওয়েবসাইট **https://www.mstcecommerce.com** দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। সকল ডাকদাতাকে আবশ্যিকভাবে কেওয়াইসি নীতি পালন করতে হবে ই-নিলাম পোর্টালের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন এবং অংশগ্রহণের জন্য।

যেকোনও প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য **এমএসটিসি হেল্পডেস্ক** ০৩৩-২২৯০১০০৪ পরিচালন এবং রেজিস্ট্রেশনের অবস্থা জানতে **ibapiop@mstcecommerce.com** আর্থিক এবং ইএমডির অবস্থান জানতে **ibapifin@mstcecommerce.com** সাহায্য নিন। **সহায়ক নম্বরগুলি '১৮০০ ১০২ ৫০২৬' এবং '০১১-৪১১০৬১৩১' দেখুন আইবিএপিআই পোর্টাল সম্পর্কিত সমস্যার জন্য।**

বিধিবদ্ধ ৩০ দিনের বিক্রয় নোটিশ, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৬(২) এবং ৮(৬) / রুল ৯(১) অধীনে

সংশ্লিষ্ট নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৬(২) এবং রুল ৮(৬) / ৯(১) অধীনে গণ্য করতে হবে ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে উক্ত ঋণ বিষয়ে ই-নিলাম বিক্রয় উক্ত তারিখ অনুযায়ী

ই-নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলী নিম্নরূপ:

১. ''**যেখানে যা আছে**'' এবং ''**যেখানে যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে**'' এবং ''**যেখানে যেমন ভাবে আছে ভিত্তিতে**'' বিক্রয় করা হবে, এবং ''অন লাইনে'' পরিচালিত হবে।
২. ই-অকশন বিড ফর্ম, ঘোষণা, অনলাইন নিলাম বিক্রির সাধারণ নিয়ম ও শর্তাবলী ওয়েবসাইট **(ক) https://www.unionbankofindia.co.in, (খ) https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** দরদাতারা **https://www.ibapi.in** দেখতে পারেন, যেখানে শিক্ষা বিষয়ক ভিডিও সহ দরদাতার জন্য ''নির্দেশিকা'' পাওয়া যাবে। দরদাতাদের অগ্রিম নিম্নলিখিত কার্যগুলি সম্পন্ন করতে হবে :
ধাপ ১:- দরদাতা/ক্রয়কারী নিবন্ধন দরদাতাদের ই-নিলাম অকশন প্ল্যাটফর্মে (উপরে দেওয়া লিংক এ) তাদেরতার মোবাইল নম্বরএবং ই-মেইল আইডি ব্যবহার করে নিবন্ধন করতে হবে।
ধাপ ২:- কেওয়াইসি যাচাইকরণ দরদাতার প্রয়োজনীয় কেওয়াইসি নথি আপলোড করতে হবে। (সম্পূর্ণ কেওয়াইসি নথি পাওয়ার পর এবং তার যাচাইকরণের ৩ দিনের মধ্যে নিবন্ধন সক্রিয় করা হবে) ই নিলাম সফলভাবে সম্পন্ন হলে বিডার কর্তৃক জমা দেওয়া কেওয়াইসি নথি সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে উপলব্ধ করা হবে।
ধাপ ৩:- দরদাতাদের গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে ইএমডি অর্থ স্থানান্তর ই-অকশন প্ল্যাটফর্মে তৈরি চালান ব্যবহার করে এনইএফটি/ স্থানান্তর ব্যবহার করে অনলাইন/অফলাইন তহবিল স্থানান্তর। ই-নিলামে অংশগ্রহণের আগে ইএমডি পরিমান অর্থ দরদাতার ওয়ালেটে উপলব্ধ হতে হবে যাতে নিলামের পরবর্তী কাজ পরিপূর্ণ হয়।
ধাপ ৪:- নিলামের সময় অংশগ্রহণের জন্য উপরে উল্লিখিত এমএসটিসি পোর্টালে লগ ইন করতে হবে।
৩. অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা শেষ পাওয়া তথ্যের উপর ভিত্তি করে জানা যায় উক্ত সম্পত্তি/গুলির উপর কোন দ্বায়ভার নেই। যদিও ইচ্ছুক দরদাতাদের তাদের বিড জমা দেওয়ার পূর্বে নিলামে রাখা উক্ত সম্পত্তির জায়ভার, দাবি/অধিকার/বকেয়া/স্বত্ব এবং যা সম্পত্তিকে প্রভাবিত করে সে বিষয়ে তাদের নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধান করা উচিত। ই-নিলাম বিজ্ঞাপন ব্যাংকের কোন প্রতিশ্রুতি বা প্রতিনিধি গঠন করে বলে গণ্য হবে না। ব্যাংকের কাছে জানা বা অজানা, বিদ্যমান এবং ভবিষ্যতের দ্বায়ভার নিয়ে সম্পত্তিটি বিক্রি করা হচ্ছে। অনুমোদিত আধিকারিক /সুরক্ষিত পাওনাদার কোনোভাবেই তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/পাওনার জন্য দায়ী থাকবে না। নিলামে বিক্রির জন্য রাখা সম্পত্তি/গুলি সম্পর্কে অনলাইন বিড জমা দেওয়ার পরে কোন দাবী গ্রহণ করা হবে না।
৪. **অনলাইন ই-নিলামের তারিখ ২৯.১২.২০২৩ দুপুর ১২.০০টা থেকে বিকাল০৫.০০ টার মধ্যে।**
৫. **ইএমডি এবং ডকুমেন্ট জমা দেওয়ার শেষ তারিখ এবং সময় ২৮.১২.২০২৩ বিকাল ০৫.০০টা পর্যন্ত বা তার আগে।**
৬. **পরিদর্শনের ২৮.১২.২০২৩ তারিখ দুপুর ১.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টার মধ্যে।**
৭. শুধুমাত্র অনলাইন পদ্ধতির মাধ্যমে বিড জমা দিতে হবে।
৮. ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য তার ওয়ালেটে বিড মূল্য থাকতে হবে। দরদাতাকে সেই সম্পত্তি(গুলির) নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন হবে না যার জন্য এই ধরনের ইএমডি পরিমাণ জমা করা হচ্ছে।
৯. দরপত্র জমা দেওয়ার আগে সম্পত্তির বিষয়ে পরিদর্শন ও সন্তুষ্ট হওয়ার ব্যাপারে দায়িত্ব ইচ্ছুক দরদাতাদের। এমএসটিসি ৩ দিনের মধ্যে ফেরত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে।
১০. আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট কোন সুদ বহন করবে না। সফল দরদাতাকে সফল বিডের পরিমাণের ২৫% (ক্রয় মূল্যে) (আপনার গ্লোবাল ওয়ালেট থেকে ইতিমধ্যেই প্রদত্ত ইএমডি পরিমাণ হিসাবে ১০% রিজার্ভ মূল্য সহ) জমা দিতে হবে অবিলম্বে যেটা নিলামের দিনে বা পরবর্তী কাজের দিনের মধ্যে, এবং তার অনুকূলে থেকে ই-নিলামের বিক্রির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে সফল ডাকদাতাকে বিডের অবশিষ্ট ৭৫% পরিমাণ (ক্রয়মূল্য)জমা করতে হবে। নিলাম বিক্রয় ব্যাংকের নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে।
১১. ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট ১৯৬১ এর সেকশন ১৯৪-আইএ অনুসারে, টিডিএস @ ১% বিক্রয় প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যেখানে বিক্রয় বিবেচনা ৫০,০০,০০০/-টাকা (পঞ্চাশ লক্ষ টাকা) এবং তার উপরে। সফল দরদাতা/ক্রেতাকে বিক্রয়মূল্য থেকে টিডিএস কেটে আয়কর দফতরে ফরম নং ১৬-বি-তে জমা দেবে, যাতে ব্যাংকের নাম এবং প্যান নম্বর এএএসিইউ০৫৬৪জি বিক্রেতার হিসেবে থাকবে এবং টিডিএস সার্টিফিকেট এর মূল রশিদ জমা দেবে ব্যাংকে। (কৃষি জমি ব্যতীত স্থাবর সম্পত্তির জন্য প্রযোজ্য)
১২. সফল বিডার কর্তৃক অর্থ জমা করার ক্ষেত্রে ডিফল্ট হলে ইতিমধ্যে জমা করা সম্পূর্ণ টাকা বাজেয়াপ্ত হবে, এবং সম্পত্তি পুনরায় নিলামে রাখা হবে এবং খেলাপি দরদাতার সম্পত্তি/পরিমাণের ব্যাপারে কোন দাবি/অধিকার থাকবে না।
১৩. ক্রেতা প্রযোজ্য স্ট্যাম্প ডিউটি/রেজিস্ট্রেশন ফি/টিডিএস নিলাম মূল্য/অন্যান্য চার্জ ইত্যাদি বহন করবে এবং সেই সাথে বিধিবদ্ধ/অ -সংবিধিবদ্ধ পাওনা, কর, মূল্যায়ন চার্জ ইত্যাদি।
১৪. অনুমোদিত আধিকারিক কোন কারণ উল্লেখ না করে ই-নিলাম বিক্রয় কার্যক্রম স্থগিত/ বাতিল করতে পারেন। যদি ই-নিলাম বিক্রয় বিক্রির পূর্বনির্ধারিত তারিখ থেকে ১৫ দিনের জন্য স্থগিত করা হয়, তবে এটি পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত হবে। অনুমোদিত আধিকারিকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত, বলবৎ এবং প্রশ্নাতীত।
১৫. বিক্রেতার সার্টিফিকেট অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক সফল বিডারের অনুকূলে সম্পূর্ণ ক্রয় মূল্য/ বিড পরিমাণ জমা করার পরে এবং সমস্ত কর/ চার্জ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রমাণ উপস্থাপনের মাধ্যমে শুধুমাত্র জারি করা হবে এবং অন্য কোনো নামে দেওয়া হবে না।
১৬. পরিবহন, স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন চার্জ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক চার্জের জন্য প্রযোজ্য আইনি চার্জ নিলাম ক্রেতা বহন করবে।
১৭. সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে নির্ধারিত নিয়ম/শর্ত সাপেক্ষে হবে। বিক্রয়ের শর্তাবলী সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে /জিজ্ঞাস্য থাকলে প্রদত্ত যোগাযোগ নম্বরে সংশ্লিষ্ট শাখাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে।
১৮. যে সকল দরদাতা দরপত্র জমা দিয়েছেন, তারা ই-নিলাম বিক্রির শর্তাবলী পড়েছেন এবং বুঝেছেন এবং তাদের দ্বারা আবদ্ধ বলে গণ্য হবে।

বিশেষ নির্দেশনা / সতর্কতা :

ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে শেষ মিনিট/সেকেন্ডর ডাক এড়াতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া অথবা পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার সংশ্লিষ্ট শেষ সময়ের (ইন্টারেনেট ফেলিওর, বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন ইত্যাদি) ত্রুটির জন্য দায়ী হবে না সব দায় নিতে হবে ডাকদাতাদের। সংশ্লিষ্ট অসুবিধা এড়ানোর জন্য ডাকদাতাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা/বিকল্প ব্যবস্থার যেমন ব্যাক আপ পাওয়ার সাপ্লাই এবং প্রয়োজনীয় তাৎক্ষণিক ব্যবস্থাদির মোকাবিলার জন্য ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করা হচ্ছে সফলভাবে নিলামে অংশগ্রহণের জন্য।

তারিখ : ২৪.১১.২০২৩
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

৮ প্রাক্তন নৌসেনার মৃত্যুদণ্ড

ভারতের আর্জি শুনল কাতার আদালত

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর: চরবৃত্তির অভিযোগে নৌসেনার আট প্রাক্তন আধিকারিককে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে কাতারের একটি আদালত। মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে আগেই উচ্চ আদালতে আবেদন জানিয়েছিল ভারত। এ বার কাতারের সেই আদালত ভারতের আবেদন গ্রহণ করল। কাতারের সরকারি প্রশাসন সূত্রে খবর, আবেদনটি খতিয়ে দেখে খুব শীঘ্রই পরবর্তী শুনানির দিন স্থির করবে আদালত।

আট জন প্রাক্তন ভারতীয় নৌসেনা কর্তা কাতারে মৃত্যুদণ্ডের সাজা পেয়েছেন। নিম্ন আদালত ওই সাজা শুনিয়েছে তাঁদের। তাঁদের বিরুদ্ধে ইজরায়েলের হয়ে চরবৃত্তির অভিযোগ রয়েছে। ২০২২ সালের অগস্ট মাসে আট জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার পর থেকে কাতারের জেলেই বন্দি অভিযুক্ত ভারতীয়েরা। গত মাসে নিম্ন আদালত তাঁদের মৃত্যুদণ্ডের সাজা দিয়েছে।

বিদেশ মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়, কাতারের আদালত যে রায় দিয়েছে, তা নিয়ে ভারতের আইনি দলের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। সব আইনগত দিক বিবেচনা করে মন্ত্রকের তরফে সাজার রায় পুনর্বিবেচনা করার আর্জি জানিয়ে প্রস্তাব পাঠানো হয়। কাতারের পাশাপাশি সাজাপ্রাপ্তদের পরিবারের সঙ্গেও যোগাযোগ বজায় রাখে নয়াদিল্লি।

কাতারে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত প্রাক্তন নৌসেনা কর্তারা হলেন, ক্যাপ্টেন নবতেজ সিং গিল, ক্যাপ্টেন বীরেন্দ্রকুমার বর্মা, ক্যাপ্টেন সৌরভ বশিষ্ঠ, কমান্ডার অমিত নাগপাল, কমান্ডার পূর্ণেন্দু তিওয়ারি, কমান্ডার সুগুণাকর পাকালা, কমান্ডার সঞ্জীব গুপ্তা এবং নাবিক রাজেশ। কাতারের সেনাবাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজে নিযুক্ত বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত ছিলেন নৌসেনার অবসরপ্রাপ্ত এই আট আধিকারিক। তাঁদের মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে কাতারের উচ্চ আদালতে আবেদন জানানোর নিয়ম রয়েছে। সেই নিয়মেই আবেদন করেছে ভারত সরকার। কোনও আবেদন জানানো না হলে নিম্ন আদালতের রায়ই কার্যকর হত। কাতারের রাজার দরবারে সাজাপ্রাপ্তদের পরিবারের তরফেও আলাদা করে আবেদন জানানো হয়েছে।

স্থায়ীভাবে বন্ধ নয়াদিল্লির আফগান দূতাবাস

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর: ভারতে তাদের দূতাবাস স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দিল আফগানিস্তান। চলতি বছরের ৩০ সেপ্টেম্বর দূতাবাসের কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। শুক্রবার আফগান দূতাবাসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, 'ভারত সরকারের ক্রমাগত চ্যালেঞ্জ'-এর মুখে তারা দূতাবাস বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এক বিবৃতিতে আফগান দূতাবাস বলেছে, 'ভারত সরকারের ক্রমাগত চ্যালেঞ্জের কারণে, নয়া দিল্লিতে আফগানিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্রের দূতাবাস ২০২৩ সালের ২৩ নভেম্বর থেকে স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। এর জন্য আমরা দুঃখিত।' বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, ৩০ সেপ্টেম্বর দূতাবাসের কার্যক্রম বন্ধ করার সময় আফগানিস্তান সরকার আশা করছিল, দূতাবাসের স্বাভাবিক কার্যক্রম ফের চালু করার জন্য ভারত সরকার অনুকূল অবস্থান নেবে। কিন্তু, আট সপ্তাহ অপেক্ষা করা সত্ত্বেও, আফগান কূটনীতিকদের ভিসা বাড়ানো হয়নি। ভারত সরকারের আচরণও পরিবর্তন হয়নি।

দূতাবাসের পক্ষ থেকে আরও বলা হয়েছে, দূতাবাসের নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দেওয়ার জন্য আফগানিস্তানের তালিবান সরকার এবং ভারত সরকার , দুই পক্ষই ক্রমাগত চাপ দিচ্ছিল। এই চাপের মুখে দূতাবাসকে এই কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, '২০০১ সাল থেকে ভারত পূর্ববর্তী আফগান প্রজাতন্ত্রের একটি অবিচল কৌশলগত অংশীদার ছিল। রাজনৈতিক কারণে প্রত্যেকেরই কিছু সীমাবদ্ধতা থাকে। ভূ-রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল অঞ্চলে কঠিন সময়ে ভারসাম্য বজায় রাখতে হয়। তাই আমাদের মতে, আফগানিস্তানের সর্বোত্তম স্বার্থে, এই পর্যায়ে ভারতে দূতাবাস বন্ধ করে, দূতাবাসের কর্তৃত্ব তাদের হাতে তুলে দেওয়াই উচিত।'

ছত্তিশগড়ে মাওবাদীদের আইইডি বিস্ফোরণ : নিরাপত্তাবাহিনীর উপর হামলা চালানোর জন্য ইমপ্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) পুঁতে রেখেছিলেন মাওবাদীরা। সেই আইইডি বিস্ফোরণে মৃত্যু হল দুই খনি শ্রমিকের। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে ছত্তিশগড়ের নারায়ণপুর জেলার একটি লোহার খনিতে।পুলিশ সূত্রে খবর, নারায়ণপুরের ছোটে ডোঙ্গর থানা এলাকার আমদই লোহার খনিতে কাজ করছিলেন শ্রমিকরা। খনির কাছেই আইইডি পুঁতে রেখেছিলেন মাওবাদীরা। সেই বিস্ফোরকের সংস্পর্শে আসেন দুই শ্রমিক। তখনই জোরালো বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে খনি এলাকা। মৃত্যু হয় দুই শ্রমিকের।

স্কুলের বাইরে ছুরি নিয়ে শরণার্থীর হামলায় আহত ৫

ডাবলিন, ২৪ নভেম্বর: স্কুলের বাইরেই ছুরির কোপ পড়ুয়াদের উপরে। এমন হিংসাত্মক ঘটনার পরেই রণক্ষেত্র হয়ে উঠল আয়ারল্যান্ডের ডাবলিন। পুলিশের গাড়িতে আগুন ধরিয়ে প্রতিবাদ শুরু করে উন্মত্ত জনতা। লুটপাট চালানো হয় বেশ কয়েকটি দোকানে। প্রাথমিকভাবে অনুমান, শরণার্থী হিসাবে আসা এক ব্যক্তিই শিশুদের উপর হামলা চালিয়েছে। তার পরেই

প্রতিবাদে রণক্ষেত্র ডাবলিন

'আইরিশ লাইভস ম্যাটার' স্লোগান তুলে বিক্ষোভ শুরু হয় ডাবলিনে। তবে আপাতত পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে বলেই খবর।

ঘটনার সূত্রপাত বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় দুপুর দেড়টা নাগাদ। স্কুলের বাইরে তিনটি শিশুর উপর ছুরি নিয়ে হামলা চালায় এক ব্যক্তি। গুরুতর জখম হয় তারা। আহত হন এক ব্যক্তি ও এক মহিলাও। ৫ বছর বয়সি একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ৬ বছরের দুই শিশু আপাতত স্থিতিশীল বলেই জানা গিয়েছে। সকলেই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। প্রাথমিকভাবে অনুমান, ওই ব্যক্তিকেই আক্রমণ করার উদ্দেশ্য ছিল হামলাকারীর।

ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই আততায়ীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে, ৫০ বছর বয়সি হামলাকারী আসলে শরণার্থী হিসাবে আয়ারল্যান্ডে এসেছিল। তার পরেই অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে দেশের রাজধানী। একাধিক গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। পুলিশকে লক্ষ্য করে পাথরও ছোড়েন বিক্ষোভকারীরা। দোকানেও লুটপাট চালানো হয়। তবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পেরেছে পুলিশ।

ডাবলিনের মতো শান্ত শহরে এমন বিক্ষোভ বরদাস্ত করা হবে না বলে বার্তা দিয়েছেন আইরিশ বিচারমন্ত্রী হেলেন ম্যাকএনটি। হামলাকারীদের আটক করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পুলিশকে। স্থানীয় পুলিশ কমিশনার ড্রিউ হ্যারিস বলেন, অতি দক্ষিণপন্থীদের মদতে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে সাধারণ মানুষ। সোশাল মিডিয়ার গুজবে কান না দিয়ে শান্তি বজায় রাখার বার্তা দেওয়া হয়েছে ডাবলিনবাসীকে। তবে স্কুলের বাইরে হামলার ঘটনায় কড়া নিন্দা হচ্ছে বিশ্বজুড়ে।

ছত্তিশগড়ের লোহার খনিতে মাওবাদী বিস্ফোরণে মৃত ২

রায়পুর, ২৪ নভেম্বর: বিধানসভা নির্বাচনের পরই ফের মাওবাদী হামলা ছত্তিশগড়ে। শুক্রবার সকালে বিস্ফোরণে মৃত্যু হল দুই শ্রমিকের। গুরুতর আহত হয়েছেন আরও একজন। জানা গিয়েছে, একটি লোহার খনি এলাকায় বিস্ফোরণ ঘটেছে। দীর্ঘদিন ধরেই এই খনির মালিকানা নিয়ে মাওবাদীরা প্রতিবাদ জানিয়ে এসেছে। চলতি বছরের শুরুতেই এই খনি ঘিরে বিবাদের জেরে জেলার এক বিজেপি নেতাকে খুন করে মাওবাদীরা।

শুক্রবার সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে আমদাই ঘাটি এলাকার লোহার খনি। জানা গিয়েছে, ওই সময়ে কাজের জন্য খনির দিকে যাচ্ছিলেন তিনজন শ্রমিক। তখনই মাটির মধ্যে পুঁতে রাখা আইইডি বিস্ফোরকের উপর পা দিয়ে ফেলেন। সঙ্গে সঙ্গে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় দুই শ্রমিকের দেহ। মৃতদের নাম, রীতেশ গাগড়া ও শ্রাবণ গাগড়া। গুরুতর আহত হন উমেশ রানা নামে আরও এক শ্রমিক। আপাতত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মাওবাদীদের খোঁজে এলাকাজুড়ে তল্লাশি চলছে। বাড়তি পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে ওই এলাকায়। উল্লেখ্য, আমদাই ঘাটিতে লোহার খনির বরাত দেওয়া হয়েছে জয়সওয়াল নিকো ইন্ডাস্ট্রিজকে। কিন্তু এই বিষয়টি একেবারেই ভালোভাবে নেয়নি মাওবাদীরা। চলতি বছরই প্রতিবাদ জানাতে বিজেপি নেতা সাগর সাহুকে গুলি করে খুন করা হয়। কারণ স্থানীয়দের ওই খনিতে কাজ করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন তিনি।

উল্লেখ্য, দুই দফার বিধানসভা নির্বাচনেও ছত্তিশগড়ে রক্ত ঝরিয়েছে মাওবাদীরা। দ্বিতীয় দফার নির্বাচন শেষ হতেই বিস্ফোরণে মৃত্যু হয় এক আইটিবিপি জওয়ানের। প্রথম দফার নির্বাচনের আগের দিনও বিস্ফোরণে আহত হয়েছিলেন দুজন।

সঙ্গিনীর খোঁজে ২,০০০ কিমি পাড়ি, ওড়িশায় হাজির মহারাষ্ট্রের বাঘ

মুম্বই, ২৪ নভেম্বর: খাদ্য বা বাসস্থানের সমস্যা ছিল না। এলাকা দখলের লড়াইয়ে নেমে প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে হারতে হয়েছিল বলেও খবর মেলেনি। তবুও মহারাষ্ট্রের বিদর্ভ থেকে একটি বাঘ চার রাজ্য ঘুরে, প্রায় দু'হাজার কিলোমিটারের বেশি পথ পেরিয়ে হাজির হল ওড়িশায় দক্ষিণ ওড়িশার পূর্বঘাট পর্বতমালায়!

তাড়োবা ব্যাঘ্রপ্রকল্পের ব্রহ্মপুরী বনাঞ্চলের বাসিন্দা ওই বাঘটির খোঁজ মিলছিল না বেশ কিছু দিন ধরেই। গলায় 'রেডিয়ো কলার' পরানো না থাকায় তার অবস্থানও চিহ্নিত করা যাচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত ওড়িশার মহেন্দ্রগিরি সংরক্ষিত বনাঞ্চলে সে ক্যামেরাবন্দি হয়েছে। মুখ এবং গায়ের কালো ডোরার 'প্যাটার্ন' দেখে তাকে শনাক্তও করা গিয়েছে। বন্যপ্রাণ বিশেষজ্ঞ এবং বন দপ্তরের আধিকারিকেরা প্রাথমিকভাবে মনে করছেন, মনের মতো সঙ্গিনীর খোঁজেই দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছে সে। পেরিয়ে গিয়েছে একের পর এক জনপথ, চাষের ক্ষেত, নদী, পাহাড়। মহেন্দ্রগিরি এলাকায় সঙ্গিনী না মেলায় বিবাগী বাঘ আবার পরিযান শুরু করতে পারে বলেও মনে করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, ২০২৩ সালে বিদর্ভেরই টিপেশ্বর অভয়ারণ্য ছেড়ে সঙ্গিনীর খোঁজে পাড়ি দিয়েছিল একটি বাঘ। প্রায় ৩,০০০ কিলোমিটার হেঁটে রেকর্ড গড়ে ফেলেছিল সে।

যুদ্ধবিরতি শুরু হলেও রকেট হামলার ছক কষছে হামাস

জেরুজালেম, ২৪ নভেম্বর: ইজরায়েল-হামাস সংঘর্ষে প্রথমবার যুদ্ধবিরতি। কিন্তু ১৫ মিনিটের মধ্যেই ফের গাজায় শোনা গেল সাইরেনের আওয়াজ। ইজরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্ট সাফ হুঁশিয়ারি দিয়ে জানান, হামাসের সঙ্গে সাময়িক যুদ্ধবিরতি শেষ হলেই অন্তত দুমাস ধরে চলবে সামরিক অভিযান। জানা গিয়েছে, এই চারদিনের মধ্যেই হামাসের দখল থেকে মুক্তি দেওয়া হবে ইজরায়েলি পণবন্দিদের।

সতর্কবার্তা জারি ইজরায়েলের

প্যালেস্তাইনিদেরও ছেড়ে দেওয়া হবে। যদিও কাদের মুক্তি দেবে ইজরায়েল, তার বিস্তারিত বিবরণ জানা যায়নি। শুক্রবার যুদ্ধবিরতি শুরুর পরেই গাজা সংলগ্ন দুটি ইজরায়েলি গ্রামে বাসিন্দাদের সতর্ক করে প্রশাসন। দুই গ্রামে রকেট হামলার পরিকল্পনা করছে হামাস, সেরকমই আশঙ্কা ইজরায়েলের। সংঘর্ষবিরতির আগে হাসপাতাল লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে ইজরায়েল, পালটা এমন অভিযোগ এনেছে হামাস।

বুধবার সকালে ইজরায়েলের ক্যাবিনেটে ভোটাভুটির মাধ্যমে ঠিক হয় ৫০ জন পণবন্দিকে মুক্তি দেওয়ার হামাসের প্রস্তাব মেনে চার দিনের যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হবে। তার পরেই জানানো হয়, শুক্রবার ভারতীয় সময় সকাল সাড়ে দশটা থেকে শুরু হবে যুদ্ধবিরতি। ওইদিনই সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ ১৩ জন পণবন্দিকে মুক্তি দেবে হামাস। একই পরিবারের সদস্য শিশু ও মহিলাদের ছেড়ে দেওয়া হবে বলে মধ্যস্থতাকারী কাতারের বিদেশ মন্ত্রক সূত্রে খবর। চারদিনেই মুক্তি দেওয়া হবে ৫০ পণবন্দিকে।

এছাড়া ইজরায়েলের জেলে বন্দি থাকা

সংঘর্ষবিরতি শুরুর পরেই পালটা আক্রমণের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ইজরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী। গ্যালান্ট সাফ বলেন, হামাসের সঙ্গে এই সাময়িক যুদ্ধবিরতি কেটে যাক, তার পর ফের শুরু হবে ইজরায়েলের অভিযান। অন্তত আরও দু-মাস অভিযান চালাবে ইজরায়েলের সেনা। এই সংক্ষিপ্ত

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/379/23-24 Dated 23.11.2023	Construction of Proposed U/G Pipe Line [Dia = 600mm(NP3)] and Road (Length 899.00m) from Border of Ward No.-27 to N.S.C.Bose Road at Ukhila Laskarpara under Ward No.-27 of Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 1,09,17,907.00

Bid Submission end date: **18.12.2023 at 11-00 hrs.**
For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman, Rajpur-Sonarpur Municipality

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
E-TENDER NOTICE
1) Name of the Work: Construction of Water Canopy with Ring Well at Harshabardhan Kanishka Central Durgapuja Committee within Ward No.- 09, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/WS/NIT-138/23-24
Tender ID : 2023_MAD_608287_1 • Estimated Amount : Rs. 3,07,764/-
Last Date : 05th December 2023, up to 5:00 pm
For details : wbtenders.gov.in
Sd/- Executive Engineer, M.E.DTE, Govt. Of W.B., Posted at DMC

Nasibpur Gram Panchayat
Nasibpur, Singur, Hooghly
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders are being invited from the eligible contractor for execution of 01 no. development works under SWM Fund vide **Tender Memo No.: 235/NGP/2023, Date: 22.11.2023.** Documents Download/Sale & Bid Submission Start Date (Online): **23.11.2023 from 09:00 AM.** Bid Submission End Date (Online): **02.12.2023 up to 02:00 PM.** Bid Opening Date (Technical): **04.12.2023 at 02:00 PM.** For details information visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/- Prodhan
Nasibpur Gram Panchayat

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)
N.I.T. No: - ADDA/DGP/ED/N-67/2023-24
Exe. Engr., ADDA, Durgapur invites Percentage Rate Tender (ONLINE BID SYSTEM) for the works **(1)** Tender ID No. 2023_ADDA_607695_1; **(2)** Tender ID No. 2023_ADDA_607745_1; **(3)** Tender ID No. 2023_ADDA_607947_1; **(4)** Tender ID No. 2023_ADDA_607955_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in** or contact Exe. Engr. (Civil), ADDA, Durgapur.
Sd/- Exe. Engr., ADDA, Durgapur

W. B. AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
23B, Netaji Subhas Road, Kolkata-700001
Website: www.wbagroindustries.com,
Email: wb.agro@wbaicl.com
Phone No. 2230-2314/2230-2315
NIeA No. AIC/ PD/ EE/ NIeA-01/23-24, dt. 24-11-2023
Item-wise E-Auction is invited by the Executive Engineer for "Disposal of Scrap Iron Angle Frame Bars & Empty Plastic Barrels 'As is where is basis' at District offices of the Corporation" from eligible, reliable and resourceful bidders.
Bid Documents will be available from **https://wbtenders.gov.in**
Last Date for Submission: 08/12/2023 at 15:00 hrs.

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/373/23-24 Dated 23.11.2023	Construction of Bullah pilling at Garia railway station to Office of Alo in ward no-04 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 53,75,535.00
WBMAD/ULB/ RSM/374/23-24 Dated 23.11.2023	Construction of road at Sandhya bazar from Garia station to Nabagram Yuba Sangha club in Ward no-04 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 89,17,516.00

Bid Submission end date: **11.12.2023 at 11-00 hrs.**
For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman, Rajpur-Sonarpur Municipality

Kanaipur Gram Panchayat
Vill.+P.O.- Kanaipur, P.S.- Uttarpara, Dist.- Hooghly
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders is invited from the experienced and resourceful bidders having proper credential for execution of different development work(s) vide **NIT No.: i) 496/KGP/2023 (Sl.- 01-09), ii) 497/KGP/2023 (Sl.- 01), iii) 498/KGP/2023 (Sl.- 01) & 499/KGP/2023 (Sl.- 01), Date: 23.112023.** Work Comp. Time: 180 Days. Document Download & Bid Submission Start Date (Online): **24.11.2023 at 06:30 PM.** Bid Submission Close Date (Online): **05.12.2023 up to 05:00 PM.** Submission of EMD & Cost of Tender Paper (Offline): **06.12.2023 up to 01:00 PM.** Tender Opening Date (Online): **08.12.2023 at 09:00 AM.** For more details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/- Prodhan
Kanaipur Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে
সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১ **হাওড়া ডিভিসনের বিভিন্ন স্টেশনে ৩ বছর সময়কালের জন্য পার্কিং লট পরিচালনার চুক্তি প্রদানের** নিমিত্ত ই-অকশন আহ্বান করছেন। আরও বিস্তারিত বিবরণ ও ই-অকশনে অংশগ্রহণের জন্য অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এর **ই-অকশন লিজিং** মডিউল দেখুন। **ক্যাটালগ নং ঃ পার্ক-এইচডব্লুএইচ-৯-আর। অকশন শুরুর তারিখ/সময় ঃ** ০৭.১২.২০২৩ তারিখ সকাল ১১টা **ক্রমিক নং; লট নং/ক্যাটিগরি ও স্টেশনের নাম** নিম্নরূপঃ ১; পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-বিএইচআর-টিডব্লু-১৮২-২২-১ (পার্কিং—টু হুইলার) ও ভদ্রেশ্বর (V)। ২; পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এমইউইউ-টিডব্লু-৬৪-২২-১ (পার্কিং—টু হুইলার) ও মানকুন্ডু (II)। ৩; পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এমইউইউ-টিডব্লু-৬৩-২২-১ (পার্কিং—টু হুইলার) ও মানকুন্ডু (I)। ৪; পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এসএইচবিসি-টিডব্লু-১২০-২২-১ (পার্কিং—টু হুইলার) ও শিবাইচণ্ডী। ৫; পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এজিএই-টিডব্লু-৮৬-২৩-১ (পার্কিং—টু হুইলার) ও অগ্রদ্বীপ। ৬; পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-আরএসএলআর-টিডব্লু-১৯৭-২২-১ (পার্কিং—টু হুইলার) ও রসুলপুর। ৭; পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-বিএএইচডব্লু-টিডব্লু-২০২-২৩-১ (পার্কিং—টু হুইলার) ও বাহিরখণ্ড। ৮; পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-আরপিএইচ-এমএক্স-২৪-২৩-২ (পার্কিং—মিক্সড) ও রামপুরহাট। ৯; পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এসকেজি-আরডব্লু-৯৫-২২-১ (পার্কিং—থ্রি হুইলার) ও শক্তিগড়।
(HWH-368/2023-24)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/368/23-24 Dated 23.11.2023	CONSTRUCTION OF CONCRETE ROAD AT KANDAKPUR MASJID TO KHA PARA MAIN ROAD IN WARD NO-07. UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY. THE RATES ARE GIVEN AS PER PWD SCHEDULE OF RATES–2017. Road Length :- 66 M /WIDTH-2.0M.	Rs. 1,90,182.00
WBMAD/ULB/ RSM/369/23-24 Dated 23.11.2023	Construction of Concrete Road with Culvert at Beside ward Office at ward no-22 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 1,75,756.00
WBMAD/ULB/ RSM/371/23-24 Dated 23.11.2023	Construction of concrete road with culvert at Dat Badhano Goli at ward no- 22 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 1,70,341.00
WBMAD/ULB/ RSM/372/23-24 Dated 23.11.2023	Construction of Concrete Road with Culvert at G.P.Mitra Road bye lane at ward no-22 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 1,80,209.00
WBMAD/ULB/ RSM/375/23-24 Dated 23.11.2023	Construction of Concrete Road with Culvert near house of Kamal Halder at ward no-22 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,59,254.00
WBMAD/ULB/ RSM/376/23-24 Dated 23.11.2023	Construction of Concrete Road with Culvert at Musalman Para Road bye Lane at ward no-22 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,78,321.00
WBMAD/ULB/ RSM/377/23-24 Dated 23.11.2023	Construction of Concrete Road with Culvert at Musalman Para Road at ward no-22 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,69,207.00
WBMAD/ULB/ RSM/378/23-24 Dated 23.11.2023	Construction of Concrete Road with Culvert at Sarat Bose Road Bye Lane at ward no-22 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 1,65,912.00

Bid Submission end date: **04.12.2023 at 11-00 hrs.**
For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman, Rajpur-Sonarpur Municipality

Tender Notice
Tender Id: 2023_DMB_602201_1 to 2, 2023_DMB_602223_1, 2023_DMB_602212_1, 2023_DMB_602189_1
Bid Submission Start Dt. & Time (online): from **24/11/2023 up to 05:00pm** Bid submission closing Dt. & Time (online): upto **01/12/2023 up to 03:30pm** For viewing Tender: **www.wbtenders. gov.in**
Sd/- Executive Officer
Khandaghosh Panchayat Samity

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT, NORTH 24 PARGANAS
NIT-04 OF 2023-24
Online Tender has been invited from bonafide agencies for 27 no. various works under Basirhat Municipality. e-Tender Start Date: **25.11.2023 at 9.00 am.** Closing Date: **01.12.2023 upto 12.30 pm.** For more information, visit: **www.wbtenders.gov.in** and **www.basirhatmunicipality.in**
Sd/- Chairperson
Basirhat Municipality

Office of the
Radharghat-II Gram Panchayat
Muktarpur : Berhampore : Murshidabad.
1) NOTICE INVITING e-TENDER NO- 08,09,10 &11 /2023-24 PRODHAN/ RADHARGHAT-II Dated : 22/11/2023 & 24/11/2023 is hereby invited through online by the Prodhan, Radharghat-II G.P, Berhampore, MSD. for Civil works up to **04/12/2023 Time: 15.00 Hours**
Details may be obtained from this office during office hours.
Sd/- Prodhan
Radharghat- II Gram Panchayat

NOTICE INVITING e-TENDER
1. Tender Reference No- P-I/ 106/ 1221/EO/XV/2023-2024 Dated-22/11/2023. has been floated 3 nos. various type of works under Purbasthali-I P.S. fund XV FC (2022-23)
2. e-Tender Reference No- WBBDR /P-I/107/1224/EO/2023-24, Dated-23/11/2023
Tender ID: 2023_ZPHD_608176_1
Construction of Polyclinic with Pathology Lab of Ramkrishna Vivekananda Sevashram, Nadanghat fund- MPLADS 2023-24
3. e-Tender Reference No- WBBDR/P-I/108/1225/EO/2023-24, Dated-23/11/2023
Tender ID: 2023_ZPHD_608236_1,2 and 3 has been floated 3 nos. various type of works under Purbasthali-I P.S. fund XV FC (2022-23) SAAP
Look for detail you may visit www. wbtenders.gov.in and office notice board.
Sd/- Executive Officer
Purbasthali-1 Panchyat Samity
Srirampur, Purba Bardhaman.

NOTICE INVITING e-TENDER
The Prodhan, Abujhati-II Gram Panchayat has invited e-Tender against **Tender Reference No. AGP-II/e-Tender-09/2023-24 Date: 24.11.2023** & **Tender Reference No. AGP-II/e-Tender- 10/2023-24 Date : 24.11.2023** in this Gram Panchayat. Bid Submission End Date and Time : **01.12.2023** up to 2.00 P.M. Bid Opening Date (Technical) : **04.12.2023** at 10.00 A.M. Details Notice may be seen at **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Abujhati-II Gram Panchayet
Vill. & P.O.- Kulingram, P.S.- Jamalpur, Dist.- Purba Bardhaman

NOTICE INVITING TENDER
N.I.T. No. 04 of 2023-2024 of the Assistant Engineer (A-I), Katwa (Agri-Irrigation) Sub-Division
On behalf of the Governor of West Bengal 01 (one) no. sealed tender consisting of 03 (Three) groups for **Gr-(A)** Lifting & Re-lowering of submersible pump motor set at various MI Scheme under Katwa (A-I) Sub-Division. **Gr-(B)** Surging, Maintenance and development at Khetpur Palasi DTW (BN-18) under Katwa-II Dev. **Gr-(C)** "Repairing and rewinding of 4 nos 15 H.P. Submersible Motor pump set of different make under Katwa (A-I) Sub-Division. Under Katwa (A-I) Sub Division in the District of Purba Bardhaman, Form No. 2911 are invited by the Assistant Engineer (A-I), Katwa (A-I) Sub Division, Katwa, Purba Bardhaman from the bonafied and resourceful agencies with sound technical and financial capabilities and having experience of similar types of works as mentioned in the N.I.T. For detail of each group like Name of work, Eligibility criteria, Earnest money, Estimated amount etc. may be available from this office on any working day from 11.00 A.M. to 2.00 P.M. **Last Date of Application 06.12.2023 and last date of availability of tender paper 08.12.2023 up to 2.00 P.M.**
Assistant Engineer (A-I)
Katwa (A-I) Sub-Division
Katwa, Purba Bardhaman

পূর্ব রেলওয়ে
বিজ্ঞাপিত জিইএম বিড নম্বর ঃ জিইএম/২০২৩/বি/৪২২১৭৭৬, তারিখ ঃ ১৮.১১.২০২৩। চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ জিইএম বিড নং: জিইএম/২০২৩/বি/৪২২১৭৭৬-এর মাধ্যমে ওপেন ই-টেন্ডারের মাধ্যমে বাইরের এজেন্সি দ্বারা **৩৬ মাস সময়কালের জন্য লোকো শপ কমপ্লেক্স থেকে এইচএলআর স্টোর পর্যন্ত পিওএইচ থেকে খালাস হওয়া বাতিল বিক্রয়যোগ্য সামগ্রী ট্রাক/ডাম্পার দ্বারা পরিবহণ সহ সংগ্রহ, পৃথকীকরণ, বোঝাই, খালাস ও ওয়েমেন্ট-এর ব্যবস্থার** জন্য জিইএম-এর মাধ্যমে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **বায়নামূল্যঃ** ৩০,০০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০ টাকা। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ১৪,৯৫,৬৫৬.৬৯ টাকা। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৫.১২.২০২৩ বিকাল ৫টা। টেন্ডার নথি ও সম্পূর্ণ বিবরণ ওয়েবসাইট **www.gem.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। (MISC-191/2023-24)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
Asansol Office: Vivekananda Sarani, (Sen-Raliegh Road), Near Kalyanpur Housing Road, Asansol - 713305
E-NIT No.- ADDA/ASN/ED/N-54 & 55 of 2023-2024 Dated 23.11.2023
Executive Engineer, ADDA, Asansol invite Online percentage rate Tender (Two Bid System in two Parts) in Authority's Contract Form from reliable, resourceful and eligible Contractors; for other details visit our website: **wbtenders.gov.in**, **www.addaonline.in** or ADDA office, Asansol.
Sd/- E.E., ADDA, Asansol

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/370/23-24 Dated 23.11.2023	Construction of concrete road from H/O Shibprasad Sarkar to H/O Goutam Golder via H/O Gokul Ch. Roy Mondal & H/O Anita Bose at Sonargaon 3 No Gate Saradapark in Ward No.- 08 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 6,98,246.00

Bid Submission end date: **04.12.2023 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman., Rajpur-Sonarpur Municipality

e-Tender Inviting Notice
Various development work (12 nos) Debra Development Block.
e-N.I.T. No.:- 13 of 2023-24 (Memo No.- 4578/BDO- Deb, Dated- 22.11.2023). e-N.I.T. No.:- 14 of 2023-24 (Memo No.- 674/ Deb-PS, Dated- 22.11.2023)
Last Date & Time of submission tender documents:- **(08.12.2023 upto 18:00 hrs.** e-NIT 13 & 01.12.2023 upto 18:00 hrs. e-NIT-14)
Details may be had from the office in official date & time &, **www. wbtenders.gov.in,**
Sd/-
Block Development Officer
Debra Development Block

টি টোয়েন্টির সূর্যর ওয়ানডে দুঃখ

নিজস্ব প্রতিনিধি: সূর্যকুমার যাদব তাঁর সেরাটা খেললেন। তবে সেই ইনিংসটা এল সময়ের চার দিন পর! বিশ্বকাপ ফাইনাল নয়, তিনি নিজের সেরাটা দিলেন দ্বিপক্ষীয় সিরিজকে। সেটাও তাঁর চিরচেনা টি-টোয়েন্টি সংস্করণে। তাই তো এমন একটা ইনিংস খেলার পরও ভারতীয় সমর্থকেরা যেন তাঁর প্রশংসা করেও করছেন না! একটা 'কিন্তু' রেখেই দিচ্ছেন। সবারই একটাই আফসোস; ইস্, সূর্য যদি সেদিন শেষ দিকে ঝড় তুলতে পারতেন!

কী হয়েছিল আহমেদাবাদের সেই ফাইনালে? ফাইনালে সূর্য যখন ক্রিজে আসেন, ভারতের রান ৫ উইকেটে ১৭৮। ক্রিজে ছিলেন লোকেশ রাহুল। ১০৭ বলে ৬৬ রান করে রাহুল যখন আউট হন, ভারতের স্কোরবোর্ডে ৬ উইকেটে ২০৩ রান। তখনো ইনিংস শেষ হতে বাকি ছিল ৫১ বল।

সেই ম্যাচে ভারতের ব্যাটিং লাইনআপ খুব একটা লম্বা ছিল না। ৬ উইকেট পড়ার পরই বেরিয়ে গিয়েছিল 'লেজ'। ক্রিজে আসতে হয়েছে মোহাম্মদ শামিকে। শামি কিংবা যশপ্রীত বুমরারা কেউই ক্রিজে স্থায়ী হতে পারেননি। আর তা অপর প্রান্তে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন সূর্য। শেষ দিকে বেশি স্ট্রাইকে থাকার চেষ্টাও দেখা যায়নি তাঁর মধ্যে।

বুমরা যখন ফিরে যান, তখনো ম্যাচে ৩১ বল বাকি ছিল। অনেকেই আশা করেছিলেন, সূর্য এখন হয়তো কিছু একটা করবেন। তবে সেই আশা পূরণ হয়নি। অস্ট্রেলিয়ার দারুণ কৌশলে স্লোয়ার বাউন্সারে ফিরে যান এই ব্যাটসম্যান। আউট হওয়ার আগে করেন ২৮ বলে ১৮ রান। অথচ এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে কিছু রান পাবেন বলেই তো তাঁকে ওয়ানডে দলে নেওয়া!

ওয়ানডেতে বরাবরই সূর্যকুমারের সামর্থ্য নিয়ে প্রশ্নে উঠেছে। ৩৭ ম্যাচের ক্যারিয়ারে গড় মাত্র ২৫, অর্ধশতক তিনটি। এরপরও ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট তাঁর ওপর ভরসা রেখেছে। তারা নানা সমালোচনার মুখেও স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, সূর্য ওয়ানডে বিশ্বকাপ দলে থাকছেন। তবে যে কারণে তাঁর ওপর এত বিনিয়োগ, সেটাই তিনি দলের সবচেয়ে বড় প্রয়োজনের সময়ে পূরণ করতে পারেননি।

অথচ চার দিন পরই টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে সেই অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সূর্য কতটা সাবলীল! যখন ক্রিজে এলেন, ভারত অনেক চাপে। ২০৯ রানের লক্ষ্যে শুরুতেই ২ উইকেট হারায় তারা। সেখান থেকে ৪২ বলে ৮০ রানের ইনিংস খেলেছেন ভারতের ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক। ৯টি চার ও ৪টি ছক্কা মেরে সূর্য যখন ফেরেন ভারতের স্কোর ১৭.৪ ওভারে ৫ উইকেটে ১৯৪। অর্থাৎ জয়ের জন্য ভারতের আর প্রয়োজন ছিল ১৪ বলে মাত্র ১৫ রান। টি-টোয়েন্টি এটা তাঁর টানা তৃতীয় অর্ধশতক। হয়েছেন আরও একবার ম্যাচসেরা।

টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে তাঁর ম্যাচসেরা হওয়ার রেকর্ডটাও বিস্ময় জাগানিয়া। গতকাল টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ১৩ বারের মতো ম্যাচসেরা হয়েছেন সূর্য। ছাড়িয়ে গেছেন ভারতীয় অধিনায়ক রোহিত শর্মাকে। তিনি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট ম্যাচসেরা হয়েছেন ১২ বার। রোহিত ১২ বার ম্যাচসেরা হতে খেলেছেন ১৪৮ ম্যাচ। সূর্যর তাঁকে ছাড়িয়ে যেতে লেগেছে মাত্র ৫৪ ম্যাচ। সূর্যর চেয়ে দুবার বেশি, অর্থাৎ ১৫ বার ম্যাচসেরা হয়েছেন বিরাট কোহলি। প্রজন্মসেরা কোহলি খেলেছেন ১১৫ ম্যাচ। সূর্যকুমার ও কোহলির মধ্যে আছেন আরও একজন, তিনি মোহাম্মদ নবী। ১০৯ ম্যাচে ১৪ বার ম্যাচসেরা হয়েছেন এই আফগান ক্রিকেটার।

অস্ট্রেলিয়ার এই আগ্রাসী ব্যাটসম্যান টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ১৫০ স্ট্রাইক রেটে রান করেন, তবে গড় মাত্র ২৮.৪০। অথচ সূর্য ১৭৩.৩৭ স্ট্রাইক রেটে ব্যাটিং করেও অবিশ্বাস্য রকমের ধারাবাহিক। টি-টোয়েন্টিতে তাঁর গড় ৪৬.৮৫। ৫১ ইনিংসের ক্যারিয়ারে ৩টি শতক ও ১৬টি অর্ধশতক।

টি-টোয়েন্টিতে সফল বলেই ওয়ানডেতেও তাঁকে টি-টোয়েন্টির মতো ব্যবহার করতে চেয়েছিল টিম ম্যানেজমেন্ট। তাই তো ফাইনালে ২৯তম ওভারে চার উইকেট হারানোর পর ভারত সূর্যর আগে রবীন্দ্র জাদেজাকে পাঠিয়েছিল ব্যাটিংয়ে। তবে এরপরও সফলতা মেলেনি। আর সেরাটা দেওয়ার সেরা মঞ্চটাও তিনি ফেলে এসেছেন। সূর্যর ওয়ানডে ক্যারিয়ার আর আলোর মুখ দেখবে কি না, সেটা সময়ই বলবে। তবে এত দিন পর্যন্ত যা হয়েছে, সূর্য নিজেও হয়তো রহস্য উদ্ ঘাটন করার চেষ্টা করবেন; ওয়ানডে ম্যাচে কী হয় তাঁর!

টিভিতে ভারত বিশ্বকাপ দেখা হয়েছে ৪২ হাজার ২০০ কোটি মিনিট

নিজস্ব প্রতিনিধি: সম্প্রচারের দর্শকসংখ্যা এবং স্টেডিয়ামে বসে খেলা দেখায় এবারের বিশ্বকাপ রেকর্ড গড়েছে বলে জানিয়েছে আইসিসি এবং এর সম্প্রচার অংশীদার ডিজনি স্টার। আইসিসি জানিয়েছে, গত ৫ অক্টোবর শুরু হয়ে ১৯ নভেম্বর শেষ হওয়া বিশ্বকাপের মোট ৪৮ ম্যাচে স্টেডিয়ামে বসে ১২ লাখ ৫০ হাজার ৩০৭ দর্শক খেলা দেখেছেন।

ভারতে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ এ পথে ভেঙেছে ২০১৫ সালে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে দর্শকসংখ্যার রেকর্ড। আট বছর আগের সে বিশ্বকাপে স্টেডিয়ামে বসে খেলা দেখেছেন ১০ লাখ ১৬ হাজার ৪২০ দর্শক। ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ২০১৯ বিশ্বকাপ তালিকায় তৃতীয়। সেবার স্টেডিয়ামে বসে খেলা দেখেছেন ৭ লাখ ৫২ হাজার দর্শক।

ডিজনি স্টার জানিয়েছে, টিভিতে ভারতে অনুষ্ঠিত ওয়ানডে বিশ্বকাপ দেখেছেন ৫১ কোটি ৮০ লাখ দর্শক। ৪৮ ম্যাচের এই টুর্নামেন্টে ৪২ হাজার ২০০ কোটি মিনিট খেলা দেখেছেন দর্শকেরা। বিশ্বকাপ ইতিহাসে এটাই সর্বোচ্চ, জানিয়েছে ভারতের ব্রডকাস্ট অডিয়েন্স রিসার্চ কাউন্সিল (বিএআরসি)।

ভারত-অস্ট্রেলিয়ার ফাইনাল ম্যাচেও হয়েছে নতুন রেকর্ড। টিভিতে ভারত-অস্ট্রেলিয়া ফাইনাল দেখেছেন ৩০ কোটি দর্শক। যেখানে ফাইনাল ম্যাচের একটি মুহূর্তে একসঙ্গে টিভিতে চোখ রেখেছেন ১৩ কোটি দর্শক। ডিজনি স্টার জানিয়েছে, টিভিতে সম্প্রচারিত কোনো ক্রিকেট ম্যাচে এটাই সর্বোচ্চ দর্শকসংখ্যা।

বিশ্বকাপ ফাইনাল ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মেও দর্শকসংখ্যার নতুন রেকর্ড গড়েছে। ফাইনাল ম্যাচের একটি মুহূর্তে একসঙ্গে ৫ কোটি ৯০ লাখ দর্শক চোখ রেখেছেন বলে জানিয়েছে ডিজনিপ্লাস হটস্টার। তারা জানিয়েছে, সরাসরি সম্প্রচারিত কোনো ক্রীড়া ইভেন্টে এটাই সর্বোচ্চ দর্শকসংখ্যার রেকর্ড।

এবারের বিশ্বকাপে শুরু থেকেই আলোচনায় ছিলেন দর্শকেরা। বিশেষ করে প্রথম ম্যাচে ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ড ম্যাচে আহমেদাবাদের গ্যালারিভর্তি না থাকায় অনেক কথা হয়েছে। যদিও ভারতীয়রা দাবি করেছিলেন, সেদিনও মাঠে ছিল ৪০ হাজারের মতো দর্শক। বিশ্বকাপ শেষে আইসিসি জানিয়েছিল, ভারত বিশ্বকাপ আইসিসি ইভেন্টে সর্বোচ্চ দর্শকসংখ্যার রেকর্ড গড়েছে।

বিশ্বকাপ ট্রফি নিয়ে মিচেল মার্শের কাণ্ডে কষ্ট পেয়েছেন শামি

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশ্বকাপ ফাইনালের চার দিন পরই আবার মাঠে নেমে যেতে হয়েছে অস্ট্রেলিয়াকে। ফাইনালের প্রতিপক্ষ ভারতের বিপক্ষেই গতকাল টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচ খেলেছে তারা। প্যাট কামিন্স-ট্রাভিস হেডরা তাই আর বিশ্বকাপের শিরোপা জয় সেভাবে উদ্‌যাপন করতে পারলেন কই!

বিশ্বকাপ দলের কেউ কেউ টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে থেকে গেছেন ভারতে। অনেকে আবার এই সিরিজ থেকে বিশ্রাম নিয়ে চলে গেছেন অস্ট্রেলিয়ায়। এর মধ্যেই যতটুকু সম্ভব শিরোপা জয় উদ্‌যাপন করেছে অস্ট্রেলিয়া দল। অস্ট্রেলিয়া দলের সেই উদ্‌যাপনের একটি ছবি দেখে খুব কষ্ট পেয়েছেন ভারতের পেসার মোহাম্মদ শামি।

বিশ্বকাপের ট্রফির ওপরে পা দিয়ে বসে আছেন;এই ছবি নিজের এক্স অ্যাকাউন্টে পোস্ট করেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার অলরাউন্ডার মিচেল মার্শ। ছবিটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে 'ভাইরাল' হয়ে গেছে। অনেকেরই মন্তব্য এ রকম, এভাবে ছবি তুলে মার্শ বিশ্বকাপের ট্রফি আর খেলাটিকে অসম্মান করেছেন!

বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছেন এবারের বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি শামিও। পিউমার এক অনুষ্ঠানে গিয়ে গতকাল সাংবাদিকদের শামি বলেছেন, 'আমি কষ্ট পেয়েছি। যে শিরোপার জন্য বিশ্বের সব দল লড়াই করে, যে ট্রফি আপনি মাথার ওপর তুলে ধরেন, সেই ট্রফির ওপর পা রাখা আপনাকে আনন্দ দিতে পারে না।'

বিশ্বকাপে যে এত ভালো বোলিং করেছেন, ২৪টি উইকেট পেয়েছেন;এর রহস্য কী! তিনি কি ম্যাচের আগে উইকেট ভালো করে পড়তে পেরেছেন বলেই এমন সাফল্য? শামি বললেন অন্য কথা, 'সাধারণত বোলাররা মাঠে পৌঁছানোর পর উইকেট দেখে। আমি কখনো উইকেটের কাছেও যাই না। কারণ, আপনি যখন বোলিং করবেন, তখন জানতে পারবেন পিচ কেমন আচরণ করছে।' শামি এরপর যোগ করেন, 'তাহলে শুধু শুধু চাপ নেওয়া কেন? সবকিছু সহজ-সরল রাখতে হবে, ফুরফুরে থাকতে হবে, তাহলে আপনি ভালো খেলতে পারবেন।'

শামি অবশ্য বিশ্বকাপের শুরু থেকে ভারতের একাদশে জায়গা পাননি। দলের প্রথম চার ম্যাচে তিনি ছিলেন দর্শক। বাংলাদেশের বিপক্ষে অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া চোট পাওয়ার পর একাদশে সুযোগ পান শামি। এরপর যা করেছেন, সেটা দুর্দান্ত। মাত্র ৭ ম্যাচ খেলে ১০.৭০ গড়ে নিয়েছেন ২৪ উইকেট। বিষয়টি নিয়ে শামি বলেছেন, 'আপনি যখন চার ম্যাচ বসে থাকবেন, মানসিক দিক থেকে শক্ত থাকতে হবে। কখনো কখনো আপনি চাপে পড়ে যাবেন।'

ব্রাজিলের সমর্থকদের দিকে থুতু মেরেছিলেন দি মারিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি: দুই দলের সমর্থকদের বিবাদে ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ভেন্যু মারাকানা স্টেডিয়াম হয়ে উঠেছিল উত্তপ্ত। বাংলাদেশ সময় গত বুধবার সকালে হওয়া সংঘাত ও ফাউলের সেই সুপার ক্ল্যাসিকোতে ব্রাজিলকে ১-০ গোলে হারিয়েছে আর্জেন্টিনা।

কিন্তু এ ম্যাচ নিয়ে আলোচনা যেন থামছেই না। ম্যাচ শুরুর আগে সংঘাতের সেই ঘটনার তদন্ত করবে বলে জানিয়েছে ফিফা। ব্রাজিলের দায় প্রমাণিত হলে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে দলটির পয়েন্ট কাটা হতে পারে। এ ছাড়া আর্থিক জরিমানা অথবা ফাঁকা গ্যালারির সামনে খেলার শাস্তি হতে পারে। ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যম 'গ্লোবো'র খবরে এসব কথা জানানো হয়েছে।

পরিস্থিতি যখন এই, একটি ফুটেজে দেখা গেছে সংঘাতের সময় মাঠ ছেড়ে ড্রেসিংরুমে যাওয়ার সময় টানেলে ব্রাজিলের সমর্থকদের লক্ষ্য করে থুতু মেরেছেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী তারকা আনহেল দি মারিয়া।

আর্জেন্টিনার উইঙ্গারকে অবশ্য শুরুতে উত্যক্ত করেছিলেন ব্রাজিলের সমর্থকেরা। টানেল দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁকে উদ্দেশ করে বিয়ার ছুড়ে মারেন ব্রাজিলের এক সমর্থক। দি মারিয়া কিছুটা সরে গিয়ে নিজেকে রক্ষা করার পর আবার ফিরে এসে থুতু মেরেছেন।

মারাকানায় ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা ম্যাচ শুরুর আগে গ্যালারির দক্ষিণ অংশে দুই দলের সমর্থকেরা বিবাদে জড়ান। পরে পুলিশ এসে আর্জেন্টিনার সমর্থকদের ওপর লাঠিচার্জ করলে পরিস্থিতির অবনতি ঘটে, যা থামাতে আর্জেন্টিনা-ব্রাজিল দুই দলের খেলোয়াড়েরাই গ্যালারির দিকে ছুটে যান। এ ঘটনায় বেশ কয়েকজন রক্তাক্ত হন। ম্যাচও শুরু হয় নির্ধারিত সময়ের প্রায় আধা ঘণ্টা পর।

ধর্ষণের অভিযোগে আলভেজের ৯ বছরের কারাদণ্ড দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০২২ সালে বার্সেলোনার এক নৈশ ক্লাবে এক তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগে ব্রাজিলের সাবেক ফুলব্যাক দানি আলভেজের ৯ বছর কারাবাসের শাস্তি দাবি করেছেন স্পেনের কৌঁসুলিরা। গত জানুয়ারিতে গ্রেপ্তার হওয়ার পর থেকেই বার্সেলোনার জেলে আটক আছেন আলভেজ। বার্সা ও পিএসজির সাবেক এই খেলোয়াড়ের কাছে ভুক্তভোগীর জন্য ১ লাখ ৫০ হাজার ইউরো ক্ষতিপূরণ দাবি করেন কৌঁসুলিরা। আলভেজের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্রের একটি অনুলিপি দেখে আজ খবরটি জানিয়েছে বার্তা সংস্থা এএফপি।

ব্রাজিলের হয়ে কোপা আমেরিকা ও কনফেডারেশনস কাপ জয়ী আলভেজের বিচারের দিন এখনো ধার্য হয়নি। ৪০ বছর বয়সী আলভেজের দাবি, মেয়েটির সম্মতির ভিত্তিতেই তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গ মুহূর্ত কাটিয়েছেন। গ্রেপ্তার হওয়ার পর গত জুনে প্রথমবারের মতো একটি সংবাদমাধ্যমকে সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন আলভেজ। স্পেনের 'লান ভ্যানগার্ড' সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সেই সাক্ষাৎকারে আলভেজ বলেছিলেন, 'সাটন নৈশ ক্লাবে সেদিন রাতে বাথরুমে যা ঘটেছিল তা নিয়ে আমি বিবেকের কাছে পরিষ্কার। যেটা ঘটেনি তা হলো, আমি সেই নারীর সঙ্গে জোর করে কিছু করেছি।'

তবে ধর্ষণের অভিযোগ প্রথম জানাজানি হওয়ার পর, গ্রেপ্তার হওয়ার আগে আলভেজ এক টিভি সাক্ষাৎকারে সেই নারীকে চেনার ব্যাপারটি অস্বীকার করেছিলেন। গত ২ জানুয়ারি আলভেজের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ করেন সেই নারী। স্প্যানিশ টিভি চ্যানেল 'অ্যান্টেনা থ্রি'কে আলভেজ সেই সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'কাউকে বিরক্ত না করেই আমি নাচছিলাম এবং ভালোই লাগছিল। জানি না সে কে ছিল? একজন নারীর সঙ্গে আমি এটা কীভাবে করতে পারি।'

আলভেজ এরপর 'লা ভ্যানগার্ড'কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে দাবি করেন, সেই নারীকে না চেনার বিষয়ে তিনি মিথ্যা বলেছিলেন। কারণ, তিনি ভেবেছিলেন, স্ত্রী জানতে পারলে তাঁকে ছেড়ে চলে যাবেন। সাটন নৈশক্লাবে সেদিন যা যা ঘটেছিল তা নিয়ে অভিযোগপত্রে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন কৌঁসুলিরা। তাঁদের ভাষ্য অনুযায়ী, নৈশক্লাবে সেই নারীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর তাঁকে ছোট্ট একটি কক্ষে নিয়ে যান আলভেজ। সেই নারী দাবি করেছিলেন, তিনি জানতেন না ওটা টয়লেট ছিল।

কক্ষের ভেতরে ঢোকার পর থেকেই আলভেজের আচরণ 'আক্রমণাত্মক' হয়ে ওঠে। ওই নারী বাধা দিলেও জোর করেই তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গ সময় কাটিয়েছেন বলে দাবি করা হয় অভিযোগপত্রে। গত বছর এ নিয়ে পাস হওয়া স্পেনের আইন অনুযায়ী, অনলাইনে যৌন নির্যাতন থেকে ধর্ষণ;এসব অপরাধের জন্য আলাদা শাস্তির বিধান রয়েছে। ধর্ষণের অভিযোগ প্রমাণিত হলে ১৫ বছরের কারাবাসের শাস্তিও হতে পারে। সেই ঘটনার সময় বার্সেলোনায় ছুটি কাটাচ্ছিলেন আলভেজ। গ্রেপ্তার হওয়ার পর তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে ম্যাক্সিকান ক্লাব পুমা ইউএনএএম। চ্যাম্পিয়নস লিগসহ ক্লাব ক্যারিয়ারে ৪২টি শিরোপা জিতেছেন বার্সার সাবেক এই ফুটবলার। কাতার বিশ্বকাপে ব্রাজিলের সবচেয়ে বয়স্ক খেলোয়াড় হিসেবে বিশ্বকাপে মাঠে নামার রেকর্ডও গড়েন আলভেজ।

'ব্লেড রানার' পিস্টোরিয়াস মুক্তি পাচ্ছেন প্যারোলে

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্যারোলে মুক্তি পাচ্ছেন প্রেমিকাকে খুনের দায়ে দণ্ডপ্রাপ্ত দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক প্যারা অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন অস্কার পিস্টোরিয়াস। ২০১৪ সালে প্রেমিকা রিভা স্টিনক্যাম্পকে খুনের দায়ে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। আগামী ৫ জানুয়ারি প্যারোলে মুক্তি পেতে যাচ্ছেন পিস্টোরিয়াস, আজ এই খবর জানিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার কারেকশনাল সার্ভিসেস (ডিএসসি)।

ডিএসসির একজন মুখপাত্র বলেছেন, 'ডিএসসি নিশ্চিত করছে যে জনাব অস্কার লিওনার্দ কার্ল পিস্টোরিয়াসের প্যারোল আবেদনের কথা, যেটি ২০২৪ সালের ৫ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হবে। পিস্টোরিয়াস তাঁর সাজার বাকি অংশ সংশোধনী বিভাগের অধীন শেষ করবেন।'

কার্বন-ফাইবারের তৈরি কৃত্রিম পা দিয়ে দৌড়ানো 'ব্লেড রানার' নামে খ্যাত পিস্টোরিয়াসকে এক সময় ভাবা হতো 'নায়ক'। এরপর খুনের অভিযোগে প্রায় এক দশক আগে আলোচনায় আসেন তিনি।

২০১৩ সালের ভালোবাসা দিবসের ভোরে বাথরুমের দরজা দিয়ে চারবার গুলি করে প্রেমিকা স্টিনক্যাম্পকে খুন করেন পিস্টোরিয়াস। শুরুতে ২০১৪ সালে উচ্চ আদালতের এক রায়ে অনিচ্ছাকৃত হত্যার দায়ে ৫ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। তবে আপিলের পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৫ সালে সুপ্রিম কোর্ট তাঁকে জেনেবুঝে খুনের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করেন।

২০১৬ সালে ছয় বছরের জন্য কারাগারে পাঠানো হয় তাঁকে, যদিও বাদীপক্ষ থেকে সর্বনিম্ন ১৫ বছরের শাস্তির আবেদন করা হয়েছিল। ২০১৭ সালে পিস্টোরিয়াসের শাস্তি বাড়িয়ে ১৩ বছর ৫ মাস করা হয়। সে সময় বলা হয়েছিল, পিস্টোয়ারিয়াসের শাস্তি 'আশ্চর্যজনকভাবে কম' হয়ে গেছে।

স্টিনক্যাম্পের মা পিস্টোরিয়াসের প্যারোলের বিপক্ষে না হলেও বলেছেন, সাবেক এ অ্যাথলেট যথেষ্ট পরিমাণে অনুশোচনা প্রকাশ করেননি। প্যারোল বোর্ডকে দেওয়া এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, 'পুনর্বাসনের জন্য কাউকে সৎ থেকে নিজের অপরাধের সত্যতা ও এর প্রভাব মেনে নিতে হয়। যদি সত্যিকে পুরো মেনেই না নেয়, তাহলে কেউ বলতে পারে না যে তার অনুশোচনা হচ্ছে।'

স্টিনক্যাম্পকে রাগের বশে খুনের দায় পিস্টোরিয়াস স্বীকার করেননি। তিনি বলেছিলেন, অনাহুত কাউকে ভেবে তিনি গুলি ছুড়েছিলেন। সে সময় এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, 'মাঝেমধ্যে আমারও মনে হয়, অন্য একজনের জীবন নিয়ে নেওয়ার কারণে আমার বেঁচে থাকার অধিকার নেই। কিন্তু আমার সমস্যা জেনেবুঝে খুনের অভিযোগ নিয়ে।'

৩৭ বছর বয়সী পিস্টোরিয়াস আজ প্রিটোয়ারিয়ায় প্যারোল বোর্ডের সামনে হাজির হন। গত আট মাসের মধ্যে এ নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো প্যারোল আবেদন করলেন পিস্টোরিয়াস। এর আগে গত মার্চে এমন আবেদন করেছিলেন তিনি। যদিও প্যারোলে মুক্তি পাওয়ার মতো যথেষ্ট সময় শাস্তি ভোগ করেননি, বোর্ড এমন মনে করেছিল। তবে আদালত এরপর রায় দেন, সেটি ভুল ছিল। এরপর নতুন শুনানির পথ খুলে যায় পিস্টোরিয়াসের জন্য।

ছেলেবেলার ক্লাবের জন্য হলান্ডের 'উপহার'

নিজস্ব প্রতিনিধি: আর্লিং হলান্ডের জন্ম ২০০০ সালে ইংল্যান্ডের লিডসে। ফুটবলার বাবা আলফি হলান্ড চার বছর পর ইংল্যান্ড ছেড়ে নিজের বেড়ে ওঠার শহর নরওয়ের ব্রিনায় চলে যান। হলান্ড সেখানকার ক্লাব ব্রিনা এফকের বয়সভিত্তিক দলেই খেলেছেন ১১ বছর। এরপর সুযোগ মেলে ক্লাবটির সিনিয়র দলেও। ২০১৭ সালে ব্রিনা ছেড়ে মলদে ও রেড বুল সালজবুর্গ ঘুরে তিন বছর পর (২০২০) যোগ দেন বরুসিয়া ডর্টমুন্ডে। বাকিটা ইতিহাস। হলান্ড ইতিহাস গড়তে গড়তেই এখন ম্যানচেস্টার সিটিতে। সামনে যে আরও ইতিহাস গড়বেন, তা না বললেও চলে। কিন্তু হলান্ড এই যে এতটা পথ পেরিয়ে এসেছেন, তাঁর কি কখনো শৈশবের ক্লাবটি মনে পড়ে না? ব্রিনার সেই দিনগুলো! অবশ্যই। মন পোড়ে বলেই তো ব্রিনার সমর্থকদের জন্য একটি কাজ করবেন নরওয়ে তারকা।

নরওয়ে ফুটবলের দ্বিতীয় স্তরে খেলা ব্রিনা ২০০৬ সালের পর এবার প্রথমবারের মতো দেশটি শীর্ষ লিগে ওঠার জন্য প্লে,অফ ম্যাচ খেলবে আগামী শনিবার। ম্যাচটি হবে অ্যাওয়েতে। হলান্ড এই ম্যাচে ব্রিনার সমর্থকদের যাতায়াত ভাড়া বহন করবেন। বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, ২৩ বছর বয়সী এ তারকা অন্তত ২০০ ব্রিনা সমর্থকের ট্রেনের ভাড়া দেবেন, যেটা সব মিলিয়ে প্রায় ১৬ হাজার ডলার। নরওয়ের টিভি চ্যানেল টিভি টুকে ব্রিনার বিপণন ব্যবস্থাপক বিয়ন হ্যাগরাদ রোকেন বলেছেন, 'আর্থিকভাবে লোকজনের জন্য সময়টা এখন খারাপ। এ কারণে একটি ম্যাচ দেখতে যে যাতায়াত খরচ, সেটিকে প্রাধান্য দেওয়া কঠিন হয়ে উঠছে ভক্তদের জন্য। আর এ জন্য (হলান্ডের সাহায্য) আরও বেশি ভক্ত যাওয়ার সুযোগ পাবে।'

২০১৬ সালে ব্রিনার মূল দলে ঢোকার আগে ১১ বছর ক্লাবটির বয়সভিত্তিক দলে খেলেছেন হলান্ড। সিটিতে যোগ দেওয়ার পর গত মৌসুমে 'ট্রেবল'ও জিতেছেন। ব্যালন ডি'অর পুরস্কারের দৌড়েও ভালো সম্ভাবনা ছিল হলান্ডের। কিন্তু লিওনেল মেসির সঙ্গে আর পেরে ওঠেননি। ২০২৪ ইউরো বাছাইয়েও নরওয়ের হয়ে সর্বোচ্চ গোলদাতা ছিলেন হলান্ড। তবে আগামী বছর জার্মানিতে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া এই টুর্নামেন্টের চূড়ান্ত পর্বে খেলার সুযোগ করে নিতে পারেনি নরওয়ে।

CALL 9934841183
সাদা দাগের সফল আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা
50 বছরের সফল অভিজ্ঞতা
আমাদের আয়ুর্বেদিক ওষুধ সেবন করলে জটিল পুরানো সাদা দাগ শিকড় থেকে দূর হয়ে ত্বকের রঙের সাথে মিশে যায়

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**